জিএসটি প্রশ্নোত্তর

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) ON GST

মুখবন্ধ

২০১৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ১০১তম সংবিধান সংশোধন ও ১৫ই সেপ্টেম্বর জিএসটি কাউন্সিল-এর বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) প্রণয়নের পথ সুগম হয়েছে। সরকার ২০১৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) (যা পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এতাবৎ সবচেয়ে বড় সংস্কার) চালু করতে আগ্রহী। কেন্দ্র এবং রাজ্যের পরোক্ষ কর বিভাগের সরকারি আমলা ও একই সাথে ব্যবসায়ী মহলকে জিএসটি ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, এই ব্যবস্থার পদ্ধতি ও প্রকরণের বিষয়ে জানানোর কাজটি এই মুহূর্তে অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

সিবিইসি-র অধীনস্থ ন্যাশনাল অকাদেমি অফ কাস্টম্‌স, এক্সাইজ অ্যান্ড নারকোটিক্‌স (ন্যাসেন) পরোক্ষ কর সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করানোর শীর্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জিএসটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাসেন-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ন্যাসেন এই মুহূর্তে প্রায় ৬০,০০০ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটি করে চলেছে; এর লক্ষ্য জিএসটি চালু হওয়ার সময় এই সরকারি কর্মীরা যেন এই সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত থাকেন। ইতিমধ্যেই ন্যাসেন সারা দেশে তৃণমূল স্তরে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রায় ২০০০ প্রশিক্ষক বেছে নিয়েছে। সময়ের অভাবে ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ ছাড়াও ন্যাসেন উন্নততর প্রযুক্তি যেমন ভার্চুয়াল ক্লাসরুম এবং ই-শিক্ষা মডিউল-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ ও মত আদানপ্রদান অধিবেশন চলাকালীন যে সব প্রশ্ন ও প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে তার উপর

ভিত্তি করে ন্যাসেন প্রশিক্ষণের উপকরণরূপে FAQ (Frequently Asked Questions)-এর একটি সংকলন তৈরি করেছে যেটি সরকারি কর্মচারী এবং জনসাধারণকে আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইন (Model GST Law) এবং এর খুঁটিনাটি বুঝতে সাহায্য করবে। এই FAQ-এর প্রস্তুত ও পর্যালোচনা করেছেন কেন্দ্র এবং রাজ্যের আধিকারিকবৃন্দ। যেসব আধিকারিক এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন আমি তাঁদের এবং ন্যাসেন-কে এই প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানাই।

আমি নিশ্চিত ২৪টি বিষয়ের উপর ৫০০-র অধিক প্রশ্ন সম্বলিত এই FAQ সংকলনটি একটি কার্যকারী উপকরণরূপে পণ্যপরিষেবা কর (GST) সংক্রান্ত জানার বিষয়গুলি কর আধিকারিক, ব্যবসায়ী মহল এবং জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। ইতিমধ্যে সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশিত আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইন-এর (Model GST Law)-এর উপর ভিত্তি করে এই প্রথম সংস্করণটি তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আইন প্রণয়ন এবং বিধি নির্ধারণের সাথে সাথে ন্যাসেন এই FAQ সংস্করণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

নাজিব শাহ
চেয়ারম্যান, সিবিইসি

বি ষ য় সূ চি

মুখবন্ধ

একনজরে পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) ৬
Overview of Goods and Services Tax (GST)

লেভি ধার্য করা এবং কর থেকে অব্যাহতি ১৭
Levy of and Exemption from Tax

রেজিস্ট্রেশন ২২
Registration

সরবরাহের অর্থ এবং সুযোগ ৩৩
Meaning & Scope of Supply

সরবরাহের সময় ৩৭
Time of Supply

জিএসটিতে মূল্যনির্ধারণ ৪১
Valuation in GST

জিএসটি কর প্রদান ৪৫
GST Payment of Tax

ইলেক্ট্রনিক কমার্স ৫২
Electronic Commerce

জব-ওয়ার্ক ৫৭
Job Work

ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ৬০
Input Tax Credit

জিএসটি-তে ইনপুট পরিষেবা বণ্টনকারীর ধারণা ৭০
Concept of Input Service Distributor in GST

রিটার্ন পদ্ধতি ও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ম্যাচিং ৭৪
Return Process and Matching of Input Tax Credit

কর নির্ধারণ এবং অডিট ৮২
Assessment & Audit

রিফান্ড ৮৯
Refunds

ডিম্যান্ডস অ্যান্ড রিকভারি ৯৪
Demands & Recovery

জিএসটিতে আপিল, রিভিউ এবং রিভিশন ১০০
Appeals, Review & Revision in GST

অগ্রিম বিধান ১০৭
Advance Ruling

নিষ্পত্তি কমিশন ১১২
Settlement Commission

পরিদর্শন, তল্লাশি, আটক এবং গ্রেপ্তার ১১৮
Inspection, Search, Seizure & Arrest

অপরাধ এবং দণ্ড, মামলা রুজু করা এবং সমঝোতা ১৩২
Offences & Penalties, Prosecution & Compounding

আইজিএসটি আইন একনজরে ১৪২
Overview of the IGST Act

পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের স্থান ১৪৬
Place of Supply of Goods and Services

জিএসটি পোর্টালে ফ্রন্ট-এণ্ড কার্যপদ্ধতি ১৫২
Front-end Business Process on GST Portal

অন্তর্বর্তীকালীন বিধিব্যবস্থা ১৬৪
Transitional Provisions

ডিসক্লেমার

এই প্রশ্নোত্তর শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ও আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। এই পুস্তিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি শুধুই এক সাধারণ রূপরেখা দেওয়ার জন্য, আইনি পরামর্শ বা মত হিসেবে ব্যবহারের জন্য নয়। বিশদে জানার জন্য মূল আদর্শ জিএসটি আইন দ্রষ্টব্য।

একনজরে পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি)
OVERVIEW OF GOODS AND SERVICES TAX (GST)

প্র১: জিএসটি (GST) বিষয়টি কি?

উ: এটি পণ্য এবং পরিষেবা ব্যবহার করার (consumption) উপর গন্তব্যভিত্তিক কর (destination based tax)। প্রস্তাবনা অনুযায়ী উৎপাদক থেকে শুরু করে অন্তিম ব্যবহারকারী (last consumer) পর্যন্ত এটি সকল ধাপে আদায়ের কথা বলা হয়েছে। কোনও বিশেষ ধাপে কর-এর ক্ষেত্রে ঠিক আগের ধাপে দেওয়া কর-এর পরিমাণ ক্রেডিট রূপে গণ্য হবে। সংক্ষেপে বলতে হয় প্রতিটি ধাপে যে মূল্য (value) যুক্ত হবে শুধু তার উপরে কর দিতে হবে এবং অন্তিম ব্যবহারকারীকে (final consumer) কর-এর ভার বহন করতে হবে।

প্র২: ব্যবহার-এর উপর গন্তব্যভিত্তিক কর বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে?

উ: যে স্থানে পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহৃত (consumed) হবে (যাকে সরবরাহের স্থানও বলা হবে) সেই অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের খাতে কর জমা হবে।

প্র৩: বর্তমান করগুলির কোন কোনটি পণ্য পরিষেবা কর-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে?

উ:১) বর্তমানে কেন্দ্র দ্বারা ধার্য ও আদায়কৃত

ক) Central Excise Duty

খ) Duties of Excise [Medicinal and Toilet Preparations]

গ) Additional Duties of Excise (goods of special importance)
ঘ) Additional Duties of Excise (textile and textile products)
ঙ) Additional Duties of Customs (commonly knowns as CVD)
চ) Special Additional Duty of Customs (SAD)
ছ) Service Tax
জ) Goods এবং Service Supply-এর সাথে জড়িত Central Surcharge এবং Cess.

২) রাজ্যের যে করগুলি পণ্য পরিষেবা কর-এর অন্তর্ভুক্ত হবে:
ক) State VAT
খ) Central Sales Tax
গ) Luxury Tax
ঘ) Entry Tax (all forms)
ঙ) Entertainment and Amusement Tax (ব্যতিক্রম স্থানীয় প্রশাসন (local bodies) দ্বারা ধার্য কর)
চ) বিজ্ঞাপনের উপর ধার্য কর
ছ) Purchase Tax
জ) Lottery, Betting এবং Gambling উপর Tax
ঝ) Goods এবং Service Supply-এর সাথে জড়িত State Surcharge এবং Cess

কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসন (Local Body) যেসব কর, সেস এবং সারচার্জ ধার্য করে জিএসটি কাউন্সিল সেগুলি পণ্য পরিষেবা কর-এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যকে সুপারিশ করবে।

প্র৪: উল্লেখিত করগুলি পণ্য পরিষেবা কর-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে?

উ: কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় প্রশাসন দ্বারা ধার্য করা নানা কর, এবং লেভি-র জিএসটি-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। এদের চিহ্নিত করার সময় নিম্নলিখিত নীতিগুলির কথা মাথায় রাখা হয়েছে—

১) যে সব কর অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলি যেন পণ্য কিংবা পরিষেবা সরবরাহ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরোক্ষ করের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হয়।
২) যেসব কর বা লেভি অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলি যেন এমন এক বিনিময় শৃঙ্খল-এর

অংশ হয় যে শৃঙ্খলের একপ্রান্তে থাকবে আমদানি/উৎপাদন/পণ্য উৎপাদন বা পরিষেবা দেওয়া, এবং অন্যপ্রান্তে থাকবে পণ্য কিংবা পরিষেবার ব্যবহার।

৩) অন্তর্ভুক্তিকরণের দরুণ অন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃরাজ্য স্তরে কর-এর ক্রেডিট-এর ধারা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়। যেসব কর, লেভি এবং ফি সরাসরি পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার করার সাথে জড়িত নয় সেগুলি জিএসটি-র অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়।

৪) কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ের আয়ের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা আনার চেষ্টা করতে হবে।

প্র৫: কোন কোন জিনিস জিএসটি-র আওতার বাইরে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে?

উ: মানুষের জন্য প্রস্তুত মদ, পেট্রোলিয়াম পণ্য যেমন অশোধিত পেট্রোলিয়াম, মোটর স্পিরিট (পেট্রল), হাই স্পিড ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, Aviation turbine fuel এবং ইলেক্ট্রিসিটি।

প্র৬: জিএসটি চালু হওয়ার পর উপরে উল্লেখিত দ্রব্যগুলির জন্য কর ব্যবস্থা কী হবে?

ড: উল্লেখিত দ্রব্যগুলির জন্য বর্তমান কর ব্যবস্থা (ভ্যাট এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক বা Central Excise duty) চালু থাকবে।

প্র৬: জিএসটি চালু হলে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে কী হবে?

উ: তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য জিএসটি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের এদের উপর কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে।

প্র৭: কী ধরনের জিএসটি চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে?

উ: কমন ট্যাক্স বেস (অর্থাৎ একই করভিত্তি)-এর উপর কেন্দ্র ও রাজ্য দ্বারা ধার্য দ্বৈত (dual) জিএসটি চালু হবে। পণ্য বা পরিষেবার অন্তঃরাজ্য (intra-state) সরবরাহ-এর উপর কেন্দ্র যে জিএসটি নেবে তাকে কেন্দ্রীয় জিএসটি বা সিজিএসটি বলা হবে এবং এই একই সরবরাহের জন্য রাজ্য যা ধার্য করবে তাকে রাজ্য জিএসটি বা এসসিজিএসটি বলা হবে। একইভাবে প্রতিটি পণ্য বা পরিষেবার আন্তঃরাজ্য (inter-state) সরবরাহের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সংহত (Integrated) জিএসটি বা আইজিএসটি ধার্য করবে ও তার

তদারকি করবে।

প্র৮: দ্বৈত জিএসটি কেন প্রয়োজন?

উঃ ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ যেখানে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়কেই যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই দুই স্তরের সরকারকেই সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং এজন্য সম্পদের প্রয়োজন। সেই কারণে সংবিধানে যে আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার কথা বলা হয়েছে দ্বৈত জিএসটি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্র৯: কোন কর্তৃপক্ষ জিএসটি ধার্য করবে ও তার তদারকি করবে?

উ: সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ধার্য করা ও তার তদারকির দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের, অন্যদিকে এসজিএসটি ধার্য করা ও তার তদারকির দায়িত্ব থাকবে রাজ্য সরকারের।

প্র১০: সাম্প্রতিককালে জিএসটি-র পরিপ্রেক্ষিতে কেন ভারতের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে?
উ: বর্তমানে সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা (fiscal power) সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত এবং প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই এই এক্তিয়ারের সমাপতন (overlapping) হয় না। কেন্দ্রের হাতে যেমন পণ্য উৎপাদনের উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা আছে (ব্যতিক্রম মদ, আফিম, নারকোটিক), অন্যদিকে পণ্য বিক্রির উপর রাজ্যের কর বসানোর ক্ষমতা আছে। আন্তঃরাজ্য পণ্য বিক্রির উপর কেন্দ্রের কর বসানোর জায়গা আছে (কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর) কিন্তু এই কর রাজ্য সংগ্রহ করে এবং পুরোটাই নিজের কাছে রেখে দেয়। পরিষেবার ক্ষেত্রে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পরিষেবা কর ধার্য করার ক্ষমতা আছে।

জিএসটি চালু করার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন ছিল যার দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই এই কর ধার্য ও সংগ্রহ করতে পারে। এই কারণে সম্প্রতি ভারতীয় সংবিধানে ১০১তম সংশোধনী, ২০১৬ দ্বারা সংশোধন আনা হয়েছে। বর্তমানে সংবিধানের ২৪৬এ ধারায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই পণ্য পরিষেবা কর ধার্য করা ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্র১১: পণ্য এবং পরিষেবা, সংক্রান্ত কোনও বিনিময়ের (transaction) উপর কীভাবে

একইসাথে কেন্দ্রীয় জিএসটি (সিজিএসটি) এবং রাজ্য জিএসটি (এসজিএসটি) বসানো হবে?

উ: করমুক্ত পণ্য এবং পরিষেবা জিএসটি-র আওতার বাইরে থাকা পণ্য এবং প্রস্তাবিত প্রারম্ভিক সীমার (threshold limit) নীচে থাকা বিনিময় ছাড়া প্রতিটি পণ্য এবং পরিষেবা সরবরাহের উপর একই সাথে কেন্দ্রীয় জিএসটি এবং রাজ্য জিএসটি ধার্য করা হবে।

এই দুটি কর-ই একই দাম (price) বা মূল্যের (value) উপর ধার্য হবে; রাজ্য মূল্যযুক্ত কর (VAT)-এর সাথে এখানেই এর অমিল কারণ পণ্যের মূল্যের সাথে CENVAT যোগ করে রাজ্য মূল্যযুক্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় জিএসটি-র ক্ষেত্রে যেমন সরবরাহকারী বা গ্রহীতা দেশের কোথায় অবস্থান করছে জানা জরুরি নয় তেমনই রাজ্য জিএসটি কেবলমাত্র তখনই ধার্য হবে যখন সরবরাহকারী এবং গ্রহীতা উভয়ে একই রাজ্যে অবস্থান করবে।

উদাহরণ ১, ধরে নেওয়া যাক কেন্দ্রীয় জিএসটি-র হার ১০ শতাংশ এবং রাজ্য জিএসটি হার ১০ শতাংশ। যখন উত্তরপ্রদেশের কোনও স্টীল ব্যাপারি সেই রাজ্যের কোনও কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে স্টীল বার এবং রড সরবরাহ করবেন, সেই ব্যাপারি পণ্যের মূল দাম (basic price) ছাড়াও ১০ টাকা সিজিএসটি এবং ১০ টাকা এসজিএসটি আদায় করবেন। তাঁর দায়িত্ব থাকবে সিজিএসটি-র টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে এবং এসজিএসটি-র টাকা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের খাতায় জমা দেওয়া। অবশ্যই তাকে নগদে ২০ (১০+১০) টাকা জমা দিতে হবে না কারণ সে কেনার সময় যতটা সিজিএসটি বা এসজিএসটি দিয়েছেন বর্তমান প্রদেয় থেকে ততটা তাঁকে নগদে দিতে হবে না। কিন্তু সিজিএসটি দেওয়ার জন্য কেনার সময় তিনি যেটুকু সিজিএসটি দিয়েছেন শুধু সেটুকুই তিনি ক্রেডিট পাবেন। একইভাবে এসজিএসটি-র সময় শুধু এসজিএসটি–র ক্রেডিট পাওয়া যাবে। অন্যভাবে বললে সিজিএসটি-র ক্রেডিট থেকে এসজিএসটি দেওয়া যাবে না বা এসজিএসটি-র ক্রেডিট থেকে সিজিএসটি দেওয়া যাবে না।

উদাহরণ ২, ধরে নেওয়া যাক সিজিএসটি-র হার ১০ শতাংশ এবং এসজিএসটি-র হার ১০ শতাংশ। যদি মুম্বইয়ের কোনও বিজ্ঞাপন সংস্থা মহারাষ্ট্রের কোনও সাবান প্রস্তুতকারী সংস্থাকে ১০০ টাকার বিনিময়ে বিজ্ঞাপন পরিষেবা দেয় সেই বিজ্ঞাপন সংস্থা পরিষেবার মূল দামের উপর ১০ শতাংশ সিজিএসটি এবং ১০ শতাংশ এসজিএসটি আদায় করবে। তার দায়িত্ব থাকবে সিজিএসটি-র টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের খাতায় এবং এসজিএসটি-র টাকা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের খাতায় জমা দেওয়া। অবশ্যই তাকে নগদে ২০ (১০ + ১০) টাকা জমা দিতে হবে না কারণ ঐ সংস্থা কেনার সময় যতটা সিজিএসটি বা এসজিএসটি দিয়েছে বর্তমান প্রদেয় থেকে ততটা তাকে নগদে দিতে হবে না। কিন্তু সিজিএসটি দেওয়ার জন্য কেনার সময় সে যেটুকু সিজিএসটি

দিয়েছে শুধু সেটুকুই সে ক্রেডিট পাবে। একইভাবে এসজিএসটি-দেওয়ার সময় শুধু সিজিএসটি-র ক্রেডিট পাওয়া যাবে। অন্যভাবে বললে এসজিএসটি-র ক্রেডিট থেকে সিজিএসটি দেওয়া যাবে না বা এসজিএসটি-র ক্রেডিট থেকে সিজিএসটি দেওয়া যাবে না।

প্র১২: জিএসটি-র কারণে দেশ কী কী সুফল পাবে?

উঃ ভারতে পরোক্ষ কর সংস্কারের ক্ষেত্রে জিএসটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কেন্দ্র এবং রাজ্যের একাধিক কর মাত্র একটি কর-এ সংহত করে এনে এবং ঠিক আগের ধাপে দেওয়া কর-কে ক্রেডিট রূপে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়ে জিএসটি-র ব্যবস্থা কর-এর উপর কর বসানোর (cascading effect) নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া কমাবে এবং একটি সাধারণ দেশব্যাপী বাজার তৈরির পথ প্রশস্ত হবে। উপভোক্তাদের (consumers) জন্য সবচেয়ে বড় লাভ বর্তমানে পণ্যের উপর সব মিলিয়ে যে ২৫-৩০ শতাংশ কর বসে তার বোঝা অনেকটা কমবে। জিএসটি চালু হলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের উৎপাদন আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে এটি চালু হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি শুরু হবে। এছাড়াও কর ভিত্তি (tax base) আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠার কারণে কেন্দ্র ও রাজ্যের আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। মোট বাণিজ্যের পরিমাণ এবং কর আনুগত্য (tax compliance) বাড়বে। এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা থাকার কারণে তদারকিতেও সুবিধা হবে।

প্র১৩: আইজিএসটি কী?

উ: জিএসটি ব্যবস্থায় পণ্য বা পরিষেবার আন্তঃরাজ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সংহত জিএসটি (আইজিএসটি) ধার্য করবে এবং সংগ্রহ করবে। সংবিধানের ২৬৯এ ধারা অনুযায়ী আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেসব বিনিময় হবে ভারত সরকার তার উপর কর ধার্য করবে ও সংগ্রহ করবে। এই কর কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে পার্লামেন্ট অনুমোদিত আইন এবং জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী বন্টন করা হবে।

প্র১৪: জিএসটি-র হার কে ঠিক করবে?

উ: কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে সিজিএসটি ও এসজিএসটি-র হার স্থির করবে। এই হার জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ মেনে বিজ্ঞাপিত হবে।

প্র১৫: জিএসটি কাউন্সিলের ভূমিকা কী হবে?

উ: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (যিনি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান), কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (রাজস্ব)এবং বিভিন্ন রাজ্যের অর্থ / কর বিষয়ক মন্ত্রীদের নিয়ে জিএসটি কাউন্সিল গঠিত হবে। এই কাউন্সিল কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুপারিশ করবে—

১) কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় প্রশাসন যেসব কর, সেস, এবং সারচার্জ ধার্য করে তাদের কোনগুলি জিএসটি-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

২) জিএসটি-র আওতায় কোন কোন পণ্য বা পরিষেবা থাকবে এবং কোনগুলি এর আওতার বাইরে থাকবে।

৩) কখন থেকে অশোধিত পেট্রোলিয়াম, মোটর স্পিরিট (পেট্রল), হাই স্পিড ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, এবং অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল-এর উপর জিএসটি ধার্য হবে।

৪) আদর্শ জিএসটি আইন, আইজিএসটি ধার্য করা ও বণ্টনের নীতি এবং সরবরাহের এলাকা সংক্রান্ত নীতি।

৫) কোনও প্রারম্ভিক সীমা (threshold limit) থাকলে পণ্য বা পরিষেবার উপর জিএসটি দিতে হবে না।

৬) হারগুলির মধ্যে বিভিন্ন ন্যূনতম হার (floor rate) এবং তাদের জিএসটি ব্যান্ড দেওয়া থাকবে।

৭) কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের সময় বাড়তি সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে কোনও বিশেষ হার স্থির করা।

৮) উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ, জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (special provision) করা।

৯) কাউন্সিলের নির্বাচিত জিএসটি সংক্রান্ত অন্য যে কোনও বিষয়।

প্র১৬: জিএসটি কী নীতি মেনে চলবে?

উ: জিএসটি কাউন্সিলের কর্মপদ্ধতির দ্বারা কেন্দ্র ও রাজ্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জিএসটি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে। সংবিধানের ১০১তম সংশোধনী, ২০১৬ বলেছে নিজেদের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করার সময় জিএসটি কাউন্সিল যেন জিএসটি ব্যবস্থাটিকে সুসমন্বিত করে গড়ে তোলা এবং পণ্য বা পরিষেবার জন্য এক জাতীয় সুসমন্বিত বাজারের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রাখে।

প্র১৭: জিএসটি কাউন্সিল কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে?

উ: সংবিধানের ১০১তম সংশোধনী, ২০১৬ বলেছে জিএসটি কাউন্সিলে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় উপস্থিত ও ভোটদানকারী গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের ভোটের অন্তত তিন-চতুর্থাংশ ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সভায় এমন ভোটের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ভোটের মূল্য হবে প্রদত্ত ভোটের এক-তৃতীয়াংশ এবং সব রাজ্যের ভোটের মূল্য হবে দেওয়া ভোটের দুই-তৃতীয়াংশ। সভায় কোরামের জন্য কাউন্সিলের অন্তত অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।

প্র১৮: প্রস্তাবিত জিএসটি ব্যবস্থায় কাকে জিএসটি দিতে হবে?

উ: প্রস্তাবিত জিএসটি ব্যবস্থায় করযোগ্য ব্যক্তিকে কর দিতে হবে। পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র ছাড়া (যেমন প্রারম্ভিক সীমা অতিক্রম না করলেও যেখানে করযোগ্য ব্যক্তিকে কর দিতে হবে) প্রারম্ভিক সীমা অর্থাৎ ১০ লক্ষ টাকা (উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ৫ লক্ষ টাকা) অতিক্রম করলেই কর দিতে হবে। সব অন্তঃরাজ্য পণ্য এবং/ বা পরিষেবা সরবরাহ ক্ষেত্রে সিজিএসটি/এসজিএসটি দিতে হবে এবং আন্তঃ রাজ্য পণ্য এবং/বা পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইজিএসটি দিতে হবে। নির্দিষ্ট আইনের হার অনুযায়ী সিজিএসটি/ এসজিএসটি এবং আইজিএসটি দিতে হবে।

প্র১৯: জিএসটি ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র করদাতাদের কী সুবিধা হবে?

উ: বার্ষিক মোট টার্নওভার ১০ লক্ষ টাকার কম হলে করযোগ্য ব্যক্তিকে কর দিতে হবে না। (মোট টার্নওভার হিসাবের সময় অ-করযোগ্য এবং করযোগ্য সরবরাহ, করমুক্ত সরবরাহ পণ্য এবং পরিষেবা রপ্তানির মূল্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; শুধু করমূল্য যথা জিএসটি-টুকু বাদ যাবে।) সর্বভারতীয় বিচারে মোট টার্নওভার বিবেচনা করা হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ও সিকিমের জন্য ছাড়ের সূচনা হবে ৫ লক্ষ টাকা। কর দেওয়ার সময় সমস্ত করদাতাই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি)-র সুবিধা নিতে পারবেন। যে করদাতা আন্তঃরাজ্য সরবরাহ করে থাকেন বা রিভার্স চার্জ মেকানিজম মেনে কর দেবেন তিনি কোনও প্রারম্ভিক করমুক্ত সীমার সুবিধা পাবেন না।

প্র২০: জিএসটি ব্যবস্থায় কীভাবে পণ্য এবং পরিষেবাকে শ্রেণীকরণ (classify) করা হবে?

উ: জিএসটি ব্যবস্থায় পণ্যের শ্রেণীকরণ করা হবে এইচএসএন (Harmonized System of Nomenclature) অনুযায়ী। যেসব করদাতার টার্নওভার ১.৫ কোটির বেশি

কিন্তু ৫ কোটির কম তাঁরা ২ অঙ্কের কোড এবং যাদের টার্নওভার ৫ কোটির বেশি তারা ৪ অঙ্কের কোড ব্যবহার করবেন। যে করদাতার টার্নওভার ১.৫ কোটির কম তাঁকে ইনভয়েসে এইচএসএন কোড উল্লেখ করতে হবে না।

বিভিন্ন পরিষেবাকে সার্ভিস অ্যাকাউন্টিং কোড (এসএসি) দ্বারা শ্রেণীকরণ করা হবে।

প্র২১: জিএসটি ব্যবস্থায় আমদানির উপর কীভাবে কর বসানো হবে?

উ: পণ্য বা পরিষেবা আমদানি করা আন্তঃরাজ্য সরবরাহ রূপে গণ্য করা হবে এবং আমদানি করে দেশে আনা পণ্য বা পরিষেবার উপর আইজিএসটি ধার্য করা হবে। গন্তব্য নীতি (Destination principle) মেনে স্থির করা হবে কোথায় কর দিতে হবে। আমদানি করা পণ্য বা পরিষেবা যে রাজ্যে ব্যবহার (consume) করা হবে সেই রাজ্যের খাতে এই বাবদ এসজিএসটি জমা হবে। আমদানি করার সময় পণ্য বা পরিষেবার জন্য যে জিএসটি দেওয়া হবে তা সম্পূর্ণরূপে ছাড় দেওয়া হবে।

প্র২২: জিএসটি ব্যবস্থায় রপ্তানির ক্ষেত্রে কী নীতি নেওয়া হবে?

উ: রপ্তানিকে শূন্য দর সরবরাহ বলে গণ্য করা হবে। পণ্য বা পরিষেবা রপ্তানি করলে কোনও কর দিতে হবে না। এই সময় ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি)-র সুবিধা থেকে যাবে এবং রপ্তানিকারী এই ক্রেডিট রিফান্ড নিতে পারবে।

প্র২৩: জিএসটি ব্যবস্থায় কম্পোজিশন স্কিম-এ কী সুবিধা থাকবে?

উ: ক্ষুদ্র করদাতা যাঁদের বার্ষিক মোট টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকার কম তাঁরা এই কম্পোজিশন লেভি-র জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। এই স্কিমে কোনও করদাতা তাঁর সারা বছরের টার্নওভারের ১ শতাংশ কর রূপে দেবেন এবং তিনি কোনও আইটিসি-র সুবিধা পাবেন না। সিজিএসটি এবং এসজিএসটি-র ন্যূনতম হার (floor rate) এক শতাংশের কম হবে না। কম্পোজিশন লেভি-তে থাকা কোনও করদাতা তার গ্রহীতাদের থেকে কোনও কর নেবেন না। যে করদাতা আন্তঃরাজ্য সরবরাহ করেন বা বিপরীত আরোপ ব্যবস্থা (রিভার্স চার্জ মেকানিজম) অনুযায়ী কর দেন তিনি কম্পোজিশন স্কিমের আওতায় আসতে পারবেন না।

প্র২৪: কম্পোজিশন স্কিমটি ঐচ্ছিক (optional), না বাধ্যতামূলক (compulsory)?

উ:ঐচ্ছিক।

প্র২৫: জিএসটিএন কী এবং জিএসটি ব্যবস্থায় এর ভূমিকা কী?

উ: জিএসটিএন বলতে বোঝায় গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স নেটওয়ার্ক। জিএসটি-র বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য জিএসটিএন নামে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের এই ব্যবস্থাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। জিএসটিএন কেন্দ্র, রাজ্য, করদাতা এবং নিজেদের স্বার্থজড়িত এমন সকলে (stakeholder) জিএসটি প্রণয়নের জন্য একটি সর্বজনীন তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামো (shared IT infrastructure) প্রস্তুত করবে এবং এই সংক্রান্ত পরিষেবা দেবে। জিএসটিএন-এর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকবে—

১) রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার সুবিধা করা
২) কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে রিটার্ন পৌঁছে দেওয়া
৩) আইজিএসটি-র হিসাব রাখা এবং তা নিষ্পত্তি করা
৪) ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্কের সাথে করদানের বিশদ মিলিয়ে দেখা
৫) করদাতার রিটার্নের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্র ও রাজ্যকে নানা এমআইএস রিপোর্ট পাঠানো
৬) করদাতার প্রোফাইল বিশ্লেষণ করা
৭) ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ম্যাচিং, রিভার্সাল ও রিক্লেমের জন্য প্রয়োজনীয় স্বয়ংক্রিয় ম্যাচিং ব্যবস্থা চালানো।

সর্বজনীন জিএসটিএন পোর্টাল তৈরি করা এবং রেজিস্ট্রেশন, পেমেন্ট, রিটার্ন এবং এমআইএস/ রিপোর্ট-এর মতো ব্যবহারিক প্রয়োজন সামলানোর জন্য জিএসটিএন-কে প্রস্তুত করা হচ্ছে। জিএসটিএন সর্বজনীন জিএসটি পোর্টাল-কে বর্তমান কর প্রশাসনের সাথে যুক্ত করে দেবে। এছাড়াও জিএসটিএন ১৯টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির (Model-২ রাজ্য) জন্য অ্যাসেসমেন্ট, অডিট, রিফান্ড, আপিল ইত্যাদি প্রান্তিক মডিউল (back-end module) তৈরি করছে। সিবিইসি এবং মডেল-১ রাজ্যগুলি (১৫টি রাজ্য) নিজেদের back-end module তৈরি করছে। নতুন কর ব্যবস্থা মসৃণভাবে চালু করার জন্য জিএসটি-র প্রারম্ভিক (front-end) ও প্রান্তিক ব্যবস্থার সংহতিকরণের কাজটি যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে।

প্র২৬: জিএসটি ব্যবস্থায় কীভাবে মতবিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে?

উ: সংবিধানের ১০১তম সংশোধনী, ২০১৬ ধারা অনুযায়ী জিএসটি কাউন্সিল নিম্নলিখিত

মতবিরোধগুলির নিষ্পত্তি/বিচারের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রণয়ন করবে—

১) ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধ; অথবা

২) ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য একদিকে, অপরদিকে এক বা একাধিক রাজ্য; অথবা

৩) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধ,

যখন এই মতবিরোধ কাউন্সিলের কোনও সুপারিশ বা তার প্রয়োগের কারণে সৃষ্টি হবে।

প্র২৭: জিএসটি চালু করার জন্য আর কী কী আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে?

উ: পার্লামেন্ট এবং রাজ্যের বিধানসভাগুলিকে সংবিধান অনুসারে জিএসটি ধার্য করার জন্য (কেন্দ্রীয় জিএসটি বিল, সংহত জিএসটি বিল এবং রাজ্য জিএসটি বিল) উপযুক্ত আইন পাশ করাতে হবে। সংবিধান সংশোধনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা প্রয়োজন, কিন্তু জিএসটি বিলের জন্য সরল (simple) গরিষ্ঠতা দরকার। কেবলমাত্র পার্লামেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি জিএসটি আইন পাশ করার পরেই কর ধার্য করা যাবে।

লেভি ধার্য করা এবং কর থেকে অব্যাহতি
LEVY OF AND EXEMPTION FROM TAX

প্র১: জিএসটি ধার্য করার ক্ষমতার উৎস কী?

উ: সংবিধানের ১০১তম সংশোধনী, ২০১৬ দ্বারা ২৪৬এ ধারায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই জিএসটি আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা, কর ধার্য করা ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সম্মিলিতভাবে ২৪৬এ ধারার ২য় অনুচ্ছেদ এবং ২৬৯এ ধারা বলে যে একমাত্র পার্লামেন্টকেই আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্র২: জিএসটি অনুযায়ী কোনগুলি করযোগ্য ঘটনা (taxable event)?

উ: পণ্য এবং/ বা পরিষেবা সরবরাহ। অন্তঃরাজ্য সরবরাহের জন্য সিজিএসটি/এসজিএসটি এবং আন্তঃরাজ্য সরবরাহের জন্য আইজিএসটি ধার্য করা হবে। ধার্য করার ধারা সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ৭(১) এবং আইজিএসটি আইনের ৪(১)।

প্র৩: শুধুমাত্র পরিষেবার ক্ষেত্রেই কি বিপরীত আরোপ ব্যবস্থা (রিভার্স চার্জ মেকানিজম) প্রযোজ্য?

উ: না, পণ্য এবং পরিষেবা উভয় ক্ষেত্রেই রিভার্স চার্জ মেকানিজম প্রযোজ্য।

প্র৪: রেজিস্টার্ড নয় এমন ব্যাপারির কাছ থেকে পণ্য কিনলে কী হবে?

উ: যিনি এমন পণ্য নেবেন তিনি আইটিসি পাবেন না। যিনি নেবেন তিনি কম্পোজিট স্কিমে

রেজিস্টার্ড হলেও আইটিসি পাবেন না।

প্র৫: পণ্য বিনিময় হলে, যেমন ধরা যাক রেস্তোরাঁ পরিষেবার জন্য যদি সোনার হাতঘড়ি দেওয়া হয় এমন বিনিময় কি দুটি ভিন্ন সরবরাহ রূপে, না কি মূল সরবরাহকারীর জন্য করযোগ্য হবে?

উ: না। উপরের ক্ষেত্রে ক্রেতার থেকে সোনার হাত ঘড়িটি রেস্তোরাঁকে দেওয়াটি স্বতন্ত্র সরবরাহ বলা যাবে না কারণ তা বাণিজ্যহেতু সরবরাহ নয়। বরং রেস্তোরাঁ তাঁকে যে সরবরাহ করে এটি তার জন্য দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ধরা হবে রেস্তোরাঁ করযোগ্য সরবরাহ করেছে।

প্র৬: যে সব সরবরাহের জন্য কিছু দেওয়া হবে না সেই সব সরবরাহ কি জিএসটি অনুযায়ী সরবরাহ বলে গণ্য হবে?

উ: হ্যাঁ, শুধুমাত্র আদর্শ জিএসটি আইনের শিডিউল ১-এ যেসব কেস দেওয়া আছে তাদের গণ্য করা হবে।

প্র৭: কোনও বিনিময়কে পণ্য এবং/বা পরিষেবা সরবরাহ রূপে রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষমতা কাকে দেওয়া হয়েছে?

উ: জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ মেনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোনও বিনিময়কে পণ্য এবং/ বা পরিষেবা সরবরাহ রূপে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।

প্র৮: কোনও করযোগ্য ব্যক্তি কি তাঁর তিন ধরনের বাণিজ্যধারার (business vertical) যে কোনও একটির জন্য কম্পোজিশন স্কিম বেছে নেওয়ার যোগ্য হতে পারেন?

উ: না, একই প্যান (PAN)-এর ভিত্তিতে পাওয়া সবকটি রেজিস্ট্রেশন ও সবকটি ব্যবসার জন্যই কম্পোজিশন স্কিম প্রযোজ্য হবে।

প্র৯: করযোগ্য ব্যক্তি যদি আন্তঃরাজ্য সরবরাহ করেন, তিনি কি কম্পোজিশন স্কিমের সুবিধা পাবেন?

উঃ না, আন্তঃরাজ্য সরবরাহ করলে কম্পোজিশন স্কিমের সুবিধা পাওয়া যাবে না।

প্র১০ কম্পোজিশন স্কিমে থাকা করযোগ্য ব্যক্তি কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন?

উ: না, করযোগ্য ব্যক্তি এই স্কিমে থাকলে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন না।

প্র১১: কোনও ক্রেতা কম্পোজিশন স্কিমে থাকা কোনও করযোগ্য ব্যক্তির থেকে কেনাকাটা করলে তিনি কি যেটুকু কম্পোজিশন ট্যাক্স দিয়েছেন তা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট রূপে দাবি করতে পারেন?

উ: না, কোনও ক্রেতা কম্পোজিশন স্কিমে থাকা কোনও করযোগ্য ব্যক্তির থেকে কেনাকাটা করলে তিনি যেটুকু কম্পোজিশন ট্যাক্স দিয়েছেন তা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট রূপে দাবি করতে পারবেন না কারণ এই স্কিমে থাকা সরবরাহকারী কোনো ট্যাক্স ইনভয়েস দিতে (ইস্যু করতে) পারবেন না।

প্র১২: ক্রেতার কাছ থেকে কি কম্পোজিশন ট্যাক্স নেওয়া যাবে?

উ: না, কারণ এই স্কিমে থাকা সরবরাহকারীর কর নেওয়ায় নিষেধ আছে। এর অর্থ এই স্কিমে থাকা সরবরাহকারী কোনও ট্যাক্স ইনভয়েস দিতে (ইস্যু করতে) পারবেন না।

প্র১৩: কম্পোজিশন স্কিমে যেতে চাইলে কোন সীমার মধ্যে থাকতে হবে?

উ: কম্পোজিশন স্কিমের জন্য প্রারম্ভিক (threshold) সীমা ৫০ লক্ষ টাকা (আর্থিক বছরে মোট বার্ষিক টার্নওভার)।

প্র১৪: কম্পোজিশন স্কিমের জন্য কীভাবে টার্নওভার হিসাব করতে হবে?

উ: ২(৬) ধারায় মোট টার্নওভার হিসাবের পদ্ধতি দেওয়া আছে। 'মোট টার্নওভার' অর্থ 'সমস্ত সরবরাহের মূল্য (করযোগ্য এবং করমুক্ত সরবরাহ + অব্যাহতি দেওয়া সরবরাহ + রপ্তানি) এবং সিজিএসটি আইন, এসজিএসটি আইন এবং আইজিএসটি আইন-এ ধার্য করা কর, যেসব সরবরাহ নিজের জন্য নেওয়া হয়েছে (inward supply) + একই প্যান নিয়ে রিভার্স চার্জ মেনে যেসব করযোগ্য সরবরাহ করা হয়েছে, এই হিসাব থেকে বাইরে থাকবে।

প্র১৫: কোনও করযোগ্য ব্যক্তি যদি শর্তাবলী না মানেন এবং অযোগ্যতা সত্ত্বেও যদি কম্পোজিশন স্কিমে কর দেন তবে কী শাস্তি হবে?

উ: করযোগ্য ব্যক্তি যদি কম্পোজিশন স্কিমের জন্য যোগ্য না হন তাঁকে কর, সুদ দিতে হবে এবং তাঁকে করের সমপরিমাণ অর্থদন্ড দিতে হবে। (৮ (৩) ধারা)

প্র১৬: কম্পোজিশন স্কিমের জন্য ন্যূনতম কী হার প্রস্তাব করা হয়েছে?

উ: ১ শতাংশ।

প্র১৭: যখন কোনও পণ্য এবং/ বা পরিষেবার উপর থেকে শর্তহীনরূপে কর ছাড় দেওয়া হবে তখন করযোগ্য ব্যক্তি কি কর দিতে পারবেন?

উ: না, যে করযোগ্য ব্যক্তি এমন পণ্য এবং/বা পরিষেবার ব্যবস্থা করেন তিনি কোনও কর আদায় করবেন না।

প্র১৮: কর/শুল্ক থেকে অব্যাহতি (Remission) বিষয়টি কী?

উ: এর অর্থ যদি পণ্য আর না পাওয়া যায় বা সেটি প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয়ে যায় তখন করদাতাকে এমন পণ্যের জন্য কর/শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেওয়া। আইনের বিভিন্ন ধারায় দেওয়া শর্ত মানা হলে তবেই অব্যাহতি সম্ভব।

প্র১৯: জিএসটি আইনে কি অব্যাহতি সম্ভব?

উ: হ্যাঁ, প্রস্তাবিত আদর্শ জিএসটি আইন-এর ধারা ১১ পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে অব্যাহতির অনুমতি দিয়েছে।

প্র২০: সরবরাহের আগেই যদি পণ্য খোয়া যায় বা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কি অব্যাহতি মঞ্জুর হবে?

উ: কর থেকে অব্যাহতি শুধু তখনই মিলবে যখন আইন অনুযায়ী কর প্রদেয় হবে, অর্থাৎ করযোগ্য ঘটনাটি ঘটেছে ও আইন অনুযায়ী কর চুকিয়ে দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। জিএসটি আইনে, পণ্যের সরবরাহের উপরেই কর আরোপ হয়। সরবরাহের আগেই যদি পণ্য খোয়া যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে কর প্রদানের উপযোগী করযোগ্য ঘটনাটি ঘটছে না। সুতরাং কর অব্যাহতির প্রশ্নই উঠছে না।

প্র২১: পণ্য যদি খোয়া যায় বা ধ্বংস হয়ে যায় — সে যেকোনও কারণে হোক না কেন— অব্যাহতি কি মিলবেই?

উ: প্রস্তাবিত ধারা ১১-র ভাষ্যে একবার চোখ বোলালেই স্পষ্ট হবে যে, অব্যাহতি শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই মিলবে যেখানে পণ্যের সরবরাহের পরিমাণে ঘাটতির কারণগুলি প্রাকৃতিক।

প্র২২: কোনও কোনও সরবরাহকে জিএসটি আরোপের থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা, আদর্শ জিএসটি আইন উপযুক্ত সরকারকে দিয়েছে কি?

উ: হ্যাঁ, আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকার, জিএসটি পরিষদের সুপারিশ সাপেক্ষে, কোনও সরবরাহকে সাধারণভাবে অথবা শর্তসাপেক্ষে জিএসটি আরোপের থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন।

৩

রেজিস্ট্রেশন

REGISTRATION

প্র১ : জিএসটিতে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের সুবিধা কী?

উ : জিএসটিতে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করলে ব্যবসায় এইসব সুবিধা মিলবে--

- আইনত পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহকারী হিসেবে স্বীকৃতি;
- ইনপুট পণ্য ও পরিষেবার উপর প্রদত্ত করের সঠিক হিসাবরক্ষণ, এই কর আবার পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহের উপর প্রদেয় জিএসটি প্রদানে ব্যবহার করা যাবে;
- ক্রেতাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ ও পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহের উপর প্রদত্ত করের ক্রেডিট ক্রেতা বা গ্রহীতাকে হস্তান্তর করে দেবার আইনি অধিকার।

প্র২ : জিএসটি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কি কোনও ব্যক্তি আইটিসি দাবি করতে ও কর সংগ্রহ করতে পারেন?

উ : না। জিএসটি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনও ব্যক্তি তাঁর গ্রাহকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে পারেন না, নিজের দেওয়া জিএসটির ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটও দাবি করতে পারেন না।

প্র৩ : রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখ কী হবে?

উ : রেজিস্ট্রেশনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করলে রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখটি হবে সেই দিন যেদিন আবেদনকারীর

রেজিস্ট্রেশনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার তিরিশ দিন পেরিয়ে যাবার পর রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করলে রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখটি হবে সেই দিন যেদিন রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর হয়েছে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে (suo moto) রেজিস্ট্রেশন নিতে চাইলে, অর্থাৎ প্রারম্ভিক করছাড় সীমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন নিতে চাইলে, রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখটি হবে সেই দিন যেদিন রেজিস্ট্রেশনের আদেশ হয়েছে।

প্র৪ : আদর্শ জিএসটি আইনে কোন কোন ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন নিতে দায়বদ্ধ?

উ : ভারতবর্ষের যেকোনও প্রান্তে ব্যবসা করেন এরকম যেকোনও সরবরাহকারী, যাঁর মোট টার্নওভার একটি প্রস্তাবিত প্রারম্ভিক সীমা পেরিয়ে গেছে, রেজিস্ট্রেশন নিতে দায়বদ্ধ। তবে আদর্শ জিএসটি আইনের (এমজিএল) শিডিউল-এ কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তির কথা বলা আছে--এঁরা এই প্রারম্ভিক সীমা নির্বিশেষে রেজিস্ট্রেশন নিতে দায়বদ্ধ।

একজন কৃষিজীবী (agriculturist) করযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন না আর তাঁকে রেজিস্ট্রেশনও নিতে হবে না।

প্র৫ : মোট টার্নওভার কী?

উ : এমজিএল-এর ধারা ২(৬) অনুযায়ী, মোট টার্নওভার এই সমস্ত কিছুর সর্বমোট মূল্য—

ক) সমস্ত করযোগ্য (taxable) ও নিষ্কর (non-taxable) সরবরাহ,

খ) ছাড়প্রাপ্ত (exempt) সরবরাহ,

গ) একই প্যানের অধীনস্থ ব্যক্তির পণ্য ও/বা পরিষেবার রপ্তানি।

উপরোক্ত সবই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গণনা করা হবে, তবে এর মধ্যে সিজিএসটি আইন, এসজিএসটি আইন বা আইজিএসটি আইনে ধার্য করা করের পরিমাণ ধরা হবে না।

যে সরবরাহে কর বিপরীত আরোপে (রিভার্স চার্জে) প্রদেয় তার মূল্য, বা যে সরবরাহ ব্যবসার অভিমুখে (inward supply) এসেছে তার মূল্য মোট টার্নওভারে যোগ হবে না।

প্র৬ : কোন কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক?

উ : এমজিএল-এর শিডিউল ৩-এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন নিতেই হবে, এঁরা এই প্রারম্ভিক সীমা নির্বিশেষে রেজিস্ট্রেশন নিতে বাধ্য—

ক) আন্তঃ-রাজ্য (inter-state) সরবরাহকারী ব্যক্তি;

খ) অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি;

গ) বিপরীত আরোপ, অর্থাৎ রিভার্স চার্জে করযোগ্য ব্যক্তি;

ঘ) অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তি;

ঙ) ধারা ৩৭ অনুযায়ী কর কেটে রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

চ) যে সব ব্যক্তি অন্য রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে, এজেন্ট হিসেবে বা আর কোনও ভাবে, পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহ করে থাকেন, তাঁরা;

ছ) ইনপুট পরিষেবা পরিবেশক (input service distributor);

জ) ই-কমার্স অপারেটরদের মাধ্যমে পণ্য ও/বা পরিষেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি, যদি তা ব্র্যাণ্ডেড পরিষেবা না হয়;

ঝ) প্রত্যেক ই-কমার্স অপারেটর;

ঞ) নিজের ব্র্যাণ্ডনেম বা ট্রেডনেম ব্যবহার করে যে এগ্রিগেটর পরিষেবা সরবরাহ করেন, তিনি; এবং

ট) কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় অথবা কোনও রাজ্য সরকার আর যে সমস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন, তাঁরা।

প্র৭ : আদর্শ জিএসটি আইনে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার সময়সীমা কী?

উ : রেজিস্ট্রেশনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত শর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণ করে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

প্র৮ : যদি কোনও ব্যক্তি একই প্যানে বিভিন্ন রাজ্যে কারবার করেন, তিনি কি একটি অভিন্ন রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করতে পারবেন?

উ : না। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যে যে রাজ্যে ঐ ব্যক্তির ব্যবসা আছে তার প্রতিটিতে তাঁকে পৃথকভাবে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

প্র৯ : একই রাজ্যে একাধিক বাণিজ্যধারা (business vertical) থাকলে কেউ কি আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন নিতে পারবেন?

উ : হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (২) অনুযায়ী, যে ব্যক্তির একই রাজ্যে একাধিক বাণিজ্যধারা আছে তিনি ইচ্ছে করলে প্রতিটি বাণিজ্যধারার জন্য আলাদা রেজিস্ট্রেশন নিতে পারেন, তবে কিছু প্রস্তাবিত শর্ত পালন করতে হবে।

প্র১০ : জিএসটি পরিশোধের দায়বদ্ধতা না থাকলেও কোনও ব্যক্তি কি স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশন নিতে পারেন?

উ : হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৩) অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি, শিডিউল অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন নিতে বাধ্য না হলেও, স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশন নিতে পারেন, আর তখন একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য এই আইনের সমস্ত বিধানই তাঁর উপরেও প্রযোজ্য হবে।

প্র১১ : রেজিস্ট্রেশন নেবার জন্য পার্মানেণ্ট অ্যাকাউণ্ট নম্বর (প্যান) থাকা কি জরুরি?

উ : হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ১৯ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন পাবার জন্য যোগ্য হতে গেলে আয়কর আইন, ১৯৬১ (১৯৬১-র ৪৩)-এর অধীনে বিতরিত পার্মানেণ্ট অ্যাকাউণ্ট নম্বর (প্যান) থাকতেই হবে।

তবে আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ১৯ (৪এ) অনুযায়ী, অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্যান বাধ্যতামূলক নয়; অন্য কোনও প্রস্তাবিত নথির ভিত্তিতে তাঁকে রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর করা হবে।

প্র১২ : এই আইনে, উপযুক্ত আধিকারিকের মাধ্যমে, ডিপার্টমেণ্ট কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাউকে রেজিস্ট্রেশন দিতে অগ্রসর হতে পারে?

উ : হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ১৯ (৫) অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তি এই আইনের অধীনে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার দায়বদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন নিতে ব্যর্থ হন, তাহলে উপযুক্ত আধিকারিক, এমজিএল বা উক্ত সময়ে বলবৎ অন্য কোনও আইন মোতাবেক অন্যান্য যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তার অপেক্ষা না করেই (without prejudice), প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেশন দিতে অগ্রসর হবেন।

প্র১৩ : উপযুক্ত আধিকারিক কি রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন?

উ : হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের উপধারা ৭ অনুযায়ী, উপযুক্ত আধিকারিক যথোপযুক্ত তথ্যযাচাইয়ের পর কোনও আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। তবে ধারা ১৯-এর উপধারা ৮-এ এও বলা আছে যে উপযুক্ত আধিকারিক কারণ দর্শানোর নোটিস না দিয়ে আর ব্যক্তিগত শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়ে রেজিস্ট্রেশন বা ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বরের জন্য করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

প্র১৪ : কোনও ব্যক্তিকে মঞ্জুর করা রেজিস্ট্রেশন কি স্থায়ী?

উ : হ্যাঁ। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট একবার মঞ্জুর করা হলে তা স্থায়ী হয়, যতক্ষণ না তা সারেণ্ডার, বাতিল, স্থগিত বা প্রত্যাহার হচ্ছে।

প্র১৫ : জাতিসঙ্ঘের কোনও সংস্থার কি আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের অধীনে রেজিস্ট্রেশন নেবার প্রয়োজন আছে?

উ : যে কোনও জাতিসঙ্ঘের সংস্থা, কনস্যুলেট বা বিদেশি রাষ্ট্রের দূতাবাস ও এই মর্মে বিজ্ঞাপিত অন্য কোনও ব্যক্তিবর্গকে জিএসটি পোর্টাল থেকে একটি অনন্য সনাক্তকরণ নম্বর (ইউআইএন) নিতে হবে। এই সনাক্তকরণ নম্বরের গঠন জিএসটিআইএন-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই অভিন্ন হবে আর কেন্দ্র রাজ্য নির্বিশেষে একই হবে। প্রদত্ত করের টাকা রিফাণ্ড পেতে আর জিএসটি বিধিতে প্রস্তাবিত অন্যান্য কারণে এই ইউআইএন-এর প্রয়োজন হবে।

প্র১৬ : করযোগ্য ব্যক্তি কোনও জাতিসঙ্ঘের সংস্থাকে সরবরাহ করলে সেই সরবরাহকারীর দায়িত্ব কী?

উ : এই করযোগ্য সরবরাহকারী তাঁর ইনভয়েসে ঐ ইউআইএন-টি উল্লেখ করবেন আর এই সরবরাহগুলিকে আরেকজন করযোগ্য ব্যক্তিকে করা সরবরাহ (বি টু বি) বলে গণ্য করবেন। এই ইনভয়েসগুলি সরবরাহকারী আপলোড করবেন।

প্র১৭ : সরকারি সংস্থাকে কি রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ : যে সব সরকারি কর্তৃপক্ষ/ পিএসইউ জিএসটি পণ্য সরবরাহ করেন না (আর তাই জিএসটি রেজিস্ট্রেশন নিতে বাধ্য নন), কিন্তু আন্তঃ-রাজ্য ক্রয় করে থাকেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য কর কর্তৃপক্ষ জিএসটি পোর্টাল থেকে একটি অনন্য সনাক্তকরণ

নম্বর (আইডি) দেবেন।

প্র১৮ : অনিয়মিত (casual) করযোগ্য ব্যক্তি কে?

উ : অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তির সংজ্ঞা আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ২(২১)-এ দেওয়া আছে। এই ব্যক্তি এমন এক করযোগ্য অঞ্চলে কখনও সখনও ব্যবসা করেন যেখানে তাঁর কোনও বাঁধা ব্যবসাস্থল নেই।

প্র১৯ : অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তি বলতে কী বোঝায়?

উ : আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ২(৬৯) অনুযায়ী, যে করযোগ্য ব্যক্তি ভারতের বাইরে বসবাস করেন এবং ভারতে কোনও বাঁধা ব্যবসাস্থল না থাকলেও যিনি কখনও সখনও দেশে এসে কারবার করেন তাঁকে অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তি বলা হবে।

প্র২০ : অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি আর অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের মেয়াদ কত দিনের?

উ : 'অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি' আর 'অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তি'-কে দেওয়া রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশনের কার্যকর তারিখ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত বৈধ। তবে উক্ত করযোগ্য ব্যক্তির অনুরোধে উপযুক্ত আধিকারিক এই সময়সীমা অনধিক আরও ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়াতে পারেন।

প্র২১ : কোনও অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি বা অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তিকে কি এই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত রেজিস্ট্রেশন নেবার সময় কোনও অগ্রিম কর প্রদান করতে হবে?

উ : হ্যাঁ। যদিও একজন সাধারণ করযোগ্য ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করার সময় কোনও অর্থ জমা করতে হয় না, একজন অনিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি বা অনাবাসী করযোগ্য ব্যক্তিকে, আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৯(১) অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করার সময়, যতদিনের জন্য এই রেজিস্ট্রেশন চাওয়া হচ্ছে ততদিনের সম্ভাব্য করের পরিমাণের উপযোগী একটি আনুমানিক অর্থমূল্য অগ্রিম কর হিসেবে জমা করতে হবে। যদি প্রাথমিক ৯০ দিনের সময়সীমার পরেও রেজিস্ট্রেশন

প্রলম্বিত করতে হয় তাহলে আরও যতদিনের জন্য তা প্রলম্বিত করতে চাওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অতিরিক্ত আনুমানিক করের পরিমাণ আবার অগ্রিম হিসেবে জমা করতে হবে।

প্র২২ : রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কি সংশোধন করা যায়?
উ : ধারা ২০ অনুযায়ী আবেদনকারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, বা উপযুক্ত আধিকারিক নিজে নিশ্চিত হয়ে, প্রস্তাবিত পদ্ধতি ও সময়সীমা মেনে, রেজিস্ট্রেশনের তথ্যাদিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় এলাকার তথ্যাদি সংশোধনের জন্যেই শুধু উপযুক্ত আধিকারিকের অনুমতির প্রয়োজন, বাকি এলাকায় রেজিস্ট্র্যাণ্ট নিজেই সংশোধন করে নিতে পারবেন।

প্র২৩ : রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কি বাতিল করা যায়?

উ : হ্যাঁ। এই আইনে প্রদত্ত কোনও রেজিস্ট্রেশন আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ২১-এ উল্লেখিত পরিস্থিতিগুলিতে উপযুক্ত আধিকারিক বাতিল করে দিতে পারেন। উপযুক্ত আধিকারিক নিজের উদ্যোগে, অথবা রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি, বা তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকলে তাঁর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর করা আবেদনের ভিত্তিতে, প্রস্তাবিত পদ্ধতি ও সময়সীমা মেনে, রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন।

প্র২৪ : সিজিএসটি আইনে কোনও রেজিস্ট্রেশন বাতিল হলে এসজিএসটি আইনেও কি তা বাতিল হবে?

উ : হ্যাঁ। এক আইনে (যেমন ধরা যাক সিজিএসটি) কোনও রেজিস্ট্রেশন বাতিল হলে অন্যান্য আইনেও (অর্থাৎ এসজিএসটি) তা বাতিল বলে গণ্য হবে [ধারা ২১(৬)]।

প্র২৫ : উপযুক্ত আধিকারিক কি নিজে থেকে কোনও রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন?

উ : হ্যাঁ, এমজিএলের ধারা ২১(২)-এ নির্দেশিত কিছু পরিস্থিতিতে উপযুক্ত আধিকারিক নিজে থেকে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন। এইসব পরিস্থিতির উদাহরণ-- ছয় মাস (সাধারণ করযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে) অথবা তিন মাস (কম্পাউণ্ডিং করদাতার ক্ষেত্রে) একটানা রিটার্ন জমা না করা এবং রেজিস্ট্রেশনের দিন থেকে ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও ব্যবসা চালু না করা। তবে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার আগে উপযুক্ত

আধিকারিককে স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করতে হবে [ধারা ২১(৪)]।

প্র২৬ : ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতি, জালিয়াতি বা তথ্য গোপন করে লাভ করা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কী করণীয়?

উ : এই সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত আধিকারিক অতীত কাল থেকে (retrospectively) রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন [ধারা ২১(৩)]।

প্র২৭ : আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনে কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন (centralized registration) নেওয়ার কোনও সুযোগ আছে কি?

উ : না।

প্র২৮: যদি কোনও একটি রাজ্যে কোনও করদাতার আলাদা আলাদা বাণিজ্যধারা থাকে তাহলে কি তাঁকে ঐ রাজ্যের প্রতিটি বাণিজ্যধারার জন্য আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ : না। তবে এমজিএল-এর ধারা ১৯(২) অনুযায়ী তাঁর প্রতিটি বাণিজ্যধারার জন্য স্বাধীনভাবে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার বিকল্প উপস্থিত আছে।

প্র২৯ : আইএসডি (ISD) কী?

উ : আইএসডি-র অর্থ ইনপুট সার্ভিস ডিস্ট্রিবিউটর। এমজিএল-এর ধারা ২(৫৬)-য় এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে। এটা মূলত একটা অফিস যা ইনপুট পরিষেবা প্রাপ্তির ইনভয়েসগুলি গ্রহণ করবে আর নিজের যে সব ইউনিট থেকে বহির্মুখী সরবরাহ হচ্ছে তাদের মধ্যে সেই ক্রেডিট আনুপাতিক হারে বণ্টন করে দেবে।

প্র৩০ : করদাতার চালু রেজিস্ট্রেশন থাকলেও আইএসডির জন্য আলাদা করে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ : হ্যাঁ। আইএসডি রেজিস্ট্রেশন করদাতার একটি অফিসের জন্য। এটি সাধারণ রেজিস্ট্রেশন থেকে আলাদা।

প্র৩১ : কোনও করদাতার কি একাধিক আইএসডি রেজিস্ট্রেশন থাকতে পারে?

উ : হ্যাঁ। করদাতা তাঁর বিভিন্ন অফিসের জন্য আলাদা আলাদা আইএসডি রেজিস্ট্রেশন চেয়ে আবেদন করতে পারেন।

প্র৩২ : ব্যবসা হস্তান্তরিত হলে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কী দায় বর্তাবে?

উ : প্রাপক বা উত্তরাধিকারী ঐ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কার্যকর হওয়ার দিন থেকে রেজিস্টার্ড হতে দায়বদ্ধ থাকবেন, তাঁকে ঐ দিন থেকে নতুন রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে (আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের শিডিউল-৩)।

প্র৩৩ : বর্তমান কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক/ পরিষেবা কর/ ভ্যাট আইনে যে করদাতা ও ব্যবসায়ীদের রেজিস্ট্রেশন আছে তাঁদের কি নতুন রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ : না। জিএসটিএন সমস্ত করদাতা ও ব্যবসায়ীদের জিএসটি নেটওয়ার্কে স্থানান্তরিত করবে এবং জিএসটিআইএন নম্বর ও পাসওয়ার্ড প্রদান করবে। একটি প্রস্তাবিত সময়সীমার মধ্যে তাঁদের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য জমা করতে বলা হবে। তা করতে ব্যর্থ হলে জিএসটিআইএন নম্বরটি বাতিল হয়ে যাবে।

যেসব পরিষেবা করদাতার কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রেশন আছে তাঁদের ব্যবসাক্ষেত্রের প্রতিটি রাজ্যের জন্য এক একটি নতুন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে।

প্র৩৪ : জব ওয়ার্কারকে কি বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ : না। এমজিএল-এর ধারা ৪৩এ-তে এরকম কোনও বিধান নেই।

প্র৩৫ : জব ওয়ার্কারের ব্যবসার স্থান থেকে পণ্যের সরবরাহ কি অনুমোদনযোগ্য?

উ : হ্যাঁ। কিন্তু শুধু সেইসব ক্ষেত্রেই যেখানে জব ওয়ার্কার রেজিস্টার্ড, অথবা যখন মুখ্য সরবরাহকারী জবওয়ার্কারের ব্যবসার স্থানকে তাঁর নিজের অতিরিক্ত ব্যবসার স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

প্র৩৬ : রেজিস্ট্রেশনের সময় করদাতাকে কি তাঁর সমস্ত ব্যবসার স্থান ঘোষণা করতে হবে?

উ : হ্যাঁ। মুখ্য ব্যবসার স্থান ও ব্যবসার স্থানের সংজ্ঞা এমজিএল-এর ধারা ২(৭৮) ও ২(৭৫)-এ আলাদা করে দেওয়া আছে। করদাতাকে রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্রে মুখ্য (principal) ব্যবসার স্থান ও অতিরিক্ত (additional) ব্যবসার স্থানের বিশদ তথ্য দিতে হবে।

প্র৩৭ : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বা এমন ব্যবসায়ী যাঁদের তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নেই, তাঁদের সহায়তা করার কোনও ব্যবস্থা আছে কি?

উ : যে সব করদাতা তথ্যপ্রযুক্তিতে দড় নন তাঁদের জন্য এই সব সুবিধের ব্যবস্থা করা হয়েছে—

ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ারার (টিআরপি) : একজন করদাতা তাঁর রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্র/ রিটার্ন নিজেও তৈরি করতে পারেন অথবা একজন টিআরপি-র সহায়তা নিতে পারেন। করদাতার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে টিআরপি যথাযথ ফর্মে এই রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্র/ রিটার্ন তৈরি করে দেবেন। এর আইনগত দায়িত্ব সম্পূর্ণতই করদাতার, কোনও ভুলভ্রান্তির জন্য টিআরপি দায়ী হবেন না।

সহায়তা কেন্দ্র (facilitation centre or FC) : করদাতার অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ফর্ম, নথিপত্র ও সারসংক্ষেপ (summary sheet) সহায়তা কেন্দ্রে জমা দিলে এফসি তার ডিজিটাইজেশন ও/ অথবা আপলোড করবে। এফসি তার নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে এই তথ্য কমন পোর্টালে আপলোড করার পর তার স্বীকৃতিপত্রের প্রিন্ট-আউট নেবে ও তা সই করে করদাতাকে দিয়ে দেবে। এফসি অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষরিত সারসংক্ষেপটি স্ক্যান ও আপলোড করে দেবে।

প্র৩৮ : জিএসটিএন রেজিস্ট্রেশনে ডিজিটাল স্বাক্ষরের সুবিধা আছে?

উ : বৈধ ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার উপায় আছে (যদি আবেদনকারীকে অন্য কোনও প্রচলিত আইনের নির্দেশে ডিএসসি নিতে হয় তবে ঐটি ব্যবহার করেই তাঁকে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করতে হবে)। যাঁদের ডিজিটাল স্বাক্ষর নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থার কথা জিএসটি বিধিতে বর্ণিত হবে।

প্র৩৯ : অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত জানার সময়সীমা কী?

উ : যদি তথ্য ও আপলোড নথি সঠিক থাকে তাহলে রাজ্য ও কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ ঐ আবেদনে সম্মতি দেবেন আর তিনটি কাজের দিনের মধ্যে সেই সম্মতি কমন পোর্টালে

পাঠিয়ে দেবেন। পোর্টাল তখন নিজে নিজেই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করবে। যদি তিনটি কাজের দিনের মধ্যে কোনও কর কর্তৃপক্ষই কোনও খামতির কথা না জানান তাহলে রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে [এমজিএল ধারা ১৯(৯)] ও পোর্টাল স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করে দেবে।

প্র৪০ : অনলাইন আবেদনের উপর যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য আবেদনকারী কতটা সময় পাবেন?

উ : যাচাই প্রক্রিয়ার সময় যদি দুই কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনও একজন কোনও প্রশ্ন তোলেন বা কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ করেন, তাহলে জিএসটি কমন পোর্টালে তিনটি কাজের দিনের মধ্যে তা আবেদনকারীকে ও অপর কর কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। কর কর্তৃপক্ষ যেমন সময়সীমা দেবেন (সাধারণত সাত দিন) তার মধ্যে আবেদনকারী প্রশ্নের উত্তর দেবেন বা ত্রুটি সংশোধন করবেন।

এই অতিরিক্ত নথিপত্র বা ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়া জানাতে কর্তৃপক্ষ অনধিক সাতদিন সময় নেবেন।

প্র৪১ : রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যানের পদ্ধতি কী?

উ : রেজিস্ট্রেশন যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে এই প্রত্যাখ্যানের কারণ সংবলিত একটি লিখিত আদেশ জারি করে তা আবেদনকারীকে জানাতে হবে। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার ক্ষমতা আবেদনকারীর থাকবে। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (১০) অনুযায়ী, এক কর কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশনের আবেদন বাতিল করলে (যেমন সিজিএসটি/ এসজিএসটি আইন অনুযায়ী) অন্য কর কর্তৃপক্ষের কাছেও রেজিস্ট্রেশনের আবেদন (যেমন এসজিএসটি/ সিজিএসটি আইন) বাতিল হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

প্র৪২ : সংশ্লিষ্ট আবেদনের নিষ্পত্তির বিষয়ে আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে কি?

উ : রেজিস্ট্রেশনের আবেদনের মঞ্জুরি বা প্রত্যাখ্যানের সংবাদ জিএসটি কমন পোর্টাল এসএমএস ও ই-মেলের মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানিয়ে দেবে। এই পর্যায়ে আবেদনকারীকে জুরিসডিকশন সংক্রান্ত তথ্যও দিয়ে দেওয়া হবে।

প্র৪৩ : জিএসটিএন পোর্টাল থেকে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ডাউনলোড করা যাবে?

উ : রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর হলে আবেদনকারী জিএসটি কমন পোর্টাল থেকে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে পারবেন।

৪

সরবরাহের অর্থ এবং সুযোগ
MEANING & SCOPE OF SUPPLY

প্র১: জিএসটি-র অধীনে করযোগ্য বিষয়গুলি কী?

উ: জিএসটি-র অধীনে কোনও ঘটনা তখনই করযোগ্য হয় যখন পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা প্রদান করা হয় ব্যবসার স্বার্থে বা তার সম্প্রসারণের জন্য এবং কোনও বিবেচনার (consideration) বিনিময়ে। বর্তমানে অপ্রত্যক্ষ করের নিয়ম অনুযায়ী করযোগ্য বিষয়গুলি, যেমন উৎপাদন, বিক্রি অথবা পরিষেবা প্রদান, সব 'সরবরাহ' করযোগ্য ঘটনার অঙ্গীভূত হবে।

প্র২: সরবরাহ (সাপ্লাই) বলতে কী বোঝায়?

উ: 'সরবরাহ' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত এবং এর মধ্যে রয়েছে কোনও ব্যক্তির দ্বারা ব্যবসার স্বার্থে বা ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সব প্রকার পণ্য এবং/ অথবা পরিষেবার সরবরাহ, যেমন বিক্রি, স্থানান্তর, বিনিময়, লাইসেন্স, ভাড়া, অথবা হস্তান্তর করা অথবা করবার জন্য রাজি হওয়া। এটা পরিষেবা আমদানিকেও অন্তর্ভুক্ত করছে। আদর্শ পণ্য পরিষেবা (জিএসটি) আইন এমন কিছু বিনিময়কে সরবরাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি কোনও বিবেচনা (consideration) ছাড়াই ঘটেছে।

প্র৩: একটি করযোগ্য সরবরাহ কী?

উ: 'করযোগ্য সরবরাহ' বলতে বোঝায় এমন পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা সরবরাহ যা পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা কর-এর (জিএসটি) আওতায় পড়ে।

প্র৪: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইন অনুযায়ী সরবরাহে আবশ্যিক উপাদানগুলি কী?

উ: নিম্নলিখিত 'সরবরাহ' হিসাবে বিবেচিত হতে গেলে নিচের উপাদানগুলি থাকতে হবে—

১) পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা সরবরাহ;
২) সরবরাহ ঘটেছে কোনও বিবেচনার বিনিময়ে;
২) ব্যবসার স্বার্থে অথবা তার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরবরাহটি করা হয়েছে;
৩) করযোগ্য এলাকায় সরবরাহটি হয়েছে;
৪) সরবরাহটি করযোগ্য;
৫) সরবরাহটি করেছেন একজন করদানযোগ্য ব্যক্তি।

প্র৫: কোনও বিনিময় উপরোক্ত মাপকাঠিগুলির একটি বা তার বেশি পূরণ না করলেও পণ্য পরিষেবা করের অধীনে সরবরাহ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে?

উ: হ্যাঁ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন পরিষেবা আমদানি [(ধারা ৩(১) (বি)] অথবা আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের শিডিউল-১-এর অধীনে উল্লেখিত কিছু যা বিবেচনা (consideration) ছাড়াই করা হয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে উপরোক্ত ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত একটি অথবা তার বেশি মাপকাঠি পূরণ না হলেও সেগুলি পণ্য পরিষেবা কর-এর অধীনে সরবরাহ হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে।

প্র৬: ধারা ৩-এ পণ্য আমদানির অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। এর কারণ কী?

উ: পণ্য আমদানি বিষয়টি সীমাশুল্ক আইন (কাস্টম্স অ্যাক্ট, ১৯৬২)-এর অধীনে পৃথকভাবে বিবেচিত, যেখানে আইজিএসটি আলাদা কর হিসাবে মৌলিক সীমাশুল্কর সাথে আদায় হবে।

প্র৭: নিজস্ব সরবরাহ কি পণ্য পরিষেবা কর-এর অধীনে করযোগ্য ?

উ: আন্তঃরাজ্য নিজস্ব সরবরাহ, যেমন ভাণ্ডার (স্টক) স্থানান্তর করযোগ্য, যেখানে করযোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্যভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন করতে হবে শিডিউল-১(৫)-এর অধীনে। এই ধরনের বিনিময় কোনও বিবেচনার বিনিময়ে না হলেও তাদের করযোগ্য করা হয়েছে। অবশ্য অন্তঃরাজ্য স্ব-সরবরাহ (intra-state self-supply) করযোগ্য নয়।

প্র৮: কোনও বিনিময়কে পণ্য সরবরাহ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য নামস্বত্ব এবং/অথবা অধিকার পরিবর্তন কি আবশ্যিক?

উ: কোন বিনিময়কে পণ্য সরবরাহ হিসাবে গণ্য করতে গেলে নামস্বত্ব (টাইটেল) এবং অধিকার (পজেশন) উভয়ই হস্তান্তরিত হতে হবে। সেক্ষেত্রে বিনিময়টি শিডিউল-২ (১)-এর শর্তে পরিষেবা সরবরাহ হিসাবে পরিগণিত হবে। কিছু ক্ষেত্রে, অধিকার তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হয়, কিন্তু নামস্বত্ব হস্তান্তরিত হয় পরবর্তী কোনও সময়ে। যেমন অনুমোদনের ভিত্তিতে বিক্রির ক্ষেত্রে অথবা হায়ার-পারচেজ চুক্তির ভিত্তিতে। এ ধরনের বিনিময়ও পণ্য সরবরাহ বলে ধরা হবে।

প্র৯: 'ব্যবসায়িক স্বার্থে অথবা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সরবরাহ' বলতে কী বোঝায়?

উ: কোনও সরবরাহ ব্যবসায়িক স্বার্থে বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য করা হয়েছে কিনা তার কোনও সংজ্ঞা বা পরীক্ষার উপায়ের কথা আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনে বলা নেই।

তবে নিম্নোক্ত ব্যবসায়িক পরীক্ষার দ্বারা সাধারণত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে কোনও সরবরাহ ব্যবসায়িক স্বার্থে বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য করা হয়েছে কিনা—

১) কাজটি কি গুরুত্বের সঙ্গে হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আগ্রহের সঙ্গে চালানো হয়েছে?

২) কাজটি কি সঙ্গতভাবে বা ধারাবাহিকভাবে চালানো হচ্ছে?

৩) কাজটি কি নিয়মিতভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত রীতি মেনে চালানো হয়েছে ?

৪) কাজটি কি প্রধানত মূল্যের বিনিময়ে/লাভের জন্য করা কোনও করযোগ্য সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত?

এই পরীক্ষার দ্বারা এটা নিশ্চিত হওয়া দরকার যে কোনও আকস্মিক সরবরাহ, যদি তা মূল্যের বিনিময়ে করা হয়ে থাকে, সেটি পণ্য পরিষেবা কর-এর আওতায় আসবে না।

প্র১০: কোনও ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ি কিনলেন এবং একবছর পর তিনি সেই গাড়িটিকে একজন গাড়ি ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করলেন। এক্ষেত্রে বিনিময়টি কি আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইন অনুযায়ী সরবরাহের অধীনে আসবে?

উ: না, কারণ সরবরাহটি ব্যবসার স্বার্থে বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য করা হয়নি। আরও বলা যায় যে গাড়িটি কেনার সময় কোনও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া গ্রাহ্য ছিল না, যেহেতু এটি অব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্য কেনা হয়েছিল।

প্র১১: একজন বাতানুকূল যন্ত্রের দ্বারা তাঁর ব্যবসায়িক ভাণ্ডার (স্টক) থেকে একটি

বাতানুকূল যন্ত্র তাঁর বাড়িতে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য স্থানান্তরিত করলেন। এই বিনিময়টিকে কি সরবরাহ বলা যাবে?

উ: হ্যাঁ। শিডিউল-১(১) অনুযায়ী ব্যবসায়িক সম্পত্তি ব্যক্তিগত বা অব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্য বিবেচনা (consideration) ছাড়া করা হলেও তা সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে।

প্র১২: কোনও ক্লাব বা সংগঠন বা সমিতি তাদের সদস্যদের কোনও পরিষেবা বা পণ্য প্রদান করলে তা কি সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে?

উ: হ্যাঁ। কোনও ক্লাব, সংগঠন, সমিতি বা এরকম কোনও সংস্থার দ্বারা তাদের সদস্যদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে। এটি আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ২(১৭)-তে 'ব্যবসা'-র সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্র১৩: কোনগুলি আন্তঃরাজ্য সরবরাহ এবং কোনগুলি অন্তঃরাজ্য সরবরাহ?

উ: আন্তঃরাজ্য এবং অন্তঃরাজ্য সরবরাহের সংজ্ঞা নির্দিষ্টভাবে আইজিএসটি আইনের যথাক্রমে ধারা ৩ এবং ৩এ-তে দেওয়া আছে। বৃহত্তর অর্থে যেখানে সরবরাহকারী এবং সরবরাহস্থল একই রাজ্যে অবস্থিত তাকে অন্তঃরাজ্য এবং যেক্ষেত্রে এগুলি দুটি ভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত তাকে আন্তঃরাজ্য সরবরাহ বলে।

প্র১৪: পণ্য ব্যবহারে অধিকার (right to use) হস্তান্তর কি পণ্য সরবরাহ বা পরিষেবা সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে?

উ: পণ্য ব্যবহারে অধিকার হস্তান্তর পরিষেবা সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে, কারণ সেখানে কোনও স্বত্ব হস্তান্তর নেই। এই ধরনের বিনিময় পণ্য পরিষেবা আইনের শিডিউল-২-এর অধীনে নির্দিষ্টভাবে পরিষেবা সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে।

প্র১৫: ওয়ার্কস কনট্যাক্ট এবং ক্যাটারিং সার্ভিস কি পরিষেবা সরবরাহ, না কি পণ্য সরবরাহ? কেন?

উ: ওয়ার্কস কনট্যাক্ট এবং ক্যাটারিং সার্ভিস আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের শিডিউল-২-এর অধীনে পরিষেবা সরবরাহ হিসাবে গণ্য হয়।

প্র১৬: পণ্য সরবরাহ হায়ার-পারচেজ-এর ভিত্তিতে হলে তা পণ্য সরবরাহ, না কি পরিষেবা সরবরাহ হিসাবে গণ্য করা হবে? কেন?

উ: হায়ার-পারচেজ-এর ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহ হলে সেটি পণ্য সরবরাহ হিসাবে গণ্য হবে, যেহেতু সেক্ষেত্রে স্বত্ব হস্তান্তর হয়, যদিও তা পরবর্তী সময়ে হয়।

৫

সরবরাহের সময়
TIME OF SUPPLY

প্র১: সরবরাহের সময় কী?

উ: জিএসটি প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্ন যখন ওঠে তখন তার সঠিক সময়টিকে চিহ্নিত করা জরুরি হয়ে পড়ে। সরবরাহের সময় এই মুহূর্তটিকে নির্দিষ্ট করে দেয়। আবার কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে ঠিক কোনসময় একটি সরবরাহ ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া হবে (deemed supply) তাও নির্দেশ করবে এইসময়টিই। মডেল জিএসটি আইনে পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে সরবরাহের সময় নির্ধারণের ব্যবস্থা পরস্পরের থেকে আলাদা।

প্র২: পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে জিএসটি ধার্য করার দায় কখন বর্তায়?

উ: মডেল জিএসটি আইনের ধারা ১২-তে পণ্য সরবরাহের সময়ের বিষয়টি বলা আছে। নিচের তারিখগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে আগেকার সেটিই হবে পণ্য সরবরাহের সময়—

ক) সরবরাহকারী যেদিন পণ্যটি অপসারণ (remove) করছেন, যদি ঐ সরবরাহের ক্ষেত্রে অপসারণ (removal) প্রয়োজনীয় হয়; অথবা

খ) যেখানে সরবরাহের জন্য অপসারণের প্রয়োজন নেই সেখানে পণ্যটিকে লভ্য (available) করে তোলার দিন; অথবা

গ) যেসব সরবরাহ ওপরের দুটি পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে না সেই সব ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর ইনভয়েস কাটার দিন; অথবা

ঘ) গ্রহীতা যে দিন তাঁর হিসাবের খাতায় পণ্যটির প্রাপ্তিস্বীকার করছেন সেই দিন।

প্র৩: পণ্যের একটানা সরবরাহের (continuous supply of goods) ক্ষেত্রে সরবরাহের

সময়টি কী?

উ: একটানা সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহের সময়টি এইরকম —

ক) যেখানে পর্যায়ক্রমিক হিসাব বিবৃতি বা পর্যায়ক্রমিক পেমেন্ট জড়িত আছে সেখানে ঐ পর্যায়ক্রমিক হিসাব বিবৃতি (successive statement of accounts) বা পর্যায়ক্রমিক পেমেণ্ট (successive payments)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত পর্যায় বা সময়সীমার অন্তিম তারিখটি।

খ) যেখানে কোনও পর্যায়ক্রমিক হিসাব বিবৃতি বা পর্যায়ক্রমিক পেমেন্ট জড়িত নেই, সেখানে ইনভয়েস কাটার দিন বা পেমেণ্ট পাওয়ার দিনের মধ্যে যেটি আগে সেই দিনটি।

প্র৪: অনুমোদন সাপেক্ষে (approval basis) পাঠানো পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহের সময়টি কী হবে?

উ: অনুমোদন সাপেক্ষ সরবরাহের (supply on approval basis) ক্ষেত্রে সরবরাহের সময়টি হবে সেই দিন যেটি নিচের দুটি দিনের মধ্যে পূর্বতর

ক) যে দিন জানা যাবে যে সরবরাহটি সম্পন্ন হচ্ছে, অথবা

খ) যেদিন সরবরাহের দিন থেকে ছয় মাস পেরিয়ে যাবে।

প্র৫. মডেল জিএসটি আইনের ১২ নং ধারার ২, ৩, ৫ বা ৬ নং উপধারা অথবা ১৩ নং ধারার উপধারাগুলির সাহায্যে সরবরাহের সময়টি স্থির করা সম্ভব না হলে কীভাবে তা স্থির করা হবে?

উ: ১২(৭) নং ধারায় একটি অবশিষ্ট ভুক্তি আছে। এছাড়াও আছে ১৩(৭) নং ধারা। এখান থেকে দেখা যায় যে যেসব ক্ষেত্রে পর্যায়ভিত্তিক (periodical) রিটার্ন জমা দেবার কথা সেই সবক্ষেত্রে এই পর্যায়ভিত্তিক রিটার্ন জমা দেওয়ার নির্ধারিত দিনটিই হবে সরবরাহের সময়। অন্যথায়, এটি হবে সেই দিন যেদিন সিজিএসটি/এসজিএসটি/আইজিএসটি চোকানো হয়েছে।

প্র৬: পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে জিএসটি ধার্য করার দায় কখন বর্তায়?

উ: পরিষেবার ক্ষেত্রে সরবরাহের সময় নির্ধারণের পদ্ধতি পণ্য সরবরাহের মতো নয়। এক্ষেত্রে পরিষেবা সরবরাহের জন্য যে ইনভয়েসটি কাটা হয়েছে সেটি নির্ধারিত সময়ের

মধ্যে কাটা হয়েছে না কি সেই সময় পেরিয়ে কাটা হয়েছে তার উপর সরবরাহের সময়টি নির্ভর করবে।

প্র৭: যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনভয়েস কাটা না হয় তাহলে সরবরাহের সময়টি কী হবে?

উ: এই সব ক্ষেত্রে সরবরাহের সময় হবে নিচের দুটি দিনের মধ্যে পূর্বতর দিনটি —
ক) পরিষেবা প্রদানের সমাপ্তির দিন; অথবা
খ) পেমেন্ট পাওয়ার দিন।

প্র৮: যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ইনভয়েস কাটা হয় তাহলে সরবরাহের সময়টি কী হবে?

উ: এই সব ক্ষেত্রে সরবরাহের সময় হবে নিচের দুটি দিনের মধ্যে পূর্বতর দিনটি —
ক) ইনভয়েস কাটার দিন; অথবা
খ) পেমেন্ট পাওয়ার দিন।

প্র ৯: 'পেমেন্ট পাওয়ার দিন' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

উ: সরবরাহকারীর হিসাবের খাতায় যেদিন পেমেন্টটি তোলা হচ্ছে অথবা তাঁর ব্যাঙ্ক খাতে যেদিন পেমেন্টটি উঠছে এই দুটি দিনের মধ্যে যেটি পূর্বতর সেটিই 'পেমেণ্ট পাওয়ার দিন'।

প্র১০: ধরা যাক, ইনভয়েস কাটা হয়নি আর পেমেন্টের দিন বা পরিষেবা সমাপ্তির দিনও নিরূপণ করা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে সরবরাহের সময়টি কী হবে?

উ: সরবরাহের সময় হবে সেই দিন যেদিন গ্রহীতা তাঁর হিসাব খাতায় পরিষেবার প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন।

প্র১১: ধরা যাক, আংশিক অগ্রিম পেমেন্ট হলো, অথবা আংশিক পেমেণ্টের জন্য ইনভয়েস কাটা হলো; এই সরবরাহের সময়টি কি পুরো সরবরাহের জন্যই প্রযোজ্য হবে?

উ: না। ইনভয়েসে যতখানি আছে বা যতখানির জন্য আংশিক পেমেণ্ট পাওয়া গেছে

ততটুকু সরবরাহই হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

প্র১২: যেসব ক্ষেত্রে কর রিভার্স চার্জে প্রদেয় সেখানে সরবরাহের সময়টি কী হবে?

উ: এক্ষেত্রে সরবরাহের সময়টি হবে নিচের দিনগুলির যেটি সবচেয়ে আগেকার, সেই দিনটি—

ক) পরিষেবা প্রাপ্তির দিন;
খ) পেমেণ্ট চোকানোর দিন;
গ) ইনভয়েস প্রাপ্তির দিন;
গ) সরবরাহকারীর হিসাবের খাতায় ডেবিট হওয়ার দিন।

প্র১৩: পরিষেবার একটানা সরবরাহের (continuous supply of services) ক্ষেত্রে সরবরাহের সময়টি কী হবে?

উ: সরবরাহের সময়টি হবে পেমেণ্টের নির্ধারিত দিন যদি তা চুক্তি থেকে নিরূপণ করা সম্ভব হয়। যদি তা নিরূপণযোগ্য না হয়, তা হলে সরবরাহের সময়টি হবে —পেমেণ্ট পাওয়ার দিন, অথবা ইনভয়েস কাটার দিন, অথবা যদি দেখা যায় পেমেণ্ট কোনও ঘটনা নিষ্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত তাহলে সেই ঘটনাটি সম্পূর্ণ হওয়ার দিন — এই তিনটি দিনের মধ্যে যেটি সবচেয়ে আগেকার, সেটি।

প্র১৪: ধরা যাক ১.৬.২০১৭ থেকে করের হার ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০ শতাংশ হলো। যদি পরিষেবা প্রদান এবং ইনভয়েস কাটা দুইই এই হার পরিবর্তনের আগে এপ্রিল ২০১৭-র মধ্যে হয়ে গিয়ে থাকে, কিন্তু পেমেণ্ট মেলে তার পরে জুন ২০১৭-য়, তাহলে করের কী হার প্রযোজ্য হবে?

উ: করের পুরনো হার ১৮ শতাংশই প্রযোজ্য হবে কেননা পরিষেবা প্রদানের বিষয়টি ১.৬.২০১৭-র আগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

জিএসটিতে মূল্যনির্ধারণ
VALUATION IN GST

প্র১: জিএসটি আরোপের ক্ষেত্রে করযোগ্য সরবরাহের মূল্য (value of taxable supply) কী ধরা হবে?

উ: পণ্য ও পরিষেবার করযোগ্য সরবরাহের মূল্য সাধারণত সেই 'বিনিময় মূল্য' ('transaction value')-ই হবে যা কিনা সেই দর যা দেওয়া হয়েছে বা প্রদেয় হয়েছে, যখন বিনিময়কারীরা সম্পর্কিত নন আর যখন দরই একমাত্র বিবেচনা (when the parties are not related and price is the sole consideration)। যেমন, ফেরতযোগ্য জমা, সরবরাহের সময় বা তার আগে দেওয়া ছাড় বিনিময় মূল্যের মধ্যে ধরা হবে না।

প্র২: বিনিময় মূল্য কী?

উ: বিনিময় মূল্য নির্দেশ করে সেই দর যা পণ্য ও/ বা পরিষেবার সরবরাহের জন্য দেওয়া হয়েছে বা প্রদেয় হয়েছে, যখন সরবরাহকারী ও প্রাপক সম্পর্কিত নন আর দরই সরবরাহের একমাত্র বিবেচনা। সরবরাহকারীর প্রদেয় কোনও অঙ্ক যদি ঐ সরবরাহের প্রাপক মিটিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে সেই অঙ্ক ঐ বিনিময় মূল্যে যোগ হবে।

প্র৩: সিজিএসটি/এসজিএসটি আর আইজিএসটি-এর জন্য, বা পণ্য আর পরিষেবার জন্য মূল্যনিরূপণ পদ্ধতি কি আলাদা আলাদা হবে?

উ: না, ১৫ নং ধারা তিনটি করের প্রতিটির ক্ষেত্রেই পণ্য ও পরিষেবা নির্বিশেষে একইভাবে প্রযোজ্য।

প্র৪: সরবরাহের মূল্যনির্ধারণের জন্য চুক্তিমূল্য কি যথেষ্ট নয়?

উ: চুক্তিমূল্যকে আরও যথাযথভাবে 'বিনিময়মূল্য' হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে এবং তাকে কর গণনার ভিত্তি ধরা হয়েছে। তবে, কোনও কারণবশত দর যদি প্রভাবিত হয়— যেমন ধরা যাক বিনিময়কারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, অথবা দর ছাড়াই কোনও বিনিময় হলো যাকে সরবরাহ হিসেবেই ধরতে হবে (deemed supply)— তাহলে এইসব কারণ গুলিকে অতিক্রম করে সঠিক বিনিময় মূল্যটি নির্ধারণ করতে হবে।

প্র৫: মূল্যনির্ধারণবিধি (Valuation Rules)-র আশ্রয় নেওয়া কি প্রতিটি ক্ষেত্রেই জরুরি ?

উ: না। মূল্যনির্ধারণবিধির আশ্রয় নেওয়া শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই জরুরি যেগুলি ধারা ১৫(৪)-এ তালিকাবদ্ধ, অর্থাৎ, যেখানে প্রদেয় বিবেচনা আর্থিক নয়, অথবা বিনিময়কারীরা সম্পর্কিত।

প্র৬: এমন কোনও বিনিময় থাকতে পারে যা ধারা ১৫(৪)-এ উল্লেখিত নয়, অথচ সেখানে হয়তো কোনও কারণে দরটি প্রভাবিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কী কর্তব্য ?

উ: কোনও বিনিময়ের দরকে তার উপর প্রদেয় কর নিরূপণের জন্য যথাযথ করে তোলার লক্ষ্যে ধারা ১৫(২)-এ একটি পরিমার্জনের তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্র৭: ধারা ১৫(১)-এ যে বিনিময়মূল্য ঘোষিত হয়েছে তা কি গ্রহণ করা যেতে পারে?

উ: হ্যাঁ, ধারা ১৫(২)-এর অন্তর্ভুক্তিগুলি যাচাই করে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া, সরবরাহকারী ও প্রাপক সম্পর্কিত হলেও বিনিময়মূল্য গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি এই সম্পর্ক দরকে প্রভাবিত করে না থাকে [খসড়া জিএসটি মূল্যনির্ধারণ বিধি ৩(৪)]।

প্র৮: সরবরাহ-উত্তর ছাড় বা প্রোৎসাহ (post-supply discounts or incentives) কি বিনিময়মূল্যের মধ্যে ধরা হবে?

উ: হ্যাঁ। যদি না ঐ সরবরাহ-উত্তর ছাড় চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সরবরাহের সময়ে বা তার আগে থেকেই জানা থাকে এবং নির্দিষ্ট ইনভয়েসের সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত থাকে।

প্র৯: প্রাক্-সরবরাহ ছাড় (pre-supply discounts), যা সরবরাহের সময়ে বা তার আগেই দেওয়া হয়েছে, বিনিময়মূল্যের মধ্যে ধরা হবে কি?

উ: না। যদি তা ব্যবসার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে আর যদি তা ইনভয়েসে যথাযথভাবে নথিবদ্ধ হয়ে থাকে।

প্র১০: মূল্যনির্ধারণবিধি কখন প্রযোজ্য?

উ: মূল্য নির্ধারণবিধি প্রযোজ্য হবে এইসব ক্ষেত্রে—

ক) বিবেচনাটি আর্থিক নয়;

খ) বিনিময়কারীরা সম্পর্কিত অথবা কোনও একটি বিশেষ শ্রেণীর সরবরাহকারী সরবরাহটি করছেন; এবং

গ) ঘোষিত বিনিময়মূল্য নির্ভরযোগ্য নয়।

প্র১১: ঘোষিত বিনিময়মূল্যে সন্দেহ প্রকাশ করার কারণগুলি কী হতে পারে?

উ: কারণগুলি খসড়া জিএসটি মূল্যনির্ধারণবিধির ৭(বি) নং বিধিতে বলা আছে। এগুলি হলো —

ক) তুলনীয় সরবরাহের দাম লক্ষণীয় রকমের চড়া;

খ) বিনিময়টি ঘটেছে সরবরাহের বাজারদরের থেকে লক্ষণীয় রকমের বেশি অথবা কম হারে; এবং

গ) বিবরণ, পরিমাণ, মান, উৎপাদনকাল ইত্যাদি বিষয়ে ভুল তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে (misdeclaration)। এই তালিকাটি নির্দেশাত্মক, সর্বাঙ্গীণ নয়।

প্র১২: খসড়া জিএসটি মূল্যনির্ধারণ বিধি অনুযায়ী মূল্যনির্ধারণের পদ্ধতিগুলি কী?

উ: খসড়া জিএসটি মূল্যনির্ধারণবিধি অনুসারে মূল্যনির্ধারণের তিনটি পদ্ধতি নির্দেশিত আছে, যথা, তুলনামূলক পদ্ধতি (comparative method), গণনা পদ্ধতি (computation method) ও অবশিষ্ট পদ্ধতি (residual method), যেগুলি ক্রমানুসারে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া, কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মূল্যনির্ধারণ পদ্ধতিও বলা আছে, যথা পিওর এজেন্ট বা মানি চেঞ্জার। এছাড়াও ইন্সিওরার, এয়ার ট্রাভেল এজেন্ট আর লটারির ডিস্ট্রিবিউটর বা বিক্রয় এজেন্টদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিধি পরে বিজ্ঞাপিত হতে পারে।

প্র১৩: ধারা ১৫(২)-এ কোন কোন অন্তর্ভুক্তিগুলি নির্দেশ করা আছে যা বিনিময়মূল্যের সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে?

উ: ধারা ১৫(২)-এ যে যে অন্তর্ভুক্তিগুলি নির্দেশ করা আছে যা বিনিময়মূল্যের সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে তা নিচে দেওয়া হলো —

ক) যে কোনও অঙ্ক যা সরবরাহকারীর দায় হওয়া সত্ত্বেও প্রাপক মিটিয়েছেন;

খ) গ্রহীতা যদি কোনও পণ্য বা পরিষেবা মুফতে বা ছাড়ে যুগিয়ে থাকেন তার আর্থিক মূল্য;

গ) সরবরাহের শর্ত হিসেবে প্রাপককে যদি রয়্যালটি আর লাইসেন্স ফি দিতে হয় তবে তার মূল্য;

ঘ) অন্য কোনও আইনে আরোপিত কোনও কর (এসজিএসটি/সিজিএসটি/আইজিএসটি ব্যতীত);

ঙ) সরবরাহের আগেই সরবরাহকারীর দ্বারা ব্যয়িত কোনও খরচ যা আলাদা করে দাবি করা হয়েছে;

চ) ভর্তুকি যা সরবরাহকারী সরবরাহের উপর লাভ করেছেন;

ছ) পরিশোধযোগ্য ব্যয় (reimbursements) যা সরবরাহকারী আলাদা করে দাবি করেছেন;

জ) যে সমস্ত ছাড় সরবরাহের 'পরে' দেওয়া হয়েছে, যদি না তা সরবরাহের আগে থেকেই জানা থাকে (ব্যবসার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী যদি ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে আর ইনভয়েসের উপরে যদি তার উল্লেখ থাকে তবে এই ছাড় যোগ হবে না)।

৭

জিএসটি কর প্রদান
GST Payment of Tax

প্র১: জিএসটি শাসন ব্যবস্থায় কী কী কর প্রদেয়?

উ: জিএসটি শাসন ব্যবস্থায় একই রাজ্যের ভিতর যদি সরবরাহ করতে হয় তবে সিজিএসটি (কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে) এবং এসজিএসটি (রাজ্য সরকারের খাতে) দিতে হবে। যদি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে সরবরাহ করতে হয় তবে সংহত (ইন্টিগ্রেটেড) জিএসটি বা আইজিএসটি দিতে হবে যা হবে সিজিএসটি ও এসজিএসটি দুইটি করের সমন্বয়। এছাড়া কিছু শ্রেণীর রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে টিডিএস (Tax Deducted at Source) অথবা টিসিএস (Tax Collected at Source) দিতে হতে পারে। এছাড়াও সুদ, দণ্ড/জরিমানা, ফি অথবা আরও কিছু বিশেষ খাতে টাকা দিতে হতে পারে।

প্র২: জিএসটি শাসন ব্যবস্থায় কাদের কর দিতে হবে?

উ: সাধারণভাবে যাঁরা পণ্য সরবরাহ করবেন বা কোনও পরিষেবা দেবেন তাঁদের জিএসটি দিতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে আমদানিকারী এবং বিজ্ঞাপিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই দায় বর্তাবে পরিষেবা গ্রহীতার উপর। কিছু ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি যাঁরা ই-কমার্স অপারেটর (ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজন ইত্যাদি) তাঁদের টিসিএস অথবা সরকারি দপ্তরকে টিডিএস দিতে হবে।

প্র৩: জিএসটি করযোগ্য ব্যক্তিকে কখন জিএসটি পেমেন্ট করতে হবে?

উ: যেমন ধারা ১২-তে বলা আছে, পণ্য সরবরাহের সময়; অথবা যেমন ১৩-তে বলা আছে পরিষেবা প্রদান করার সময়। সাধারণত টাকা পাওয়া অথবা ইনভয়েস ইস্যু করা অথবা পণ্য সরবরাহের মধ্যে প্রথম যেটি সম্পন্ন হবে তার উপর নির্ভর করবে জিএসটি পেমেন্ট। উপরোক্ত ধারাগুলিতে বিভিন্ন পরিস্থিতি বিচার করে

বিস্তারিত ভাবে কর প্রদানের সময় আলোচনা করা হয়েছে।

প্র৪: জিএসটি পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উ: জিএসটি শাসন ব্যবস্থায় করদান সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

- সব পেমেন্টের ক্ষেত্রেই জিএসটিএন কমন পোর্টাল-এর থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে চালান প্রস্তুত করতে হবে। হাতে করে চালান তৈরি করা চলবে না;
- কর প্রদানকারীর সুবিধার্থে কোনও রকম প্রতিবন্ধকতাবিহীনভাবে যে কোনও সময় যে কোনও স্থানে কর দেওয়া যাবে;
- অনলাইন জমার সুবিধা থাকবে;
- বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গতভাবে কর আদায় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ;
- সরকারি খাতে দ্রুত রাজস্ব আগম;
- সম্পূর্ণভাবে কাগজহীন কার্যসম্পাদন;
- দ্রুত হিসাবরক্ষণ ও তার বিবরণী;
- প্রাপ্তির সম্পূর্ণভাবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সমন্বয় সাধন;
- ব্যাঙ্কের পদ্ধতির সরলীকরণ;
- ডিজিটাল চালানের সংরক্ষণ;

প্র৫: পেমেন্ট কীভাবে করা যাবে?

উ: পেমেন্ট নিম্নোক্ত যে কোনও উপায়ে করা যাবে—

১) কমন পোর্টাল-এ রক্ষিত কর প্রদানকারীর ক্রেডিট রেজিস্টার থেকে করের টাকা ডেবিট করা যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র কর-ই দেওয়া যাবে। ক্রেডিট রেজিস্টার থেকে সুদ, জরিমানা অথবা ফি দেওয়া যাবে না।
ইনপুটের উপর কর প্রদানকারীর দেওয়া কর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেবে তাঁর ক্রেডিট লেজারে জমা হবে ও তার থেকে তাঁকে তাঁর প্রদেয় কর দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ব্যবহার করার সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে সিজিএসটি-র জমা কর এসজিএসটি-র প্রদেয় কর প্রদান করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না, এর বিপরীত কাজটিও করা যাবে না। আইজিএসটি-র জমা কর প্রথমে আইজিএসটি, তারপরে সিজিএসটি ও সবশেষে এসজিএসটি পেমেন্ট করার জন্য ব্যবহার করা যাবে।

২) কর-এর টাকা কমন পোর্টাল-এ রক্ষিত ক্যাশ লেজার ব্যবহার করে দেওয়া যেতে পারে। টাকা ক্যাশ লেজার-এ নানাভাবে জমা দেওয়া যেতে পারে যেমন ই-পেমেন্ট [Internet Banking, Credit Card, Debit Card, Real time Gross Settlement (RTGS)/National Electronic Fund Transfer

(NEFT)]; কিছু স্বীকৃত ব্যাঙ্ক-এ সরাসরি টাকা জমা দেওয়া যেতে পারে।

প্র৬: ট্যাক্স প্রদানকারীকে কবে ট্যাক্স জমা দিতে হবে?

উ: সাধারণ ট্যাক্স প্রদানকারীর ক্ষেত্রে ট্যাক্স দেওয়ার নিয়ম মাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের কুড়ি তারিখের মধ্যে। প্রথমে ট্যাক্স প্রদানকারীর ক্যাশ লেজার-এ নগদ টাকা জমা করতে হবে। তারপর সেই ক্যাশ লেজারে জমা রাখা টাকা দিয়ে নগদ দায় মেটানো যাবে। রিটার্ন দাখিলের সময় সেই ডেবিট এন্ট্রি নম্বর উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া পেমেন্ট ক্রেডিট লেজারও ব্যবহার করা যাবে। মার্চ মাসের পেমেন্ট ২০শে এপ্রিল-এর মধ্যে করা যাবে। কম্পোজিশন ট্যাক্স প্রদানকারীদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কর দিতে হবে। কর দেওয়ার সময়সীমা রাত বারোটা থেকে সন্ধ্যা আটটা।

প্র৭: মাসিক প্রদেয় কর-এর সময়সীমা কি বাড়ানো যাবে?

উ: না। স্বনির্ধারিত মাসিক প্রদেয় কর-এর সময়সীমা কোনওভাবেই বাড়ানো যাবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সময়সীমা বাড়ানোর অথবা কিস্তিতে টাকা দেওয়ার মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। (ধারা ৫৫)

প্র৮: যদি কোনও ব্যক্তি রিটার্ন দাখিল করে কিন্তু কর না দেয়?

উ: এক্ষেত্রে রিটার্ন-টিকে বৈধ রিটার্ন হিসাবে গণ্য করা হবে না। ধারা ২৭(৩) অনুযায়ী যতক্ষণ না কর প্রদানকারী তাঁর রিটার্ন-এ স্বনির্ধারিত পুরো কর প্রদান করছেন ততক্ষণ সেই রিটার্নটির বৈধতা স্বীকৃত হবে না। শুধুমাত্র বৈধ রিটার্ন থাকলেই গ্রহীতা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবেন। অর্থাৎ যতক্ষণ না সরবরাহকারী স্বনির্ধারিত পুরো কর প্রদান করছেন এবং এবং রিটার্ন জমা দিচ্ছেন— গ্রহীতার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর মান্যতা দেওয়া হবে না।

ধারা ২৮ অনুযায়ী ট্যাক্স প্রদানকারী তাঁর জমা করের ব্যবহার করতে পারবেন না যতক্ষণ না তিনি তাঁর প্রদেয় স্বনির্ধারিত কর জমা করছেন।

প্র৯: কোন দিনটিকে কর জমা দেওয়ার জন্য মান্যতা দেওয়া হবে— চেক জমা দেওয়ার দিন, অথবা পেমেন্ট যেদিন হয়েছে, অথবা সরবরাহের খাতে জমা হওয়ার দিন?

উ: যেদিন সরকারের খাতে টাকা জমা পড়বে সেই দিনটিকে টাকা জমা দেওয়ার দিন হিসাবে মান্যতা দেওয়া হবে।

প্র১০: ই-লেজার কী?

উ: ইলেকট্রনিক লেজার বা ই-লেজার হলো একজন কর প্রদানকারীর নগদ ও জমা করের (আইটিসি) বিবৃতি। এছাড়াও একজন কর প্রদানকারীর একটি ইলেকট্রনিক ট্যাক্স

লায়াবিলিটি রেজিস্টারও থাকবে। যখনই তাঁর নাম কমন পোর্টালে (জিএসটিএন) নথিভুক্ত হবে তখনই দুটি ই-লেজার (নগদ ও আইটিসি) এবং একটি ইলেকট্রনিক ট্যাক্স লায়াবিলিটি রেজিস্টার খুলে যাবে এবং তাঁর ড্যাশবোর্ডে সবসময় প্রদর্শিত হবে।

প্র১১: ট্যাক্স লায়াবিলিটি রেজিস্টার কী?

উ: ট্যাক্স লায়াবিলিটি রেজিস্টার-এ একজন কর প্রদানকারীর কোনও নির্দিষ্ট মাসে প্রদেয় মোট কর প্রদর্শিত হবে।

প্র১২: ক্যাশ লেজার কী?

উ: ক্যাশ লেজার-এ একজন করদাতার সমস্ত জমার (নগদে বা টিডিএস-এ) সম্পূর্ণ বিবরণ থাকবে। সমস্ত তথ্য প্রকৃত সময় প্রদর্শিত হবে। এই লেজার থেকে জিএসটি-র যেকোনও পেমেন্ট করা যাবে।

প্র১৩: আইটিসি লেজার কী?

উ: স্বনির্ধারিত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর মাসিক বিবরণী যে খাতায় থাকবে তাকে আইটিসি লেজার বলা হবে। এই খাতায় স্বীকৃত রাশি থেকে শুধুমাত্র ট্যাক্স পেমেন্টই করা যাবে, অন্য কোনও পেমেন্ট যেমন সুদ (ইন্টারেস্ট), দণ্ড/জরিমানা (পেনাল্টি), অথবা ফি দেওয়া যাবে না।

প্র১৪: জিএসটিএন এবং স্বীকৃত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কীভাবে সমন্বয় থাকবে?

উ: জিএসটিএন এবং কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন (সিবিএস)-এর মধ্যে প্রকৃত সময় ভিত্তিক সমন্বয় থাকবে। সিআইএন-টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ব্যাঙ্কে পাঠানো হবে তার সত্যতা যাচাই ও নগদ প্রাপ্তিস্বীকার করার জন্য। ব্যাঙ্ক নগদ প্রাপ্তির পর তার স্বীকৃতিস্বরূপ চালান আইডেনটিফিকেশন নম্বর (সিআইএন) পাঠাবে কমন পোর্টাল-এ। এই পদ্ধতিতে কোনও ব্যক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। এমনকি ব্যাঙ্ক-এর ক্যাশিয়ার/টেলার অথবা কর প্রদানকারীরও না।

প্র১৫: একটি চালান কি একবারেই ভরতে হবে, না অনেকবারে ভরা যাবে?

উ: একটি চালান অনেক বারে ভরা যেতে পারে। একবার কিছুটা ভরার পর সাময়িক ভাবে চালানটি সেভ করতে হবে পরবর্তী পর্যায়ের জন্য। সেভড চালানটিকে আপনি পরের বার এডিট করতে পারবেন। যখন চালানটি সম্পূর্ণভাবে চূড়ান্ত হবে তখন চালানটিকে কর দেওয়ার জন্য সিস্টেম থেকে জেনারেট করতে পারবেন। কর প্রদানকারী নিজের রির্টান-এর জন্য চালান-এর একটি প্রিন্টআউট নিতে পারবেন।

প্র১৬: চালান একবার সিস্টেম-এ জেনারেট হয়ে গেলে কি কোনও পরিবর্তন করা যাবে?

উ: না। জিএসটিএন পোর্টাল-এ লগ করার পর ও চালান সম্বন্ধিত তথ্য জমা দেওয়া পর এক ব্যক্তির চালানটিকে সেভ করার স্বাধীনতা থাকে। তার ফলে তিনি পরবর্তী সময়ে চালানটি চূড়ান্ত করার আগে পর্যন্ত এডিট করতে পারেন। কিন্তু একবার চালান চূড়ান্ত করে ফেলার পর যখন সিস্টেম থেকে সিপিআইএন জেনারেট হয় তারপর আর চালান-এ কোনওরকম পরিবর্তন করা যায় না।

প্র১৭: একটি চালানের কি কোনও বৈধতার সময়সীমা আছে?

উ: হ্যাঁ। একটি চালান জেনারেট-এর পর পনেরো দিনের জন্য সিস্টেমে রাখা হয়। তারপর তা সিস্টেম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে কর প্রদানকারী আরও একটি চালান সিস্টেম থেকে বের করতে পারবেন।

প্র১৮: সিপিআইএন কী?

উ: সিপিআইএন (অর্থাৎ Common Portal Identification Number) এমন একটি চৌদ্দ অঙ্কের অনন্য (unique) সংখ্যা যা সিস্টেম থেকে জেনারেট হয় চালান ভরার পর। এর দ্বারা চালানটিকে চিহ্নিত করা যায়। সিপিআইএন পনেরো দিনের জন্য বৈধ থাকে।

প্র১৯: সিআইএন কী এবং কী তার তাৎপর্য?

উ: সিআইএন হলো চালান আইডেনটিফিকেশন নম্বর। এটি একটি সতেরো অঙ্কের সংখ্যা—(সিপিআইএন চোদ্দ অঙ্ক ও ব্যাঙ্ক কোড-এর তিনটি অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত) নম্বর। যখন আরবিআই অথবা অন্য যে কোনও স্বীকৃত ব্যাঙ্কের একটিতে টাকা জমা দেওয়া হয় এবং সেই টাকা সরকারি খাতে জমা পড়ে তখন সিস্টেম থেকে একটি সিআইএন বেরিয়ে আসে। সিআইএন দ্বারাই প্রমাণ করা যায় যে ওই টাকা সরকারি খাতে জমা পড়েছে। সিআইএন-টি কর প্রদানকারীকে ও জিএসটি নেটওয়ার্ক-এ পাঠানো হয় ব্যাঙ্ক দ্বারা।

প্র২০: যদি কোনও ব্যক্তির পূর্ববর্তী মাসের করও দিতে চান তাহলে তাঁকে কোন ক্রম অনুযায়ী ট্যাক্স দিতে হবে?

উ: যদি কোনও করদাতার চলতি রিটার্নের সময়ের চেয়ে পুরনো কোনও কর বাকি থাকে সেক্ষেত্রে ধারা ৩৫(৮) একটি ক্রমপর্যায়ের নির্দেশ দিয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে, পেমেন্টের ক্রমটি এইরকম হবে— প্রথমে পূর্ববর্তী কোনও স্বনির্ধারিত কর ও তার সুদ; তারপর বর্তমান সময়কালীন কোনও স্বনির্ধারিত কর ও তার সুদ এবং পরিশেষে

ধারা ৫১ অনুযায়ী প্রদেয় কোনও রাশি। এই ক্রমটি বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

প্র২১: ই-এফপিবি কী?

উ: ই-এফপিবি কথাটির পুরো মানে হলো ইলেকট্রনিক ফোকাল পয়েন্ট ব্রাঞ্চ। এই ব্রাঞ্চটি স্বীকৃত ব্যাঙ্কের এমন একটি ব্রাঞ্চ যাকে অনুমতি দেওয়া হবে ব্যাঙ্কের হয়ে ভারতবর্ষব্যাপী লেনদেন করার জন্য। ই-এফপিবি-টি প্রত্যেকটি সরকারের প্রধান প্রতিটি খাতে খাতা খুলবে। একটি সিজিএসটি, একটি আইজিএসটি ও একটি এসজিএস-টি প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য এই হিসাবে মোট ৩৮টি খাতা খুলবে। ই-এফপিবি জিএসটি-র কোনও টাকা পেলেই সেই নির্দিষ্ট খাতে জমা করবে।

এনইএফটি/আরটিজিএস লেনদেনের জন্য আরবিআই হবে ই-এফপিবি।

প্র২২: টিডিএস কী?

উ: টিডিএস হলো উৎসে কেটে নেওয়া কর (Tax Deducted at Source)। ধারা ৩৭ অনুযায়ী সরকারি বা সরকার অধিগৃহীত (Government Undertaking) বা সরকার নির্দিষ্ট কোন সংস্থার হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কোনও পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে ১ শতাংশ কেটে রাখার এবং সঠিক জিএসটি খাতে জমা দেবার জন্য। এই কেটে রাখা টাকাকে টিডিএস বলা হবে।

প্র২৩: সরবরাহকারী রিটার্ন ভরার সময় কীভাবে টিডিএস-এর হিসাব করবে?

উ: টিডিএস-এর কেটে রাখা টাকা সরবরাহকারীর বৈদ্যুতিন নগদ খাতায় (ইলেকট্রনিক ক্যাশ লেজার)-এ প্রদর্শিত হবে। এই টাকায় সরবরাহকারী তাঁর যাবতীয় প্রদেয় যথা কর, সুদ বা ফি দিতে পারবেন।

প্র২৪: টিডিএস যিনি কাটবেন তিনি কী করে টিডিএস-এর হিসাব রাখবেন?

উ: টিডিএস যিনি কাটবেন তিনি নীচে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর কাটা টিডিএস-এর হিসাব রাখবেন—

ক) টিডিএস আদায়কারীকে ধারা ১৯ তৎসহ শিডিউল-৩ অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

খ) তাঁদের আদায় করা ও জিএসটিআর-৭-এ জ্ঞাপিত টিডিএস-এ টাকা, টাকা আদায়ের পরবর্তী মাসের দশ তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে।

গ) আদায়কৃত টাকা সরবরাহকারীর বৈদ্যুতিন নগদ খাতায় প্রদর্শিত হবে।

ঘ) টিডিএস আদায়কারী টিডিএস কাটার পর সরবরাহকারীকে টাকা কাটার একটি শংসাপত্র দেবেন। যদি কোনও কারণে এই শংসাপত্র পাঁচ দিনের মধ্যে না

দেওয়া যায় তবে আদায়কারীকে প্রত্যেক দিনের জন্য ১০০ টাকা হিসাবে, অনধিক ৫০০০ টাকা, হিসাবে ফি দিতে হবে।

প্র২৫: টিসিএস কী?

উ: টিসিএস হলো উৎসে আদায় করা কর (ট্যাক্স কালেকটেড অ্যাট সোর্স) যা সংশ্লিষ্ট ধারা ৪৩সি অনুযায়ী শুধুমাত্র ই-কমার্স অপারেটরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রত্যেক ই-কমার্স অপারেটর একজন সরবরাহকারীকে তাঁর প্রাপ্য মেটানোর আগে তার একটি অংশ (এর হারটি জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী পরে বিজ্ঞাপিত হবে) কেটে রাখবেন। এই কেটে রাখা অংশ সরবরাহকারীর বৈদ্যুতিন নগদ খাতায় প্রদর্শিত হবে।

প্র২৬: ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য কি ক্রেডিট কার্ডটি জিএসটিএন পোর্টাল-এ নথিবদ্ধ (রেজিস্টার) করতে হবে?

উ: হ্যাঁ। যে সরবরাহকারী ক্রেডিট কার্ড-এর মাধ্যমে ট্যাক্স জমা করতে চান তাঁকে আগে ক্রেডিট কার্ড জিএসটিএন পোর্টাল-এ নথিবদ্ধ করতে হবে। জিএসটিএন সেই ক্রেডিট কার্ডটির বৈধতা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখবে এবং তার বৈধতা ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি পেলে সেই কার্ডটি ব্যবহার করা যাবে।

৮

ইলেক্ট্রনিক কমার্স

ELECTRONIC COMMERCE

প্র১: ই-কমার্স কাকে বলে?

উ: এমজিএল ধারা ৪৩বি (ডি)-এর বয়ান অনুযায়ী ই-কমার্স মানে বৈদ্যুতিন মাধ্যম, প্রাথমিকভাবে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে পণ্য এবং/বা পরিষেবা প্রদান ও গ্রহণ, অথবা তথ্য বা পুঁজির আদানপ্রদান। ইন্টারনেট-এর উপর নির্ভরশীল কোনও অ্যাপ্লিকেশন— যেমন ই-মেল, ইন্সট্যান্ট মেসেজিং, শপিং কার্ট, ওয়েব সার্ভিসেস, ইউনির্ভাসাল ডেসক্রিপশন ডিসকভারি এবং ইন্টিগ্রেশন (UDDI), ফাইল ট্রান্সফার পোর্টাল (FTP) এবং ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ (EDI)-এর মাধ্যমে বাণিজ্য যা কিনা অনলাইন-এ পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না অথবা অপারেটর পণ্য এবং/বা পরিষেবা প্রদান করছে কি করছে না তার উপর নির্ভরশীল নয়— এই ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়; যদিও এটি সম্পূর্ণ তালিকা নয়।

প্র২: ই-কমার্স অপারেটর কে?

উ: এমজিএল ধারা ৪৩বি(ই)-র বয়ান অনুযায়ী ই-কমার্স অপারেটর এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এমন একটি বৈদ্যুতিন মঞ্চ (প্লাটফর্ম)-এর স্বত্বাধিকারী বা পরিচালনাকারী বা ব্যবস্থাপক যা ব্যবহার করে তিনি অন্য কোনও ব্যক্তিকে পণ্য এবং/বা পরিষেবা প্রদান করেন। এছাড়াও যদি অন্য কোনও ব্যক্তি বৈদ্যুতিন মাধ্যম ব্যবহার দ্বারা উপরোক্ত পণ্য ও/অথবা পরিষেবা প্রদান সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক কোনও তথ্য অথবা পরিষেবা প্রদান করেন তাহলে তাঁকেও ই-কমার্স অপারেটর রূপে গণ্য করা হবে। কিন্তু যদি কোনও ব্যক্তি নিজস্ব মালিকানাধীন কোনও পণ্য এবং/বা পরিষেবা ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে

বিক্রি করেন তবে তাঁকে ই-কমার্স অপারেটর হিসাবে গণ্য করা হবে না। যেমন অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টকে ই-কমার্স অপারেটর হিসাবে গণ্য করা হবে যেহেতু তারা প্রকৃত পণ্য সরবরাহকারীদের তাদের মঞ্চ বা মাধ্যম ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি করার অনুমতি দেয় (Market Place Model/Fulfillment Model)। কিন্তু টাইটানকে ই-কমার্স অপারেটর বলা যাবে না কারণ টাইটান নিজের ওয়েবসাইট থেকে নিজেরই পণ্য বিক্রি করে। তেমনই অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট যদি নিজস্ব কোনও পণ্য বিক্রি করে তবে সেই সব ক্ষেত্রে তাদেরও ই-কমার্স অপারেটর হিসেবে গণ্য করা যাবে না (inventory model)।

প্র৩: ই-কমার্স অপারেটরদের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহকারীদের কি রেজিস্ট্রেশন নেওয়া আবশ্যিক?

উ: এমজিএল ধারা ১৯ তৎসহ শিডিউল-৩ অনুযায়ী ই-কমার্স অপারেটরদের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহকারীদের প্রথম থেকেই রেজিস্ট্রেশন নেওয়া আবশ্যিক।

প্র৪: ই-কমার্স অপারেটরদের মাধ্যমে সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে মূল্যভিত্তিক প্রারম্ভিক সীমা (threshhold exemption) ছাড় কি প্রযোজ্য?

উ: না। ই-কমার্স অপারেটরদের মাধ্যমে সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে কোনও কর ছাড় নেই। তাঁদের সরবরাহ মূল্যনির্বিশেষে প্রথম থেকেই কর দিতে হবে।

প্র৫: এগ্রিগেটর কী?

উ: এমজিএল ধারা ৪৩বি(এ) অনুযায়ী এগ্রিগেটর এমন একজন ব্যক্তি যাঁর নিজস্ব একটি বৈদ্যুতিন মঞ্চ থাকবে এবং সেই মঞ্চ ব্যবহার করে, একটি অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপস) ও যোগাযোগ যন্ত্রের সাহায্যে, একজন সম্ভাব্য ক্রেতা সেইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবেন যাঁরা ঐ এগ্রিগেটর-এর ব্র্যান্ডনেম বা ট্রেডনেম ব্যবহার করে কোনও বিশেষ ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকেন। যেমন, ওলা ক্যাব-কে একজন এগ্রিগেটর হিসাবে গণ্য করা হবে।

প্র৬: এগ্রিগেটরকে কি জিএসটি-তে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ: হ্যাঁ। এমজিএল ধারা ১৯ তৎসহ শিডিউল-৩ অনুযায়ী এগ্রিগেটর-দের কোনও

প্রাথমিক কর ছাড় নেই। তাঁদেরকে প্রথম থেকেই রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

প্র৭: ট্যাক্স কালেকশন অ্যাট সোর্স (TCS) কী?

উ: এমজিএল ধারা ৪৩সি(১) অনুযায়ী ই-কমার্স অপারেটরদের তাঁদের মাধ্যমে ব্যবহারকারী পণ্য ও পরিষেবা প্রদানকারীদের প্রাপ্ত মূল্য হতে একটি অংশ কেটে রাখা আবশ্যিক। এই কেটে রাখা মূল্যকে ট্যাক্স কালেকশন অ্যাট সোর্স (TCS) বলা হবে।

প্র৮: ই-কমার্স অপারেটর কোন সময়/কতদিন অন্তর এই টিসিএস কেটে রাখবেন?

উ: নিম্নোক্ত দুটি সময়ের যেটি প্রথমে ঘটবে সেই সময়েই ই-কমার্স অপারেটরকে টাকা আদায়/কেটে রাখতে হবে।

১) যে মুহূর্তে মূল পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহকারীর খাতে কোনও টাকা জমা পড়বে সেই মুহূর্ত।

২) যে সময় নগদে বা অন্য কোনও উপায়ে সরবরাহকারীকে টাকা দেওয়া হবে।

প্র৯: টিসিএস-এর টাকা সরকারি খাতে ই-কমার্স অপারেটরকে কতদিনের মধ্যে জমা করতে হবে? অপারেটরকে কি কোনও রিটার্ন দিতে হবে?

উ: এমজিএল ধারা ৪৩সি(৩) অনুযায়ী ই-কমার্স অপারেটর যে মাসে টাকা আদায় করেছেন সেই মাস শেষ হওয়ার দশ দিনের মধ্যে সঠিক সরকারি খাতে জমা করবেন। এমজিএল ধারা ৪৩সি(৪) অনুযায়ী প্রত্যেক অপারেটরকে একটি হিসাব বিবৃতি দাখিল করতে হবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যাতে বিশদে তাঁর পোর্টাল ব্যবহারকারীদের থেকে আদায়কৃত সমস্ত অর্থের সব তথ্য থাকবে। এই হিসাব বিবৃতিটি আদায়কৃত মাস শেষের দশ দিনের মধ্যে দাখিল করা আবশ্যিক। এই হিসাব বিবৃতিটিতে প্রকৃত সরবরাহকারীর নাম, তাঁর সরবরাহকৃত সামগ্রীর বিশদ বিবরণ ও সরবরাহকারীর হয়ে তাঁর আদায় করা অর্থের উল্লেখ থাকবে। হিসাব বিবৃতিটির প্রকৃত ফর্ম ও তার পদ্ধতি জিএসটি বিধিতে দিয়ে দেওয়া হবে।

প্র১০: প্রকৃত সরবরাহকারীরা কীভাবে টিসিএস-এর ক্রেডিট নিতে পারবেন?

উ: অপারেটরের দ্বারা কেটে নেওয়া ও সরকারি খাতে জমা দেওয়া টাকা অপারেটরের হিসাব বিবৃতির তথ্য অনুযায়ী সরবরাহকারীর ক্যাশ লেজার-এ প্রদর্শিত হবে। সরবরাহকারী সেই টাকা তাঁর কর দেবার সময় কাজে লাগাতে পারবেন।

প্র১১: ই-কমার্স অপারেটরকে কি সরকারের কাছে কোনও তথ্য সরবরাহ করতে হবে?

উ: হ্যাঁ। এমজিএল ধারা ৪৩সি(১০) অনুযায়ী জয়েন্ট কমিশনার বা তদধিক পদমর্যাদার কোনও অধিকারিকের কাছে ই-কমার্স অপারেটরকে নিম্নোক্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে—

১) কোনও নির্দিষ্ট সময়কালে তাঁদের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পণ্য বা পরিষেবার খুঁটিনাটি;

২) সংশ্লিষ্ট অপারেটর-এর গুদামে বা ওয়্যার-হাউসে গচ্ছিত প্রকৃত সরবরাহকারীর পণ্যের স্টক, যখন কিনা অপারেটর-এর গুদাম বা ওয়্যার-হাউস প্রকৃত সরবরাহকারীর সংযোজিত ব্যবসায়িক স্থান হিসাবে রেজিস্টার্ড। অপারেটরকে আধিকারিকদের দ্বারা বিজ্ঞপ্তির (নোটিসের) পাঁচ দিনের মধ্যে উপরোক্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে অন্যথায় অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

প্র১২: ই-কমার্স অপারেটরকে কি কোনও হিসাব বিবৃতি (স্টেটমেন্ট) জমা দিতে হবে? সেই হিসাব বিবৃতিটিতে কী কী বিশদে বর্ণিত থাকবে?

উ: হ্যাঁ। ধারা ৪৩সি(৪) অনুযায়ী প্রত্যেক অপারেটর মাস শেষের দশ দিনের মধ্যে তাঁর মঞ্চ ব্যবহারকারী পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহকারীর থেকে আদায় করা টিসিএস-এর সম্পূর্ণ হিসাব বিবৃতি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করবেন। হিসাব বিবৃতিটিতে ঐ মাসে অপারেটর-এর আদায় করা টাকা ও অপারেটর-এর মাধ্যমে বিক্রি হওয়া সমস্ত পণ্য বা পরিষেবার অর্থমূল্য ও সরবরাহের বিষয়ে বিশদ বিবরণ থাকা আবশ্যক।

প্র১৩: ই-কমার্স-এ ম্যাচিং প্রোভিশন কী এবং তা কীভাবে কাজ করবে?

উ: ধারা ৪৩সি(৬) কোনও একটি বিশেষ মাসের সরবরাহ ও অর্থসংগ্রহের খুঁটিনাটি,

যা অপারেটর তাঁর বিবৃতিতে দাখিল করেছেন তা সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর ধারা ২৭ অনুযায়ী দাখিল করা ঐ মাসের বা কোনও পূর্ববর্তী মাসের বৈধ রিটার্ন-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। বহির্মুখী সরবরাহের খুঁটিনাটি, যার উপর কর সংগ্রহ করা হয়ে গেছে ও অপারেটর-এর বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যদি তার সঙ্গে সরবরাহকারীর ঘোষিত বিবরণীর খুঁটিনাটির অসংগতি ধরা পড়ে তবে তা উভয়কেই জানানো হবে।

প্র১৪: কী হবে যদি বিবরণের মধ্যে গরমিল থেকেই যায়?

উ: ধারা ৪৩সি(৮) অনুযায়ী যদি কোনও সরবরাহকারীকে তাঁর পণ্য বা পরিষেবার মূল্য-সংক্রান্ত কোনও অসঙ্গতি জানানো হয় এবং সেই সরবরাহকারী তাঁর পরবর্তী রিটার্ন-এ তা সংশোধনের জন্য কোনও পদক্ষেপ না নেন তবে সেই অসঙ্গতির কারণে উদ্ভূত করের প্রদেয় পরিমাণ তাঁকে জানানোর মাসের পরবর্তী মাসের প্রদেয় পরিমাণের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে এবং সরবরাহকারী সেই কর ও তার উপর সুদ দিতে বাধ্য থাকবেন। এই সুদের হার ধারা ৩৬-এর উপধারা১-এ নির্দেশিত থাকবে।

৯

জব-ওয়ার্ক
JOB WORK

প্র১: জব-ওয়ার্ক কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ২(৬২) আনুযায়ী 'জব-ওয়ার্ক' কথাটির অর্থ হলো কোনও ব্যক্তির দ্বারা অন্য কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির পণ্যের কোনও প্রক্রিয়া নির্বাহকরণ এবং 'জব-ওয়ার্কার' অভিব্যক্তিটির ব্যাখ্যাও একইভাবে হবে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাটির ব্যাপ্তি সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি নং ২১৪/৮৬ কেন্দ্রীয় শুল্ক, তাং ২৩.০৩.১৯৮৬-তে দেওয়া সংজ্ঞার থেকেও বেশি। ঐ বিজ্ঞপ্তির সংজ্ঞায় জব-ওয়ার্ককে উৎপাদনের সমতুল্য করে তোলার প্রচেষ্টা ছিল। অতএব, জব-ওয়ার্কের বর্তমান সংজ্ঞাতেই প্রস্তাবিত পণ্য পরিষেবা কর অনুশাসন ও কর আরোপের মূল পরিকল্পনার পরিবর্তন পরিস্ফুট।

প্র২: কোনও করযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা জব-ওয়ার্কারের কাছে প্রেরিত পণ্য কি সরবরাহ? তা কি পণ্য পরিষেবা কর আকর্ষণ করে? কেন?

উ: না, একে সরবরাহ ধরা হবে না। আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের শিডিউল-১-এর অনুচ্ছেদ ৫-এর উপধারা অনুযায়ী, কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা কোনও জব-ওয়ার্কারকে পণ্য সরবরাহ, যা ধারা ৪৩এ-তে আলোচিত হয়েছে, পণ্য সরবরাহ হিসাবে ধরা হবে না। যার অর্থ কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক জব-ওয়ার্কারকে প্রেরিত পণ্যের উপর পণ্য পরিষেবা কর প্রযোজ্য হবে না।

প্র৩: কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি কি তাঁর পণ্য জব-ওয়ার্কারকে কর প্রদান না করে

পাঠাতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ৪৩এ অনুযায়ী কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি তাঁর করযোগ্য পণ্য কোনও জব-ওয়ার্কারকে জব-ওয়ার্কের জন্যে কর প্রদান না করেই পাঠাতে পারেন। তিনি আবারও তাঁর পণ্য নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ক্রমান্বয়ে এক জব-ওয়ার্কারের থেকে অন্য জব-ওয়ার্কারের কাছেও পাঠাতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য যে, জব-ওয়ার্কের উদ্দেশ্যে পাঠানো নিষ্কর (non-taxable) পণ্য অথবা করমুক্ত (exempted) পণ্যের জন্য ধারা ৪৩এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

প্র৪: জব-ওয়ার্কারের রেজিস্টার্ড হওয়া কি আবশ্যিক?

উ: হ্যাঁ। যেহেতু জব-ওয়ার্কার একজন পরিষেবা সরবরাহকারী, যদি তাঁর মোট টার্নওভার যথাবিহিত সীমা অতিক্রম করে, তার রেজিস্ট্রেশন হওয়া প্রয়োজন।

প্র৫: মুখ্য সরবরাহকারী তাঁর পণ্য সরাসরি জব-ওয়ার্কারের প্রাঙ্গণ থেকে সরবরাহ করলে কি সেই পণ্য জব-ওয়ার্কারের টার্নওভারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে?

উ: না। তা মুখ্য সরবরাহকারীর টার্নওভারের অংশ হবে।

প্র৬: মুখ্য সরবরাহকারী কি তাঁর পণ্য তাঁর নিজস্ব প্রাঙ্গণে না এনে, জব-ওয়ার্কারের প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি সরবরাহ করতে পারেন?

উ: হ্যাঁ, কিন্তু নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে —

মুখ্য সরবরাহকারীকে জব-ওয়ার্কারের প্রাঙ্গণকে তাঁর ব্যবসার অতিরিক্ত স্থান হিসাবে ঘোষণা করতে হবে, বা জব-ওয়ার্কারকে একজন রেজিস্টার্ড ব্যক্তি হতে হবে, বা সেই পণ্যকে বিজ্ঞাপিত (notified) পণ্য করতে হবে।

প্র৭: কোন পরিস্থিতিতে মুখ্য সরবরাহকারী তাঁর পণ্য সরাসরি জব-ওয়ার্কারের প্রাঙ্গণ থেকে সরবরাহ করতে পারেন?

উ: মুখ্য সরবরাহকারী জব-ওয়ার্কারের প্রাঙ্গণকে নিজের ব্যবসার অতিরিক্ত স্থান হিসাবে ঘোষণা না করে দুরকম পরিস্থিতিতে নিজের পণ্য জব-ওয়ার্কারের প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি সরবরাহ করতে পারেন। যথা, জব-ওয়ার্কার যখন একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি

অথবা যখন মুখ্য সরবরাহকারী তাঁর এমন কোনও পণ্যের সরবরাহে নিয়োজিত যা এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত করা হবে।

প্র৮: জব-ওয়ার্কারের কাছে পাঠানো ইনপুট/ক্যাপিটাল পণ্যের ওপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (Input tax credit) নেওয়ার বিষয়ে আইন কী?

উ: পণ্য পরিষেবা আইনে জব-ওয়ার্কের জন্য পাঠানো ইনপুট/ক্যাপিটাল পণ্যের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে ধারা ১৬এ-তে বলা হয়েছে। এই বিধান অনুযায়ী ইনপুট বা ক্যাপিটাল পণ্যের উপর দেওয়া কর নিম্নলিখিতভাবে ক্রেডিট নেওয়া যেতে পারে—

মুখ্য সরবরাহকারীকে জব-ওয়ার্কারের কাছে পাঠানো পণ্যের উপর ক্রেডিট নিতে গেলে, সেই পণ্যকে জব-ওয়ার্কের জন্য পাঠানোর দিন থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ জব-ওয়ার্ক করিয়ে ফেরত আনতে হবে। ইনপুট সরাসরি জব-ওয়ার্কারের কাছে পাঠালে, দিনগণনা হবে সেই ইনপুট জব-ওয়ার্কারের প্রাপ্তির দিন থেকে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইনপুট ফিরে না পাওয়া যায় তবে সেই ইনপুটের উপর নেওয়া ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের সমান মূল্য সুদ সমেত প্রদান করতে হবে। পরবর্তীকালে ইনপুট ফিরে এলে পুনরায় ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া যেতে পারে।

প্র৯: জব-ওয়ার্কের উপর এইসব নিয়মকানুন কি সব ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

উ: না। যখন শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য প্রেরণ করতে উদ্যত হন তখনই জব-ওয়ার্ক সম্পর্কিত বিধান প্রযোজ্য হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এই আইন করমুক্ত অথবা নিষ্কর পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় অথবা যখন প্রেরক কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি নন তখনও প্রযোজ্য নয়।

১০

ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট
INPUT TAX CREDIT

প্র১: ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ২(৫৭) এবং সংহত পণ্য পরিষেবা কর (আইজিএসটি) আইনের ধারা ২(১)(ডি)-ত 'ইনপুট ট্যাক্স' সংজ্ঞায়িত হয়েছে। একজন করযোগ্য ব্যক্তি সংক্রান্ত ইনপুট ট্যাক্সের অর্থ এই যে সিজিএসটি আইন অনুযায়ী {আইজিএসটি ও সিজিএসটি} এবং এসজিএসটি আইন অনুযায়ী {আইজিএসটি ও এসজিএসটি} তাঁর সরবরাহ পাওয়া পণ্য এবং/অথবা পরিষেবার উপর আরোপ করা হয়েছে এবং এই পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা তাঁর ব্যবসার স্বার্থে বা ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও ধারা ৭(৩) অনুযায়ী প্রদেয় করও ইনপুট ট্যাক্সের অন্তর্ভুক্ত।

আইজিএসটি আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনও সরবরাহ পাওয়া পণ্য ও পরিষেবার উপর আরোপিত সংহত পণ্য পরিষেবা কর (আইজিএসটি), কেন্দ্রীয় পণ্য পরিষেবা কর (সিজিএসটি) অথবা রাজ্য পণ্য পরিষেবা কর (এসজিএসটি)-কে ইনপুট ট্যাক্স বলে।

প্র২: সিজিএসটি, এসজিএসটি এবং আইজিএসটি আইন অনুযায়ী 'ইনপুট ট্যাক্স'-এর বিভিন্ন সংজ্ঞার নিহিতার্থ কী?

উ: এতে বোঝায় যে সিজিএসটি আইন অনুযায়ী আইজিএসটি এবং সিজিএসটি হলো ইনপুট ট্যাক্স, এসজিএসটি আইন অনুযায়ী আইজিএসটি এবং এসজিএসটি হলো ইনপুট ট্যাক্স। আইজিএসটি আইন অনুযায়ী আইজিএসটি, সিজিএসটি এবং এসজিএসটি হলো

ইনপুট ট্যাক্স। এতে আরও বোঝায় যে এই তিন ধরনের কর-এ জমা আমানতই (ক্রেডিট) প্রদেয় আইজিএসটি করের দায় পালনের জন্য ব্যবহার করা যায়। সিজিএসটি আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র আইজিএসটি এবং সিজিএসটি-র ক্রেডিট পাওয়া যায় এবং এসজিএসটি আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র আইজিএসটি এবং এসজিএসটি-র ক্রেডিট পাওয়া যায়। আবারও, সিজিএসটি ও এসজিএসটি-র পাওয়া ক্রেডিট একে অপরের দায় মেটানোর জন্য ব্যবহার করা যায় না।

প্র৩: বিপরীত আরোপ (Reverse charge)-এ জমা দেওয়া পণ্য পরিষেবা কর কি ইনপুট ট্যাক্স হিসাবে বিবেচিত হয়?

উ: হ্যাঁ। ইনপুট ট্যাক্সের সংজ্ঞা অনুযায়ী ধারা ৭(৩)-এর অধীনে বিপরীত আরোপে প্রদেয় কর ইনপুট ট্যাক্সের অন্তর্ভুক্ত। যদি এই পণ্য বা পরিষেবা ব্যবসার স্বার্থে বা ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত হয় বা সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, তাহলে এই সব ক্ষেত্রে এই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ভোগ করা যাবে।

প্র৪: ইনপুট পণ্য, ইনপুট পরিষেবা বা ক্যাপিটাল পণ্যের উপর দেওয়া সিজিএসটি/ আইজিএসটি/ এসজিএসটি কি ইনপুট করের অন্তর্ভুক্ত?

উ: হ্যাঁ, যথাক্রমে আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ২(৫৪), ২(৫৫) এবং ২(২০) অনুযায়ী। এটা উল্লেখ্য যে ক্যাপিটাল পণ্যের উপর দেওয়া করও এক কিস্তিতে ক্রেডিট নেওয়ার জন্য অনুমোদিত।

প্র৫: যে ব্যক্তি আইন অনুযায়ী তাঁর রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার নির্ধারিত দিনের ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছেন তাঁর ক্ষেত্রে আইটিসি-র ভোগ-অধিকার (entitlement) কী হবে (ধারা ১৬(২))?

উ: সেই ব্যক্তি এই আইনের বিধান অনুযায়ী যেদিন কর প্রদান করার জন্য আইনত দায়বদ্ধ, তার আগের দিনে তাঁর স্টকে মজুত সকল ইনপুট এবং মজুত সকল সমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত পণ্যের মধ্যে অবস্থিত ইনপুটের উপর ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার অধিকারী। এক্ষেত্রে এটা উল্লেখ্য যে যদি সেই ব্যক্তি যেদিন রেজিস্টার্ড হওয়ার জন্য আইনত দায়বদ্ধ তার ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্টার্ড না হন, সেক্ষেত্রে তিনি রেজিস্টার্ড হওয়ার আগের সময়ের মজুত স্টকের মধ্যে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না।

প্র৬: এক ব্যাক্তির কর প্রদেয় ১লা আগস্ট, ২০১৭ থেকে এবং তিনি রেজিস্টার্ড হচ্ছেন ১৫ই আগস্ট, ২০১৭; কবে থেকে সেই ব্যক্তি তাঁর ইনপুটের মজুত স্টকের ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন?

উ: ৩১ জুলাই, ২০১৭।

প্র৭: যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রেজিস্টার্ড হয়েছেন, তাঁর মজুত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার যোগ্যতা কী?

উ: পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(২এ) অনুযায়ী যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রেজিস্টার্ড হয়েছেন, তিনি তাঁর রেজিস্টার্ড হওয়ার ঠিক আগের দিনে তাঁর স্টকে মজুত ইনপুট, তাঁর সমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত পণ্যের মধ্যে অবস্থিত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার অধিকারী।

প্র৮: যখন কোনও করযোগ্য ব্যক্তি তাঁর প্রাপ্ত পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা করযোগ্য ও করমুক্ত দুই প্রকার সরবরাহের জন্যই ব্যবহার করেন সেই রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট প্রাপ্য?

উ: পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(৬) অনুযায়ী, রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি শুধুমাত্র করযোগ্য সরবরাহের সঙ্গে সংযুক্ত (attributable) পণ্য এবং/অথবা পরিষেবার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের যোগ্য। এই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের যোগ্যতার পরিমাণ আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(৭) এবং তার সাথে জিএসটি আইটিসি বিধিতে (যা এখনও প্রকাশিত হয়নি) বলা পদ্ধতি অনুযায়ী গণনা করা হবে। এটা উল্লেখ্য যে ক্যাপিটাল পণ্যের উপর ক্রেডিটও সমানুপাতিক হারে এখন অনুমোদিত হবে।

প্র৯: যখন করযোগ্য ব্যক্তি প্রাপ্ত পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা ব্যবসায়িক এবং অ-ব্যবসায়িক সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, সেই রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট লভ্য?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(৫) অনুযায়ী রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি শুধুমাত্র ব্যবসার উদ্দেশ্যে করা সরবরাহের উপর সঙ্গে সংযুক্ত পণ্য এবং/অথবা পরিষেবার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট করতে পারেন। এই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের যোগ্যতার পরিমাণ আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(৭) এবং তার সাথে জিএসটি

আইটিসি বিধিতে (যা এখনও প্রকাশিত হয়নি) বলা পদ্ধতি অনুযায়ী গণনা করা হবে। এটা উল্লেখ্য যে ক্যাপিটাল পণ্যের উপর ক্রেডিটও সমানুপাতিক হারে এখন অনুমোদিত হবে।

প্র১০: যখন কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটে, তাঁর ইনপুট ট্যাক্সের যোগ্যতা কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(৮) অনুযায়ী, যদি সাংগঠনিক পরিবর্তনের সময় দায় হস্তান্তরের নির্দিষ্ট বিধান থাকে, তাহলে হস্তান্তরকারী (transferor) তাঁর জমা খরচের খতিয়ানে (books of accounts) অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের আমানত গ্রহণকারীকে (transferee) হস্তান্তর করতে সক্ষম হবেন।

প্র১১: যখন কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির সরবরাহ করা পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত (exempted) হয়ে যায়, তাঁর ইনপুট ট্যাক্সের যোগ্যতা কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(১২) অনুযায়ী যখন কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির সরবরাহ করা পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা সম্পূর্ণ করমুক্ত হয়ে যায়, সেই ব্যক্তি এইরকম করমুক্তির ঠিক আগের দিন তাঁর স্টকে মজুত সকল ইনপুট এবং মজুত সকল সমাপ্ত ও অর্ধ-সমাপ্ত পণ্যের মধ্যে অবস্থিত ইনপুটের উপর কর-এর সমান মূল্য প্রদান করবেন। এটাও বলা হয়েছে যে ঐ পণ্যের উপর এই মূল্য দেওয়ার পরে তাঁর বৈদ্যুতিন জমার খতিয়ানে (Electronic credit ledger) লভ্য অবশিষ্ট আমানত তামাদি হবে। প্রদেয় মূল্যের গণনা করা হবে আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(১৩)-এর GAAP (সাধারণভাবে চালু হিসাব পদ্ধতি) অনুযায়ী।

প্র১২: যখন করযোগ্য ব্যক্তি, যিনি ধারা ৭ অনুযায়ী কর প্রদান করছেন, ধারা ৮ অনুযায়ী যৌগিক বা মিশ্র পদ্ধতিতে (কম্পাউন্ডিং স্কিম) কর প্রদান বেছে নেন, তখন ইনপুট ট্যাক্সের যোগ্যতা কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(১২) অনুযায়ী যখন কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি, যিনি ধারা ৭ অনুযায়ী কর প্রদান করছেন, ধারা ৮ অনুযায়ী মিশ্র পদ্ধতিতে কর প্রদান করা বেছে নেন, তখন তিনি তাঁর এরকম পট পরিবর্তনের ঠিক আগের দিনে স্টকে মজুত ইনপুট এবং সমাপ্ত অথবা অর্ধ-সমাপ্ত পণ্যের মধ্যে অবস্থিত

ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করবেন। এটা আরও উল্লেখ্য যে এইরকম পণ্যের উপর এইরকম মূল্য দেওয়ার পর ঐ ব্যক্তির বৈদ্যুতিন জমা খতিয়ানে (electronic credit ledger) যদি কোনও অবশিষ্টাংশ থাকে তা তামাদি হবে। প্রয়োজনীয় প্রদেয় মূল্যের পরিমাণ গণনা ধারা ১৬(১৩)-এর GAAT অনুযায়ী হবে।

প্র১৩: কোন ব্যাপারি (ডিলার) যিনি যৌগিক ভিত্তিতে (compounding basis) কর দিচ্ছেন, যৌগিক সীমা (compounding threshold) অতিক্রম করে তিনি যদি একজন নিয়মিত করযোগ্য ব্যক্তি হয়ে ওঠেন, তবে কি তিনি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবেন? যদি পারেন তবে কবে থেকে?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(৩) অনুযায়ী সেই ব্যক্তির যে দিন থেকে ধারা ৭ অনুযায়ী কর প্রদেয়, তিনি তার ঠিক আগের দিন তাঁর মজুত স্টকে অবস্থিত ইনপুট এবং তাঁর সমাপ্ত অথবা অর্ধ-সমাপ্ত পণ্যের মধ্যে অবস্থিত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবেন।

প্র১৪: শ্রীযুক্ত বি একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি, ৩০শে জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত মিশ্র হারে (composition rate) কর প্রদান করছিলেন, তারপর ৩১শে জুলাই ২০১৭ থেকে শ্রীযুক্ত বি নিয়মিত পদ্ধতিতে কর দানের জন্য দায়বদ্ধ হলেন। তিনি কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের যোগ্য?

উ: শ্রীযুক্ত বি ৩০শে জুলাই ২০১৭ তাঁর স্টকে মজুত ইনপুট এবং অর্ধ-সমাপ্ত অথবা সমাপ্ত পণ্যের অবস্থিত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার যোগ্য।

প্র১৫: শ্রীযুক্ত 'এ' স্বেচ্ছায় রেজিস্টার্ড (ভলান্টারি রেজিস্ট্রেশন) হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ৫ই জুন ২০১৭ এবং ২২শে জুন ২০১৭ তিনি রেজিস্টার্ড হলেন। শ্রীযুক্ত 'এ' কবে থেকে নিজের স্টকে মজুত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারেন?

উ: শ্রীযুক্ত 'এ' ২১শে জুন ২০১৭-তে তাঁর স্টকে মজুত ইনপুট এবং তাঁর অর্ধ-সমাপ্ত অথবা সমাপ্ত পণ্যের মধ্যে অবস্থিত ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার উপযুক্ত।

প্র১৬: একজন করযোগ্য ব্যক্তি কখন তাঁকে সরবরাহ করা পণ্য এবং/অথবা পরিষেবার উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ধারা ১৬-এর উপধারা (২), (২এ) অথবা (৩) অনুযায়ী জমা নেওয়ার অধিকারী নন?

উ: পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(৪) অনুযায়ী এইরূপ সরবরাহের ট্যাক্স ইনভয়েস-এর তারিখের এক বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে সেই ব্যক্তি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারেন না।

প্র১৭: মুখ্য সরবরাহকারী কি জব-ওয়ার্কারের কাছে জব-ওয়ার্কের জন্য পাঠানো ইনপুটের উপর ট্যাক্স ক্রেডিট নেবার যোগ্য?

উ: হ্যাঁ, পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬এ(২) অনুযায়ী মুখ্য সরবরাহকারী জব-ওয়ার্কারের কাছে জব-ওয়ার্কের জন্য পাঠানো ইনপুটের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেবার যোগ্য।

প্র১৮: মুখ্য সরবরাহকারী কতদিনের মধ্যে জব-ওয়ার্কের জন্য তাঁর পাঠানো ইনপুট ফেরত পেতে পারেন ?

উ: ১৮০ দিন।

প্র১৯: যে ইনপুট জব-ওয়ার্কারের থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে ফেরত আসেনি, মুখ্য সরবরাহকারীকে কি তার উপর নেওয়া ইনপুট ক্রেডিট ফিরিয়ে দিতে হবে?

উ: হ্যাঁ, যে ইনপুট জব-ওয়ার্কারের থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে ফেরত আসেনি, মুখ্য সরবরাহকারীকে তার উপর নেওয়া ইনপুট ক্রেডিট সুদ সমেত ফিরিয়ে দিতে হবে, কিন্তু পরবর্তীকালে ইনপুট ফিরে এলে তিনি আবার ইনপুট ক্রেডিট নিতে পারবেন।

প্র২০: ইনপুট ক্রেডিট নেওয়ার নিমিত্ত করযোগ্য সরবরাহের গণনার জন্য নিম্নলিখিত সরবরাহের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়—

ক) শূন্য হারে (জিরো রেটেড) সরবরাহ;
খ) করমুক্ত সরবরাহ;
গ) উভয়ই?

উ: শূন্য হারে সরবরাহ।

প্র২১: কত দিনের মধ্যে জব-ওয়ার্কের জন্য পাঠানো ক্যাপিটাল পণ্য মুখ্য সরবরাহকারীর কাছে ফেরত আসতে হবে?

উ: দুই বছর।

প্র২২: যদি জব ওয়ার্কের জন্য পাঠানো ক্যাপিটাল পণ্য পাঠানোর দিন থেকে দুই বছরের মধ্যে ফিরে না আসে, মুখ্য সরবরাহকারীর করণীয় কী?

উ: মুখ্য সরবরাহকারীকে এই ক্যাপিটাল পণ্যের উপর নেওয়া ক্রেডিটের সমপরিমাণ মূল্য সুদ সমেত প্রদান করতে হবে। কিন্তু আসার পরে তিনি আবার ক্রেডিট নিতে পারেন।

প্র২৩: তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) ব্যবসায় নিযুক্ত একজন করযোগ্য ব্যক্তি তাঁর নির্বাহী পরিচালকদের ব্যবহারের জন্য একটি মোটরযান কিনলেন। তিনি কি তাঁর ক্রয় করা এই মোটরযানটি সম্বন্ধীয় পণ্য পরিষেবা কর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসাবে ভোগ করতে পারবেন?

উ: না। আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(৯)(এ) অনুযায়ী যদি করযোগ্য ব্যক্তি শুধুমাত্র যাত্রী বা পণ্য পরিবহন ব্যবসা অথবা মোটরযানের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবসায় রত থাকেন তাহলেই তিনি এই মোটরযান সম্বন্ধীয় পণ্য পরিষেবা কর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসাবে ভোগ করতে পারবেন।

প্র২৪: যখন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি আয়কর আইন ১৯৬১ অনুযায়ী তাঁর ক্যাপিটাল পণ্যের মূল্যের করের অংশের (Tax Component) উপরে মূল্যহ্রাস (depreciation) দাবি করেন, তখন তিনি কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(১০) অনুযায়ী সেই করের অংশের ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সেই ব্যক্তি নিতে পারেন না।

প্র২৫: ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(১১) অনুযায়ী, নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রযোজ্য—

ক) রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির জিম্মায় সরবরাহকারীর দেওয়া (ইস্যু করা) কর প্রদায়ী নথি থাকতে হবে;

খ) করযোগ্য ব্যক্তি অবশ্যই পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা গ্রহণ করেছেন;

গ) এই সরবরাহের উপর প্রদেয় কর প্রকৃতপক্ষেই সরকারের কাছে, নগদে অথবা ইনপুট করের ক্রেডিট ব্যবহার করে, জমা পড়েছে।;

ঘ) করযোগ্য ব্যক্তিকে ধারা ২৭ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

প্র২৬: যখন কোনও ইনভয়েসের পণ্য বহু ভাগে বা দফায় পাওয়া যায়, রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি কেমনভাবে তাঁর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের অধিকারী হবেন?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(১১)-র অনুবিধি (provision) অনুযায়ী রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি পণ্যের শেষ দফা গ্রহণের পরেই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারী।

প্র২৭: যখন পণ্য কোনও করযোগ্য ব্যক্তির বদলে অন্য কোনও ব্যক্তিকে পৌঁছে দেওয়া হবে ("বিল এক ব্যক্তিকে" এবং "পণ্য পৌঁছে দেওয়া হয় অন্য ব্যক্তিকে" এই অবস্থায়)-কে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(১১)-র ব্যাখ্যা অনুযায়ী পণ্য যখন কোনও করযোগ্য ব্যক্তির নির্দেশ অনুসারে কোনও তৃতীয় ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হয়েছে, পণ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে এটা মনে করা হবে যে সেই করযোগ্য ব্যক্তিই পণ্য গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, যাঁর আদেশে পণ্য তৃতীয় ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হয়েছে, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট তাঁর প্রাপ্য।

প্র২৮: ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার সময়সীমা কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা করের ধারা ১৬(১৫) অনুযায়ী, ইনভয়েস প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী আর্থিক বছরের সেপ্টেম্বর মাস অথবা বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করার দিন, যেটাই আগে হবে, তার থেকে একমাস পরে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া যাবে না। এই সীমাবদ্ধতার অন্তর্নিহিত যুক্তি হলো, ইনভয়েস প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী বছরের সেপ্টেম্বর মাসের পর রিটার্নে কোনও পরিবর্তন অনুমোদিত নয়। যদি বার্ষিক রিটার্ন

সেপ্টেম্বর মাসের আগেই দাখিল করা হয়ে থাকে, তাহলে রিটার্ন দাখিল করার পরে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না।

প্র২৯: ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অনুমোদিত নয়, এইরকম কি কোনও নেগেটিভ লিস্ট আছে?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(৯)-তে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের গ্রাহ্যতা সম্বন্ধীয় নেগেটিভ লিস্টের উল্লেখ আছে, এটা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে নিম্নলিখিত সামগ্রীর উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া যাবে না।

ক) মোটরযান। ব্যতিক্রম— যখন এই মোটরযান ব্যবসার স্বাভাবিক পথে (usual course of business) সরবরাহ করা হয় অথবা নিম্নলিখিত পরিষেবা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়—
   ১) যাত্রী পরিবহন, বা
   ২) পণ্য পরিবহন, বা
   ৩) মোটরযান চালনার প্রশিক্ষণ দান;

খ) খাদ্য এবং পানীয় সম্বন্ধীয় পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা প্রদান, আউটডোর ক্যাটারিং, বিউটি ট্রিটমেন্ট, স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রসাধনী এবং প্লাস্টিক সার্জারি, ক্লাবের সদস্য হওয়া, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র, জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা এবং অবকাশরত কর্মচারীদের ভ্রমণের সুবিধা, যখন এই পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা কোনও কর্মচারীর প্রধানত ব্যক্তিগত ব্যবহার বা উপভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়;

গ) যখন কোনও মুখ্য সরবরাহকারী ওয়ার্কস কনট্রাক্ট সম্পাদন করেন এবং এই কন্ট্রাক্টের শেষে, কারখানা এবং যন্ত্রপাতি ব্যতীত, এক স্থাবর সম্পত্তির সৃষ্টি হয়, তখন সেই মুখ্য সরবরাহকারীর দ্বারা লব্ধ (acquired) পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা;

ঘ) যখন কোনও মুখ্য সরবরাহকারী কোনও পণ্য অর্জন করে তা কোনও স্থাবর সম্পত্তির নির্মাণে ব্যবহার করে এবং এই সম্পত্তি যখন কোনও কারখানা বা যন্ত্রপাতি নয় এবং যখন সেই পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না (পণ্য হিসাবে বা অন্য কোনও অর্থে);

ঙ) যে পণ্য এবং/অথবা পরিষেবার উপর ধারা ৮ অনুযায়ী কর প্রদান করা হয়েছে; এবং

চ) ব্যক্তিগত ব্যবহার ও উপভোগের জন্য যে পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা যতটা ব্যবহার করা হয়েছে।

প্র৩০: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ২৯ অনুযায়ী যখন কোনও গ্রহীতার দাখিল করা প্রাপকের অন্তর্মুখী বর্ণনার (inward detail) সাথে সরবরাহকারীর দাখিল করা বৈধ রিটার্নে দাতার বহির্মুখী বর্ণনা (outward detail) মিলে যাবে তখনই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিশ্চিত করা হবে। অন্যথায় কী হবে?

উ: প্রাপকের অন্তর্মুখী বর্ণনার সাথে দাতার বহির্মুখী বর্ণনার অমিল হলে, সরবরাহকারীকে দুই মাসের মধ্যে এই অমিল শোধরাতে হবে এবং যদি এই অমিল অব্যাহত থাকে, প্রাপককে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বাতিল করতে হবে।

প্র৩১: কোনও করযোগ্য ব্যক্তি যে ক্যাপিটাল পণ্যের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিয়েছেন তা যদি সরবরাহ করেন, তার করের উপর কী প্রভাব পড়বে?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(১৫) অনুযায়ী যদি কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি তাঁর ক্যাপিটাল পণ্য যার উপর তিনি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিয়েছেন, সরবরাহ করেন তাহলে তিনি সেই ক্যাপিটাল পণ্যের উপর নেওয়া ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটকে শতকরা হিসাবে কমিয়ে (যা নির্দিষ্ট করা হবে) অথবা সেই ক্যাপিটাল পণ্যের বিনিময় মূল্যের (transaction value) উপর প্রযোজ্য কর, এই দুইয়ের মধ্যে অধিক মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করবেন।

প্র৩২: ভুলক্রমে নেওয়া ক্রেডিট পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ১৬(১৬) অনুযায়ী, রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির থেকে পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ৫১ অনুযায়ী ভুলক্রমে নেওয়া ক্রেডিট পুনরুদ্ধার করা হবে।

জিএসটি-তে ইনপুট পরিষেবা বণ্টনকারীর ধারণা
CONCEPT OF INPUT SERVICE DISTRIBUTOR IN GST

প্র১: আইএসডি (ISD) কী?

উ: ধারা ২(৫৬) অনুযায়ী আইএসডি হলো পণ্য/পরিষেবা বণ্টনকারীর একটি দপ্তর যেখানে ধারা ২৩ অনুযায়ী ইস্যু করা ট্যাক্স ইনভয়েস সংগৃহীত হয় এবং যেখান থেকে ঐ ট্যাক্স ইনভয়েসে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদান করা ট্যাক্স একই PAN সম্বলিত ঐ পণ্য/পরিষেবা বণ্টনকারীর অন্যান্য দপ্তরে সিজিএসটি (রাজ্য আইনে এসজিএসটি) ক্রেডিট এবং/অথবা আইজিএসটি ক্রেডিট হিসাবে বণ্টন করা হয়। ক্রেডিট বণ্টনের সাপেক্ষে আইএসডি একজন পরিষেবা বণ্টনকারী রূপে পরিগণিত হয় (deemed supplier of service)।

প্র২: আইএসডি (ISD) হিসাবে রেজিস্টার্ড হওয়ার শর্তগুলি কী?

উ: শিডিউল-৩-এর ধারা ১৯, তৎসহ অনুচ্ছেদ ৫(৭) অনুযায়ী আইএসডি-র একজন পরিগণিত পরিষেবা বণ্টনকারী রূপে (as a Deemed Supplier of Services) রেজিস্ট্রেশন নেওয়া আবশ্যিক। রেজিস্ট্রেশন সম্বন্ধিত প্রারম্ভিক সীমা আইএসডি-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বর্তমান পরিষেবা কর আইন অনুযায়ী গ্রহীত আইএসডি রেজিস্ট্রেশন জিএসটি আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য থাকবে না। জিএসটি ব্যবস্থায় আইএসডি হিসাবে কাজ করতে হলে সমস্ত বর্তমান আইএসডি-কে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে।

প্র৩: ক্রেডিট বণ্টনের শর্ত/বিধিনিষেধগুলি কী?

উ: ক) ট্যাক্স ইনভয়েস অথবা আইনে উল্লেখিত অন্য কোনও নথি-র মাধ্যমে ক্রেডিট বণ্টন করতে হবে;

খ) বণ্টিত ক্রেডিট কখনই প্রাপ্য ক্রেডিট-এর বেশি হবে না;
গ) ক্রেডিট সেই সরবরাহকারীকেই দেওয়া যাবে যাঁর কাছে সংশ্লিষ্ট পরিষেবা লভ্য (attributed) হয়েছে;
ঘ) যে পরিষেবা একের বেশি সরবরাহকারীর কাছে লভ্য হয়েছে তার ক্রেডিট সেই সমস্ত সরবরাহকারীর পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের টার্নওভার-এর সমানুপাতে বণ্টন করতে হবে।

প্র৪: আইএসডি-কে কি রিটার্ন দাখিল করতে হবে?

উ: হ্যাঁ। ধারা ২৭(৬) অনুযায়ী, আইএসডি-কে পরবর্তী মাসের ১৩ তারিখের মধ্যে জিএসটিআর-৬ অনুযায়ী মাসিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

প্র৫: কোনও কোম্পানির কি একাধিক আইএসডি থাকতে পারে?

উ: হ্যাঁ। একটি কোম্পানির বিভিন্ন অফিস, যেমন মার্কেটিং বিভাগ, নিরাপত্তা বিভাগ ইত্যাদি আলাদা-আলাদা আইএসডি-র জন্য আবেদন করতে পারে।

প্র৬: আইএসডি-র মাধ্যমে ভুলভাবে বা অধিক বণ্টিত ক্রেডিট উদ্ধারের আইনি ধারাগুলি কী?

উ: ধারা ১৮(১) এবং ১৮(২) নির্দিষ্ট করে দেয় যে, হয় ধারা ৫১ অনুযায়ী বণ্টিত ক্রেডিট-এর উপভোক্তা অথবা আইএসডি-র বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ (initiate) করার মাধ্যমে ভুলভাবে বা অধিক বণ্টিত ক্রেডিট উদ্ধার করা যায়।

প্র৭: আইএসডি কি সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি ক্রেডিট হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত ইউনিটগুলিতে বন্টন করতে পারে?

উ: হ্যাঁ। ধারা ১৭(১) অনুযায়ী আইএসডি, সিজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত ইউনিটগুলি-তে বণ্টন করতে পারে।

প্র৮: আইএসডি কি এসজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি ক্রেডিট হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত ইউনিটগুলি-তে বণ্টন করতে পারে?

উ: হ্যাঁ। ধারা ১৭(২) অনুযায়ী আইএসডি, এসজিএসটি ক্রেডিট-কে আইজিএসটি ক্রেডিট হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত ইউনিটগুলি-তে বণ্টন করতে পারে।

প্র৯: আইএসডি কি সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট-কে সিজিএসটি ক্রেডিট হিসাবে বণ্টন করতে পারে?

উ: হ্যাঁ। আইএসডি, সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট-কে সিজিএসটি ক্রেডিট হিসাবে একই রাজ্যে অবস্থিত ইউনিটগুলি-তে বণ্টন করতে পারে।

প্র১০: এসজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট কি এসজিএসটি ক্রেডিট হিসাবে বণ্টিত হতে পারে?

উ: হ্যাঁ। আইএসডি, এসজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট একই রাজ্যে অবস্থিত ইউনিটগুলিতে বণ্টন করতে পারে।

প্র১১: আইএসডি-র মাধ্যমে ক্রেডিট বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলি (documents) কী?

উ: ক্রেডিট বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি। আইনানুযায়ী শুধুমাত্র নির্দিষ্ট নথির মাধ্যমেই ক্রেডিট বণ্টন সম্ভব।

প্র১২: আইএসডি-র বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কীভাবে সাধারণ ক্রেডিট (common credit) বণ্টন করতে হবে?

উ: সমস্ত ইউনিট ব্যবহার করেছে এরকম সাধারণ ক্রেডিট, যে ইউনিটে ক্রেডিট বণ্টন করা হবে তার টার্নওভার এবং সমস্ত ইউনিটের সর্বমোট টার্নওভারের আনুপাতিক ভিত্তিতে (pro rata basis) বণ্টন করতে হবে।

প্র১৩: আইএসডি সিজিএসটি এবং আইজিএসটি ক্রেডিট রাজ্যের বাইরের গ্রহীতাকে বণ্টন করতে পারে _____ হিসাবে।

ক) আইজিএসটি
খ) সিজিএসটি
গ) এসজিএসটি

উ: ক) আইজিএসটি।

প্র১৪: আইএসডি সিজিএসটি ক্রেডিট রাজ্যের ভিতর বণ্টন করতে পারে _____ হিসাবে।

ক) আইজিএসটি
খ) সিজিএসটি
গ) এসজিএসটি
ঘ) উপরের যে কোনও উপায়ে

উ: খ) সিজিএসটি।

প্র১৫: যে ইনপুট পরিষেবা একের বেশি সরবরাহকারী ব্যবহার করেছেন তার ট্যাক্স ক্রেডিট _____

ক) যে সমস্ত সরবরাহকারী ঐ ইনপুট পরিষেবা ব্যবহার করেছেন তাঁদের টার্নওভারের আনুপাতিক ভিত্তিতে (pro rata basis) বণ্টিত হবে।
খ) সমস্ত সরবরাহকারীর মধ্যে সমপরিমাণে বণ্টিত হবে।
গ) মাত্র একজন সরবরাহকারীকে বণ্টন করা যাবে।
ঘ) বণ্টন করা যাবে না।

উ: ক) যে সমস্ত সরবরাহকারী ঐ ইনপুট পরিষেবা ব্যবহার করেছেন তাঁদের টার্নওভারের আনুপাতিক ভিত্তিতে (pro rata basis) বণ্টিত হবে।

প্র১৬: অতিরিক্ত বণ্টিত ক্রেডিট কি উদ্ধার করার যেতে পারে?

উ: হ্যাঁ। ডিপার্টমেন্ট অতিরিক্ত বণ্টিত ক্রেডিট সুদসহ আইএসডি-র কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারে।

প্র১৭: আইনের ধারা ভঙ্গ করে ক্রেডিট বণ্টনের পরিণতি (consequences) কী?

উ: আইনের ধারা ভঙ্গ করে বণ্টন করা ক্রেডিট, যাকে সেই ক্রেডিট বণ্টন করা হয়েছে সেই ইউনিট থেকে সুদসহ আদায় করা যেতে পারে।

রিটার্ন পদ্ধতি ও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের ম্যাচিং
Return Process and Matching of Input Tax Credit

প্র১: রিটার্ন-এর উদ্দেশ্য কী?

উ: রিটার্ন-এর উদ্দেশ্য—

ক) কর প্রশাসনকে (Tax Administration) তথ্য প্রদান/হস্তান্তরিত করার মাধ্যম;
খ) কর প্রশাসন কর্তৃক আইন আনুগত্যের (compliance) যাচাই;
গ) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে করদাতার নির্দিষ্ট সময়ের কর-দায়বদ্ধতা-এর চূড়ান্তকরণ; একটি নির্দিষ্ট সময়ের কর-দায়বদ্ধতা ঘোষণা করা;
ঘ) নীতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য (ইনপুট) প্রদান সংগ্রহ;
ঙ) কর প্রশাসন কর্তৃক অডিট এবং করফাঁকিরোধ কর্মসূচির পরিচালনা।

প্র২: জিএসটি ব্যবস্থায় কাদের রিটার্ন দাখিল করা জরুরি?

উ: প্রত্যেক রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি যিনি কর প্রদানের প্রারম্ভিক সীমা (threshold limit) অতিক্রম করেছেন—

সর্বমোট (Aggregate) টার্নওভার ৯ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে একজন সরবরাহকারীকে রেজিস্টার্ড হতে হবে। কিন্তু তিনি তখনই করযোগ্য ব্যক্তি হবেন যখন তাঁর টার্নওভার ১০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করবে। সুতরাং, তাঁকে তখনই রিটার্ন দাখিল করতে হবে যখন তিনি ১০ লক্ষের প্রারম্ভিক সীমা অতিক্রম করবেন।

অন্যান্য কোনও কোনও শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও রেজিস্টার্ড হওয়ার এবং রিটার্ন দাখিল করার প্রয়োজন আছে, যেমন আন্তঃরাজ্য সরবরাহকারীদের, TDS Deductor-দের,

ই-কমার্স অপারেটরদের, যাঁরা ই-কমার্স অপারেটরদের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করেন তাঁদের ইত্যাদি। [শিডিউল-৩ এবং রেজিস্ট্রেশন অধ্যায়ের ৬ নং প্রশ্ন/উত্তর দ্রষ্টব্য]।

প্র৩: রিটার্ন-এ কী ধরনের বহির্মুখী সরবরাহের খুঁটিনাটি দাখিল করতে হবে?

উ: একজন সাধারণ রেজিস্টার্ড করদাতাকে একটি নির্দিষ্ট মাসে করা বিভিন্ন বহির্মুখী সরবরাহের খুঁটিনাটি জিএসটিআর-১-এ দাখিল করতে হবে, যেমন রেজিস্টার্ড ব্যক্তিদের করা বহির্মুখী সরবরাহ, রেজিস্টার্ড নয় এমন ব্যক্তিদের (উপভোক্তাদের) করা বহির্মুখী সরবরাহ, ক্রেডিট/ডেবিট নোটের সম্পূর্ণ বিবরণ, শূন্য হার, করমুক্ত এবং জিএসটি নয় এমন সরবরাহ, রপ্তানি এবং ভবিষ্যৎ সরবরাহের জন্য গৃহীত অগ্রিম।

প্র৪: জিএসটিআর-১-এর সঙ্গে কি ইনভয়েসের-এর স্ক্যান করা প্রতিলিপি আপলোড করতে হবে?

উ: না। শুধুমাত্র ইনভয়েসের-এর কিছু প্রস্তাবিত (prescribed) ক্ষেত্রের তথ্য আপলোড করতে হবে।

প্র৫: সমস্ত ইনভয়েস-ই কি আপলোড করতে হবে?

উ: না। এটা নির্ভর করছে সরবরাহ বি-টু-বি বা বি-টু-সি এবং অন্তঃরাজ্য (intra-state) বা আন্তঃরাজ্য (intra-state) তার উপর।

বি-টু-বি সরবরাহের জন্য, সরবরাহ অন্তঃরাজ্য হোক বা আন্তঃরাজ্য, সমস্ত ইনভয়েস আপলোড করতে হবে। কারণ, যেহেতু গ্রহীতা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেবেন, ইনভয়েসের ম্যাচিং জরুরি।

বি-টু-সি সরবরাহের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আপলোডিং জরুরি নাও হতে পারে, যেহেতু গ্রহীতা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেবেন না। যদিও গন্তব্যভিত্তিক নীতি প্রয়োগ করার জন্য ২.৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের আন্তঃরাজ্য বি-টু-বি সরবরাহের ইনভয়েস আপলোড করতে হবে।

২.৫ লক্ষের কম মূল্যের আন্তঃরাজ্য ইনভয়েস এবং সমস্ত অন্তঃরাজ্য ইনভয়েস-এর জন্য রাজ্যভিত্তিক বিবরণ যথেষ্ট।

প্র৬: ইনভয়েস-এর প্রতিটি আইটেমের বিবরণ কি আপলোড করতে হবে?

উ: না। প্রকৃতপক্ষে বিবরণ আপলোড করার কোনও প্রয়োজন নেই। পণ্য সরবরাহের

ক্ষেত্রে এইচএসএন কোড এবং পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং কোড আপলোড করতে হবে। ন্যূনতম কতগুলি অঙ্ক একজন রিটার্ন দাখিলকারীকে আপলোড করতে হবে তা নির্ভর করবে তাঁর পূর্ববর্তী বছরের টার্নওভার-এর উপর।

প্র৭: প্রতিটি বিনিময়ের মূল্য কি আপলোড করতে হবে? কোনও বিবেচনা (consideration) ছাড়া বিনিময়ের ক্ষেত্রে কী হবে?

উ: হ্যাঁ, শুধুমাত্র মূল্য নয়, করযোগ্য মূল্যও ফীড করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটো আলাদা হতে পারে। যেক্ষেত্রে কোনও বিবেচনা নেই কিন্তু শিডিউল-১ অনুযায়ী সরবরাহ হয়েছে, সেক্ষেত্রে করযোগ্য মূল্য আপলোড করতে হবে।

প্র৮: একজন গ্রহীতা কি তাঁর জিএসটিআর-২-তে সেই তথ্য আপলোড করতে পারেন যা তাঁর সরবরাহকারী ফীড করতে ভুলে গেছে?

উ: হ্যাঁ, একজন গ্রহীতা নিজেই সেই ইনভয়েসগুলো ফীড করতে পারেন যেগুলো তাঁর সরবরাহকারী আপলোড করেননি। এই সমস্ত ইনভয়েস-এর ক্রেডিট তাঁকে ম্যাচিং-এর সাপেক্ষে আপাতত (provisionally) দেওয়া যেতে পারে। ম্যাচিং-এর পর যদি সরবরাহকারী ইনভয়েস আপলোড না করেন তাহলে সরবরাহকারী ও গ্রহীতা দুজনকেই তা জানানো হবে। কিন্তু যদি দুপক্ষকে জানানোর পরেও গরমিল (mismatch) থেকে যায়, তাহলে প্রোভিসনাল ক্রেডিট ফিরিয়ে (reverse) দিতে হবে।

প্র৯: করযোগ্য ব্যক্তিকে জিএসটিআর-২-তে কি কিছু ফীড করতে হবে, না কি সবকিছু জিএসটিআর-১ থেকে অটো পপুলেটেড হবে, অর্থাৎ নিজে নিজেই ভর্তি হয়ে যাবে?

উ: যদিও জিএসটিআর-২-এর বড় অংশ অটো পপুলেটেড হবে, কিছু তথ্য কেবল গ্রহীতাই পূর্ণ করতে পারেন, যেমন আমদানির তথ্য, রেজিস্টার্ড নয় এমন বা কম্পোজিশন সরবরাহকারীর থেকে ক্রয়ের তথ্য এবং ছাড়প্রাপ্ত /নন্-জিএসটি/নিল-জিএসটি সরবরাহের তথ্য ইত্যাদি।

প্র১০: ইনভয়েস যদি না ম্যাচ করে তাহলে কী হবে? ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দেওয়া হবে কি না? যদি না দেওয়া হয় সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

উ: যদি জিএসটিআর-২-এর ইনভয়েস অপর পক্ষের জিএসটিআর-১-র ইনভয়েসের সাথে ম্যাচ না করে এবং যদি উভয়পক্ষকে জানানোর পরেও গরমিল শোধরানো না হয়, তাহলে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট রিভার্স করা হবে। গরমিল হওয়ার দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত, এটা গ্রহীতার ভুল; সেক্ষেত্রে আর কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভব যে সরবরাহকারী ইনভয়েস ইস্যু করেছেন কিন্তু তিনি সেটা আপলোড করেননি বা তার ট্যাক্স দেননি। সেক্ষেত্রে, সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে কর আদায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংক্ষেপে, যখন সরবরাহকারী সরবরাহ করেছেন কিন্তু ট্যাক্স দেননি এরকম সমস্ত গরমিলের ক্ষেত্রেই আইনি পদ্ধতি শুরু হবে।

প্র১১: যদি সরবরাহকারী পরবর্তীকালে ভুল বুঝতে পারেন এবং তথ্য ফীড করেন তখন রিভার্স করা আইটিসি-র বিষয়ে আইনগত অবস্থান কী হবে?

উ: পরবর্তী আর্থিক বর্ষের সেপ্টেম্বর-এর আগে যে কোনও সময় সরবরাহকারী তাঁর সেই মাসের জিএসটিআর-৩-এ (যে মাসে তিনি ইনভয়েস আপলোড করেছিলেন) এই সমস্ত মিসিং ইনভয়েস আপলোড করতে এবং তার কর এবং সুদ প্রদান করতে পারেন। গ্রহীতা আইটিসি রিভার্স করার সময় যে সুদ প্রদান করেছিলেন, সেটাও তখন গ্রহীতাকে জিএসটিএন-এর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

প্র১২: জিএসটিআর-২-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?

উ: জিএসটিআর-২-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে একজন গ্রহীতার প্রাপ্ত সরবরাহের সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহকারীর জিএসটিআর-১-এ দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অটো পপুলেটেড হয়ে যাবে।

প্র১৩: বাতিল হয়ে যাওয়া ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পুনরায় প্রাপ্ত হতে পারে কি?

উ: রিভার্স হওয়ার পরে কিন্তু পরবর্তী আর্থিকবর্ষের সেপ্টেম্বর-এর আগে যে কোনও সময় যদি সরবরাহকারী ইনভয়েস আপলোড করে দেন তবে আগের রিভার্স করা ক্রেডিট, রিভার্সালের সময় দেওয়া সুদ সমেত পুনরায় প্রাপ্ত হবে।

প্র১৪: কম্পোজিশন স্কিম-এর করদাতাদেরও কি জিএসটিআর-১ এবং জিএসটিআর-২ দাখিল করা প্রয়োজন?

উ: না। কম্পোজিশন স্কিম-এর করদাতাদের বহির্মুখী/অন্তর্মুখী সরবরাহের স্টেটমেন্ট দাখিল করার প্রয়োজন নেই। প্রতি ত্রৈমাসিকের শেষে, প্রথম মাসের মধ্যে তাঁদের জিএসটিআর-৪ ফর্ম-এ একটি ত্রৈমাসিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে। যেহেতু তাঁরা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য উপযুক্ত নন, তাঁদের জন্য জিএসটিআর-২-এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই এবং যেহেতু তাঁরা তাঁদের গ্রহীতাদের কোনও ক্রেডিট পাস অন করেন না, তাঁদের জন্য জিএসটিআর-১-এরও কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাঁদের রিটার্ন-এ তাঁরা ঘোষণা করবেন তাঁদের বহির্মুখী সরবরাহের সার তথ্য এবং তার সাথে করদানের বিশদ। তাঁরা তাঁদের সমস্ত ক্রয়ের বিশদ (যার বেশির ভাগ অটো পপুলেটেড থাকবে) ত্রৈমাসিক রিটার্নেই দাখিল করবেন।

প্র১৫: ইনপুট সার্ভিস ডিস্ট্রিবিউটর (আইএসডি) কি তাঁর রিটার্ন–এর সাথে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী সরবরাহের জন্য আলাদা আলাদা বিবৃতি দাখিল করবেন?

উ: না। আইএসডি শুধুমাত্র জিএসটিআর-৬-এ রিটার্ন দাখিল করবেন এবং সেই রিটার্ন-এ পরিষেবা দাতাদের থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট-এর সম্পূর্ণ বিবরণ এবং নিজের সাবসিডিয়ারি-দের বিতরণ করা ক্রেডিট-এর সম্পূর্ণ বিবরণ থাকবে। যেহেতু রিটার্নে এই বিষয়গুলি উল্লিখিত থাকবে, আলাদা করে অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী সরবরাহের বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্র১৬: করদাতা কিভাবে তাঁর উৎসে কেটে রাখা কর-এর (tax deducted at source) ক্রেডিট পাবেন? ক্রেডিট পাওয়ার জন্য কি তাঁকে ডিডাক্টরের কাছ থেকে সংগ্রহ করা টিডিএস শংসাপত্র দাখিল করতে হবে?

উ: জিএসটি-র অধীনে, ডিডাক্টর তাঁর রিটার্ন জিএসটিআর-৭-এ (যেটা তিনি যে মাসে কর কেটে রেখেছেন তার পরের মাসে জমা করবেন), ডিডাক্টী পিছু সমস্ত ডিডাকশনের সম্পূর্ণ বিবরণ দাখিল করবেন। ডিডাক্টর-এর আপলোড করা ডিডাকশনের বিবরণ ডিডাক্টী-র জিএসটিআর-২-এ অটো পপুলেটেড হয়ে যাবে। তাঁর হয়ে করা কর ডিডাকশনের ক্রেডিট পাওয়ার জন্য করদাতাকে তাঁর জিএসটিআর-২-তে এই খুঁটিনাটিগুলি সমর্থন করবে (confirm the details)। এই ক্রেডিট পাওয়ার জন্য তাঁকে বাস্তব বা বৈদ্যুতিন রূপে কোনও শংসাপত্র পেশ করতে হবে না। শংসাপত্রটি কেবলমাত্র করদাতার নথি হিসাবে রেখে দেওয়ার জন্য এবং এটা common portal থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

প্র১৭: বার্ষিক রিটার্ন কাদের দাখিল করতে হবে?

উ: অনিয়মিত করদাতা এবং কম্পোজিশন স্কিম-এর করদাতা ছাড়া সকল করদাতা যাঁরা জিএসটিআর-১ থেকে জিএসটিআর-৩ রিটার্ন দাখিল করেছেন তাঁদের সকলকে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে। অনিয়মিত করদাতা, অনাবাসী করদাতা, আইএসডি এবং উৎসে কর কেটে নিতে সক্ষম ব্যক্তি—এঁদের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে না।

প্র১৮: বার্ষিক রিটার্ন আর ফাইনাল রিটার্ন কি একই?

উ: না। প্রত্যেক রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি, যিনি স্বাভাবিক বা সমঝোতা (কম্পাউন্ডিং) করদাতা হিসাবে কর দিচ্ছেন, তাঁদের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে। যে সমস্ত রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য আবেদন করেছেন শুধুমাত্র তাঁদেরই ফাইনাল রিটার্ন দিতে হবে। বাতিলের দিন বা বাতিল হবার আদেশের দিনের তিন মাসের মধ্যে ফাইনাল রিটার্ন দিতে হবে।

প্র১৯: রিটার্ন দাখিল করার পর যদি কোনও পরিবর্তন করতে হয় তাহলে কীভাবে রিটার্ন পরিবর্তন (revise) করা যাবে?

উ: জিএসটি-তে রিটার্ন যেহেতু ব্যক্তিগত বিনিময়ের বিশদ থেকে তৈরি হয় সেহেতু কোনও রিভাইজড রিটার্নের প্রয়োজনীয়তা নেই। রিটার্ন পরিবর্তন করার দরকার তখনই হতে পারে যখন একটি ইনভয়েসের বা ডেবিট/ক্রেডিট নোটের গুচ্ছ পরিবর্তন করতে হয়। ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া রিটার্ন পরিবর্তন করার বদলে সিস্টেম সেই বিনিময়গুলির (ইনভয়েস বা ডেবিট/ক্রেডিট নোট) খুঁটিনাটি বদল করার অনুমতি প্রদান করবে যেগুলি সংশোধন (amend) করা প্রয়োজন। যে কোনও পরবর্তী জিএসটিআর১/২-তে, যে সারণীগুলি আগের ঘোষণা করা বিবরণ সংশোধন (details amend) করার জন্য রাখা হয়েছে, সেখানে এই সংশোধন করা যেতে পারে।

প্র২০: করদাতা কীভাবে রিটার্ন দাখিল করবেন?

উ: করদাতাদের কাছে স্টেটমেন্ট এবং রিটার্ন দাখিল করার নানা উপায় থাকবে।

প্রথমত, তাঁরা common portal-এ সরাসরি অনলাইন তাঁদের স্টেটমেন্ট এবং রিটার্ন দাখিল করতে পারেন, যদিও এই পদ্ধতি বিশাল সংখ্যক ইনভয়েস-এর করদাতাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ, সময়সাপেক্ষ এবং একঘেয়ে হতে পারে। এই সমস্ত করদাতাদের জন্য

একটি অফলাইন ইউটিলিটি তৈরি করা হবে যেটা অটো পপুলেটেড তথ্যাদি ডাউনলোড করে একটা অফলাইন বিবৃতি প্রস্তুত করতে এবং সেটা common portal-এ আপলোড করতে সাহায্য করবে। জিএসটিএন একটি জিএসটি সুবিধাদাতাদের (GSP) ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে, যা common portal-এর সঙ্গে সংহত হবে।

প্র২১: জিএসটি-র অধীনে নির্ঝঞ্ঝাট আইন আনুগত্যের জন্য একজন অধ্যবসায়ী করদাতা কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

উ: জিএসটি-র একটি প্রধান বিষয় হলো পরের মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বহির্মুখী সরবরাহের বিবরণ জিএসটিআর-১-এ আপলোড করা। এটা সবচেয়ে ভালোভাবে নিশ্চিত করা নির্ভর করছে করদাতা কতগুলি বি-টু-বি ইনভয়েস ইস্যু করেছেন তার উপর। যদি সংখ্যাটা ছোট হয় তাহলে করদাতা একবারেই সমস্ত তথ্য আপলোড করতে পারেন। যদি ইনভয়েসের সংখ্যা বেশি হয় তাহলে ইনভয়েস অথবা ডেবিট/ক্রেডিট নোট নিয়মিত আপলোড করতে হবে। জিএসটিএন প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে নিয়মিত ইনভয়েস আপলোড করার সুযোগ দেবে। যতদিন না স্টেটমেন্ট প্রকৃতপক্ষে জমা দেওয়া হচ্ছে, জিএসটিএন ব্যবস্থা করদাতাকে আপলোড করা ইনভয়েস পরিমার্জন করার সুযোগও দেবে। সেজন্য, নিয়মিত ইনভয়েস আপলোড করাই করদাতদের কাছে সুবিধাজনক হবে। শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা আপলোডিং পদ্ধতিকে কঠিন করবে এবং তাতে ব্যর্থতা ও ভ্রান্তির সম্ভাবনাও থেকে যাবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এটা নিশ্চিত করা যাতে করদাতা তাঁর অন্তর্মুখী সরবরাহের ইনভয়েস যা তাঁর সরবরাহকারী ইস্যু করেছে, তার আপলোডিং-এর ব্যাপারে ঠিকভাবে খোঁজখবর নেন। এটা নিশ্চিত করবে যাতে করদাতার প্রাপ্য ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কোনও সমস্যা বা বিলম্ব ছাড়া লভ্য হতে পারে।

সরবরাহকারীরা যাতে নির্ধারিত দিনে বা তার কাছাকাছি সময়ের বদলে নিয়মিত ভিত্তিতে ইনভয়েস আপলোড করেন সেই ব্যাপারে গ্রহীতারা তাঁদের উৎসাহিত করতে পারেন।

সিস্টেম গ্রহীতাদের এটাও দেখতে দেবে যে সরবরাহকারীরা তাঁদের ইনভয়েসগুলি আপলোড করেছেন কি না।

জিএসটিএন ব্যবস্থা করদাতার আইন আনুগত্যমাত্রার অতীত ইতিহাস (track record) সরবরাহ করবে।

জিএসটি-র Common portal সারা ভারতের তথ্যরাশি এক জায়গায় এনে দেবে যা করদাতার জন্য মূল্যবান হবে।

নিয়মিত ইনভয়েস আপলোডিং-এর পদ্ধতি যতদূর সম্ভব সহজ করার চেষ্টা করা

হচ্ছে এবং আশা করা হচ্ছে এ বিষয়ে একটি যথাযথভাবে সক্ষম ইকোসিস্টেম গড়ে উঠবে।

সহজ এবং নির্ঝঞ্ঝাট জিএসটি আনুগত্যের জন্য করদাতাদের উচিত এই ইকোসিস্টেমকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

প্র২২: করদাতার নিজের রিটার্ন নিজেই দাখিল করা কি বাধ্যতামূলক?

উ: না, একজন রেজিস্টার্ড করদাতা ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য প্রশাসন স্বীকৃত কোনও ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুতকারীর মাধ্যমেও তাঁর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন।

প্র২৩: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করার পরিণতি (consequences) কী?

উ: প্রস্তাবিত তারিখের পর রিটার্ন দাখিল করলে একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য দিনপিছু ১০০ টাকা হিসাবে লেট ফি দিতে হবে, যার সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ৫ হাজার টাকা।

১৩

কর নির্ধারণ এবং অডিট
ASSESSMENT & AUDIT

প্র১: এই আইনে প্রদেয় কর নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি কে?

উ: এই আইনে সরকারের কাছে রেজিস্টার্ড সকলে (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) প্রতিটি কর সময়ের (tax period) প্রদেয় কর নিজেরাই নির্ধারণ করবেন, তারপর ধারা ২৭ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করবেন।

প্র২: আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনে গ্রহীতা দ্বারা ফেরত পাঠানো পণ্যের কর সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থার কথা বলা আছে কি?

উ: হ্যাঁ। আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ৪৪-এর ব্যাখ্যায় এইরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা বলা আছে। এতে বলা আছে যে গ্রহীতা যদি প্রাপ্ত পণ্য ইনভয়েসের তারিখের ছয় মাসের মধ্যে সরবরাহকারীকে ফেরত দেন সেক্ষেত্রে এই সরবরাহের জন্য করের পরিমাণ আগত পণ্যের উপর আগে যে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া হয়েছিল তার সমপরিমাণ হবে। এই ব্যাখ্যা আসলে নিশ্চিত করেছে যে, যদি গ্রহীতা সরবরাহকারীকে প্রকৃত সরবরাহ তারিখের ছয় মাসের মধ্যে প্রাপ্ত পণ্য ফেরত দেন তাহলে ওই ফেরত পণ্যের জন্যে তাঁর করের হার প্রকৃত সরবরাহের সময়ের করের সমপরিমাণ হবে।

যদি গ্রহীতা সরবরাহকারীকে প্রকৃত সরবরাহের জন্য ইনভয়েসে লেখা তারিখের ছয় মাস অতিক্রান্ত হবার পর প্রাপ্ত পণ্য ফেরত দেন তাহলে তাঁকে ঐ ফেরত পাঠানোর দিনে প্রযোজ্য হারে কর দিতে হবে।

প্র৩: 'ক' 'খ'-কে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে পণ্য পাঠিয়েছিলেন। সেই পণ্য 'খ' ২০১৭-এর জুন মাসে 'ক'-কে ফেরত পাঠান। 'ক' তাঁর পণ্যের উপর ১৮ শতাংশ হারে কর ধার্য করেছিলেন। ২০১৭-এর মে মাসে করের হার সংশোধিত হয়ে ১৮.৫ শতাংশ হয়। 'খ'-এর 'ক'-কে ফেরত দেওয়া পণ্যের উপর কী হারে কর ধার্য হবে?

উ: ১৮ শতাংশ।

প্র৪: কখন একজন করদাতা অস্থায়ী ভিত্তিতে (on the basis of provisional assessment) কর দিতে পারবেন?

উ: একজন করদাতাকে স্ব-নির্ধারণের (self assessment) ভিত্তিতে কর দিতে হয়। বিশেষ কারণে যদি অস্থায়ী ভিত্তিতে (Provisional basis) করদাতাকে কর দিতে হয় সেক্ষেত্রে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর দেওয়ার আবেদন করদাতার কাছ থেকেই আসতে হবে এবং ঐ আবেদনে উপযুক্ত আধিকারিকের অনুমতি লাগবে। অর্থাৎ কোনও শুল্ক আধিকারিক নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনও করদাতাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর দেওয়ার আদেশ দিতে পারবেন না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ধারা হলো আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ৪৪এ। কেবলমাত্র উপযুক্ত আধিকারিক এই মর্মে আদেশ জারি করে অনুমতি দিলে তবেই এই অস্থায়ী ভিত্তিতে কর দেওয়া যাবে। এর জন্য করদাতাকে লিখিতভাবে উপযুক্ত আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে হবে এবং ঐ আবেদনপত্রে তিনি কেন অস্থায়ী ভিত্তিতে কর দিতে চান তার কারণ বিশদে লেখা থাকতে হবে। আর, এই আবেদন কেবলমাত্র তখনই করা যাবে যখন—

ক) করদাতা, তাঁরই সরবরাহ করা পণ্য বা পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হবেন।

খ) করদাতা তাঁর দেওয়া পণ্য বা পরিষেবার উপর করের হার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হবেন।

এক্ষেত্রে করদাতাকে নির্দিষ্ট ফর্মে উপযুক্ত আধিকারিকের মতানুসারে সঠিক surety অথবা security সহ অঙ্গীকারপত্র (বন্ড) জমা দিতে হবে।

প্র৫: সর্বোচ্চ কতদিনের মধ্যে চূড়ান্ত মূল্যায়ন (ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট) করতে হবে?

উ: যে তারিখে উপযুক্ত আধিকারিক করদাতাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারিত কর জমা দেওয়ার আদেশ প্রদান করবেন তার ছয় মাসের মধ্যে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে।

তবে যদি করদাতা যথেষ্ট কারণ দর্শান এবং সেই কারণ বা যুক্তিগুলি লিখিতভাবে

নথিভুক্ত করেন, তখন ওই ছয় মাসের সময়সীমাকে নিম্নলিখিত আধিকারিকদের দ্বারা আরও বর্ধিত করা যেতে পারে—

ক) যুগ্ম/অতিরিক্ত কমিশনার এই সময়সীমাকে সর্বোচ্চ আরও ছয় মাস পর্যন্ত বাড়াতে পারেন, এবং

খ) কমিশনার যতদিন ঠিক মনে করেন ততদিন পর্যন্ত এই সময়সীমাকে আরও বাড়াতে পারেন।

প্র৬: যেখানে চূড়ান্ত মূল্যায়নে নির্ধারিত করের পরিমাণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারিত করের থেকে বেশি হবে সেখানে কি করদাতা সুদ দিতে বাধ্য থাকবেন?

উ: হ্যাঁ। যেদিন কর দেওয়ার কথা সেইদিন থেকে করদাতা যেদিন দিয়েছেন সেইদিন পর্যন্ত সময়কালের জন্য সুদ দিতে হবে।

প্র৭: আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ৪৫-এ দাখিল করা রিটার্নে যদি বৈষম্য (ডিসক্রিপেন্সি) লক্ষিত হয় এবং করদাতা যদি তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা জমা না দেন তবে একজন কর আধিকারিক কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন?

উ: করদাতাকে জানানোর ৩০ দিনের (সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সময় বাড়াতে পারেন) মধ্যে যদি করদাতা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দেন অথবা বৈষম্যগুলি মেনে নেওয়ার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে করদাতা যদি সংশোধনী প্রক্রিয়া (কারেক্টিভ অ্যাকশন) না নেন, তবে উপযুক্ত আধিকারিক নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন—

ক) ধারা ৪৯ অনুযায়ী অর্থনৈতিক নথিপত্রের অডিট পদ্ধতি নিতে পারেন।

খ) ধারা ৫০ অনুযায়ী এই বিষয়ে কমিশনার দ্বারা মনোনীত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়ে বিশেষ অডিট করাতে পারেন।

গ) ধারা ৬০ অনুযায়ী পরিদর্শন, তল্লাশি ও আটক করানো যেতে পারে।

ঘ) ধারা ৫১ অনুযায়ী কর নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন।

প্র৮: ধারা ৪৬-এ মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করবার আগে করদাতাকে উপযুক্ত আধিকারিকের কারণ দর্শাবার নোটিস দেওয়ার দরকার আছে কি?

উ: যেহেতু এই পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট বিচারবোধ প্রয়োগের মাধ্যমে কর মূল্যায়নের (best judgement assessment-এর) সাথে সম্পর্কিত তাই এক্ষেত্রে করদাতাকে লিখিত

নোটিস দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্র৯: যদি কোনও করদাতা ধারা ২৭ অথবা ধারা ৩১ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হন তবে কর আধিকারিকের কাছে আইনমাফিক কী পথ আছে?

উ: প্রথমে উপযুক্ত আধিকারিক রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ করদাতাকে আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ৩২ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ রিটার্ন দাখিল করার জন্য নোটিস দেবেন। করদাতাকে এক্ষেত্রে আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ৪৬ অনুযায়ী ন্যূনতম ১৫ দিন সময় দিতে হবে। যদি করদাতা ঐ সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হন তখন উপযুক্ত আধিকারিক তাঁর আয়ত্তাধীন যাবতীয় সংশ্লিষ্ট নথিপত্র দেখে সর্বোৎকৃষ্ট বিচারবোধ প্রয়োগ করে ঐ করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। এই ক্ষমতা আইনের ৪৬ ধারায় দেওয়া আছে।

প্র১০: আইনের ৪৬ ধারা অনুযায়ী দেওয়া সর্বোৎকৃষ্ট বিচারবোধ প্রয়োগ করে জারি করা কোনও আদেশ কোন পরিস্থিতিতে রদ করা যেতে পারে?

উ: উপযুক্ত আধিকারিকের সর্বোৎকৃষ্ট বিচারবোধ প্রয়োগ করে জারি করা কোনও আদেশ হাতে পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যদি করদাতা খেলাপ হওয়া সময়ের বৈধ রিটার্ন দাখিল করে দেন (অর্থাৎ রিটার্ন জমা করেন ও নিজের মূল্যায়ন করা কর দিয়ে দেন) তাহলে ঐ আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রদ হয়ে যাবে।

প্র১১: ধারা ৪৬ এবং ধারা ৪৭ অনুযায়ী আদেশ জারি করার সময়সীমা কী?

উ: ধারা ৪৬ এবং ধারা ৪৭ অনুযায়ী বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করার নির্ধারিত দিন থেকে তিন অথবা পাঁচ বছর সময়সীমার মধ্যে মূল্যায়ন করার আদেশ জারি করতে হবে।

প্র১২: আইনত কর দিতে বাধ্য ব্যক্তি যদি সরকারের কাছে রেজিস্টার্ড না হয় তবে আইনগত কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ৪৭-এ বলা আছে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত আধিকারিক ঐ প্রাসঙ্গিক কর সময়ের (relevant tax period) করের পরিমাণ মূল্যায়ন করতে পারেন এবং ঐ নির্দিষ্ট কর সময়ের (tax period) জন্য তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট

বিচারবোধ প্রয়োগ করে আদেশ জারি করতে পারেন। তবে, যে আর্থিক বছরে এই কর না দেওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে সেই বছরের বার্ষিক রিটার্ন জমা করার নির্ধারিত দিনের পাঁচ বছরের মধ্যেই এরকম আদেশ জারি করা যাবে।

প্র১৩: কোন পরিপ্রেক্ষিতে একজন শুল্ক আধিকারিক দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার (Summary Assessment) সূচনা (initiate) করবেন?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ৪৮ অনুযায়ী সরকারি কর সুরক্ষার স্বার্থে (to protect the interest of revenue) দ্রুত কর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার (Summary Assessment Order) সূচনা তখনই করা যেতে পারে, যখন—

ক) উপযুক্ত আধিকারিকের কাছে প্রমাণ থাকবে যে এই আইন অনুযায়ী একজন করদাতার উপর কর প্রদানের দায় বর্তেছে, এবং

খ) উপযুক্ত আধিকারিকের যখন এই বিশ্বাস হবে যে কর নির্ধারণের আদেশ জারি করতে বিলম্ব হলে রাজস্বের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়বে।

এইরকম আদেশ কেবলমাত্র অতিরিক্ত/যুগ্ম (Additional/Joint) কমিশনারের অনুমতির পরেই দেওয়া যাবে।

প্র১৪: আপিল দ্বারা সুরাহা ব্যতীত দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আদেশের বিরুদ্ধে করদাতার কাছে অন্য কোনও উপায় আছে কী?

উ: যাঁর বিরুদ্ধে এইরকম দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আদেশ জারি হয়েছে তিনি ঐ আদেশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনারের কাছে এইরকম আদেশ তুলে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারেন। যদি ঐ আধিকারিক ঐরকম জারি করা আদেশকে ভুল মনে করেন তবে তিনি তা তুলে নিতে (withdraw) পারেন এবং উপযুক্ত আধিকারিককে ধারা ৫১ অনুযায়ী কর নির্ধারণ করতে বলতে পারেন। অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার নিজের থেকেও এরকম আদেশ দিতে পারেন যদি তিনি জারি করা দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আদেশটি ভুল বা ত্রুটিযুক্ত মনে করেন (ধারা ৪৮)।

প্র১৫: দ্রুত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার আদেশ কি কর প্রদেয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেই জারি করতে হবে?

উ: না। ক্ষেত্রবিশেষে, যেমন পণ্যের পরিবহন চলাকালীন অথবা গুদামজাত অবস্থায়

যখন ঐ পণ্যের ক্ষেত্রে কোনও করদাতা নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না, তখন যে ব্যক্তির দায়িত্বে ঐ পণ্য থাকবে তাঁকেই কর প্রদেয় ব্যক্তি হিসাবে ধরা হবে এবং কর নির্ধারণ করা হবে (ধারা ৪৮)।

প্র১৬: করদাতার অডিট কে করতে পারেন?

উ: আদর্শ পণ্য ও পরিষেবা আইনের ধারা ৪৯ অনুযায়ী কমিশনার দ্বারা অনুমোদিত যে কোনও আধিকারিক করদাতার অডিট করতে পারেন। কতদিন অন্তর এবং কীভাবে এই অডিট করা হবে তা পরবর্তীকালে জানানো হবে।

প্র১৭: এইরকম অডিটের আগে করদাতাকে কোনও আগাম বার্তা (prior intimation) দেওয়ার দরকার আছে কি?

উ: হ্যাঁ। করদাতাকে অডিটের অন্তত ১৫ দিন আগে জানাতে হবে।

প্র১৮: কতদিনের মধ্যে এই অডিটের কাজ শেষ করতে হবে?

উ: অডিট শুরু করার পর তিন মাস সময়ের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে অথবা কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে এই কাজ পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে সমাধা করতে হবে।

প্র১৯: 'অডিট শুরু করা' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

উ: 'অডিট শুরু করা' এই অভিব্যক্তি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা অডিট করার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে অডিট শুরু করার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে। 'অডিট শুরু করা' বলতে বোঝায় নিচের দুটি দিনের মধ্যের পরবর্তী দিনটি—

ক) যেদিন চাওয়া বা কাঙ্ক্ষিত নথিপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে সুলভ হবে, অথবা
খ) যেদিন করদাতার ব্যবসার জায়গায় অডিটের কাজ শুরু হবে।

প্র২০: হিসাব পরীক্ষার লিখিত নোটিস পাওয়ার পর করদাতাকে কী কী করতে হবে?

উ: করদাতাকে—

ক) কর্তৃপক্ষের চাওয়া বা কাঙ্ক্ষিত নথিপত্রের (accounts/ records) সত্যতা যাচাইয়ের কাজটির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং
খ) অডিটের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করতে হবে, এবং
গ) সময়মতো অডিট সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

প্র২১: অডিটের কাজ সমাধা হওয়ার পর উপযুক্ত আধিকারিকের করণীয় কী?

উ: উপযুক্ত আধিকারিক বিলম্ব না করে অডিটের ফলাফল ও তার কারণ করদাতাকে জানাবেন। এই সব ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে করদাতার কী কী অধিকার আর দায়িত্ব আছে তাও তিনি করদাতাকে জানাবেন।

প্র২২: কোন পরিস্থিতিতে বিশেষ অডিট (স্পেশাল অডিট) করা যায়?

উ: খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রেই বিশেষ অডিট করা যায়— যেমন, কোনও পরীক্ষায় (স্ক্রুটিনি) বা তদন্তে বা আর কোনওভাবে দেখা গেল যে ঘটনাটি জটিল অথবা সংশ্লিষ্ট রাজস্বের পরিমাণ বিপুল—তখন বিশেষ অডিট করা যেতে পারে। এর ক্ষমতা আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৫০-এ দেওয়া আছে।

প্র২৩: কে বিশেষ অডিটের নোটিস দিতে পারে?

উ: কেবলমাত্র কমিশনারের আগাম অনুমতি নিয়ে Assistant/ Deputy Commissioner এই বিষয়ে লিখিত নোটিস জারি করতে পারেন।

প্র২৪: এই বিশেষ অডিট কে করতে পারে?

উ: কমিশনার মনোনীত একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা একজন কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট এই বিশেষ অডিট করতে পারেন।

প্র২৫: এই অডিটের রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা কী?

উ: অডিটরকে ৯০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা করতে হবে অথবা বর্ধিত পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে।

প্র২৬: বিশেষ অডিটের খরচ কে বহন করবে?

উ: নথিপত্র দেখা এবং অডিটের জন্য অডিটরকে প্রদেয় পারিশ্রমিক বিভাগের তরফ থেকে কমিশনার নির্ধারণ করবেন এবং পারিশ্রমিক প্রদান করবেন।

প্র২৭: বিশেষ অডিট শেষ হবার পর কর কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নেবেন?

উ: বিশেষ অডিটের ফলাফল বা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৫১ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

১৪

রিফান্ড

REFUNDS

প্র১: রিফান্ড কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ৩৮-এ রিফান্ড-এর বিষয়ে বিশদে বলা আছে। "রিফান্ড" মানে পণ্য এবং/ অথবা পরিষেবা করের রিফান্ড যা কিনা ভারতের বাইরে রপ্তানি করা হয়েছে, বা ভারতের বাইরে রপ্তানি হয়েছে এমন পণ্য এবং/অথবা পরিষেবাতে ব্যবহৃত হয়েছে এমন ইনপুট বা ইনপুট সার্ভিস-এ প্রদত্ত কর-এর রিফান্ড, বা সরবরাহ করা পণ্য যা কিনা deemed export বলে ধরা হচ্ছে তার উপর কর-এর রিফান্ড, বা ধারা ৩৮(২) অনুযায়ী অব্যবহৃত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি)-এর রিফান্ড।

প্র২: অব্যবহৃত আইটিসি কি রিফান্ড দেওয়া যাবে?

উ: হ্যাঁ, তবে কেবলমাত্র ধারা ৩৮-এর উপধারা (২) অনুযায়ী নিম্নে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী—

১) রপ্তানি করা পণ্য যার উপর রপ্তানি কর প্রদেয় নয়।
২) রপ্তানি করা পরিষেবা।
৩) যেখানে আউটপুট ট্যাক্স-এর থেকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এ কর-এর হার বেশি হবার জন্য আইটিসি জমা হয়ে গেছে।

প্র৩: যেখানে রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর রপ্তানি কর প্রযোজ্য সেখানে কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট রিফান্ড দেওয়া যাবে?

উ: না। ধারা ৩৮(২) অনুযায়ী দেওয়া যাবে না।

প্র৪: পণ্য পরিষেবা কর চালু হবার পর স্টক-এ থাকা পণ্যের উপর আইটিসি-র অর্থবর্ষের (ফিনানসিয়াল ইয়ার) শেষে রিফান্ড দেওয়া যাবে কি?

উ: না। পরের বছর জমা খাতায় চলে যাবে।

প্র৫: ধরা যাক একজন করদাতা আন্তঃরাজ্য/অন্তঃরাজ্যে সরবরাহ করা পণ্যের উপর ভুল করে আইজিএসটি/সিজিএসটি/এসজিএসটি দিয়েছেন, কিন্তু সরবরাহের প্রকৃতি বা চরিত্র পরবর্তীকালে স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে। এক্ষেত্রে সিজিএসটি/এসজিএসটি কি আইজিএস-টির সাথে মিটমাট করে নেওয়া যাবে? অথবা তার উল্টোটা?

উ: না। করদাতাকে সঠিক কর জমা দিতে হবে এবং আইজিএসটি ধারা ৩০ অনুযায়ী বা জিএসটি ধারা ৫৩ অনুযায়ী ভুল করে দেওয়া কর-এর রিফান্ড দাবি করতে হবে।

প্র৬: বিদেশি দূতাবাস বা রাষ্ট্রপুঞ্জ যা কিনবে তার উপর কি কর ধার্য হবে?

উ: হ্যাঁ, কর ধার্য হবে, যা কিনা পরবর্তীকালে তাঁরা ফেরত/রিফান্ড চাইতে পারেন। [রাষ্ট্রসংঘ বা দূতাবাসগুলিকে ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বর নিতে হবে এবং তাঁদের ক্রয় ওই ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বর-এর সাপেক্ষে হবে। ওই নম্বর সরবরাহকারীর বহির্মুখী সরবরাহের রিটার্নে প্রতিফলিত হতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ এবং দূতাবাসগুলিকে রিফান্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে পৃথক পদ্ধতি বিধিগুলিতে বিজ্ঞাপিত হবে। জিএসটি ধারা ১৯(৬)।]

প্র৭: রিফান্ড নেওয়ার বা চাইবার সময়সীমা কী?

উ: আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ৩৮-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক দিন (relevant date) থেকে দুই বছরের মধ্যে রিফান্ড দাবি করতে হবে।

প্র৮: অন্যায্য ধনলাভের (unjust enrichment)-এর নীতি কি রিফান্ড-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে?

উ: হ্যাঁ, তবে ধারা ৩৮(২) অনুযায়ী রপ্তানি এবং অব্যবহৃত আইটিসি কর-এর রিফান্ড ক্ষেত্র ছাড়া।

প্র৯: যেখানে উপভোক্তার থেকে কর নেওয়া হয়েছে সেখানে কি রিফান্ড -এর অনুমোদন

দেওয়া যাবে?

উ: হ্যাঁ, তবে এক্ষেত্রে যে রিফান্ড অনুমোদিত বা নির্ধারিত হবে তা উপভোক্তা কল্যাণ তহবিলে (Consumer Welfare Fund)-এ জমা হবে।

প্র১০: রিফান্ড-এর অনুমোদন দেওয়ার কোনও সময়সীমা আছে কি?

উ: হ্যাঁ, ৯০ দিন। ব্যতিক্রম শুধু ধারা ৩৮-এর উপধারা ৪এ-তে নির্ধারিত কিছু নির্দিষ্ট রপ্তানিকারী যাঁদের ক্ষেত্রে দাবি করা রিফান্ড-এর পরিমাণের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ফেরতযোগ্য। যদি তিন মাসের মধ্যে রিফান্ড-এর অনুমোদন না দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সরকারকে সুদ দিতে হবে।

প্র১১: ডিপার্টমেন্ট কি রিফান্ড অস্বীকার করতে পারে?

উ: হ্যাঁ, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট রিফান্ড অস্বীকার করতে বা আটকে রাখতে পারে—

ক) যদি নথিভুক্ত ব্যাপারি রিটার্ন দাখিল না দিয়ে থাকেন, তবে যতদিন না পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল হচ্ছে;

খ) যদি নথিভুক্ত করদাতার কোনও কর, সুদ অথবা জরিমানা দেওয়ার থাকে যা কিনা কোনও অ্যাপিলেট কর্তৃপক্ষ/ট্রাইব্যুনাল কোর্ট দ্বারা স্থগিত হয়নি, তবে যতদিন পর্যন্ত সেই করদাতা কর, সুদ অথবা জরিমানা না দিচ্ছেন;
[উপযুক্ত আধিকারিক অনুমোদিত রিফান্ড থেকে প্রদেয় কর সংগ্রহ করতে পারেন।]

গ) কমিশনার/বোর্ড রিফান্ড আটকে রাখতে পারেন যদি মনে হয় যে, এই রিফান্ড রাজস্বের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে [ধারা ৩৮(৯)]।

প্র১২: যেখানে রিফান্ড-এর অনুমোদন ধারা ৩৮(৯) অনুযায়ী আটকে (withheld) থাকে সেখানে কি করদাতাকে সুদ দেওয়া হবে?

উ: যদি আপিলের ফলে বা তারও পরবর্তী কোনও পদ্ধতির ফলে করদাতাকে রিফান্ড পাওয়ার যোগ্য বলে ধরা হয় তবে তিনি সুদ পাবারও যোগ্য বলে ধরা হবে।

প্র১৩: রিফান্ড-এর ন্যূনতম সীমা কিছু আছে কি?

উ: ১০০০ টাকার কম কোনোও রিফান্ড দেওয়া যাবে না। [আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর

আইনের ধারা ৩৮(১১)]

প্র১৪: পূর্ববর্তী আইনের অধীন রিফান্ড আবেদনের ক্ষেত্রে রিফান্ড কীভাবে দেওয়া যাবে?

উ: যে রিফান্ড-এর আবেদন পূর্ববর্তী আইন অনুযায়ী হয়েছে তা পূর্ববর্তী আইনেই দেওয়া হবে এবং নগদে দেওয়া হবে (সিজিএসটি-তে) অথবা পূর্ববর্তী আইনের নিয়ম বা শর্ত অনুযায়ী হবে (এসজিএসটি-তে) এবং আইটিসি হিসাবে লভ্য থাকবে না [আদর্শ পণ্য পরিষেবা কর আইনের ধারা ১৫৬, ১৫৭ এবং ১৫৮]।

প্র১৫: রিফান্ড কি নথিপত্র পরীক্ষা করার আগে দেওয়া যেতে পারে?

উ: নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যাপারির ক্ষেত্রে রপ্তানিজনিত মোট রিফান্ড-এর ৮০ শতাংশ নথিপত্র পরীক্ষা করার আগে দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যাপারিদের ধারা ৩৮(৪এ)-তে নির্ধারিত হবে এমন সব শর্ত এবং বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মানতে হবে।

প্র১৬: রপ্তানিজনিত রিফান্ড-এর ক্ষেত্রে বিআরসি (Bank Realisation Certificate) জমা দেওয়া কি রিফান্ড পাবার জন্যে বাধ্যতামূলক?

উ: রপ্তানিকারীর কাছে রপ্তানি করার দিন থেকে এক বছর সময় আছে রপ্তানি সংক্রান্ত নথিপত্র জমা দেবার জন্য; হতে পারে রিফান্ড আবেদনের সময় বিআরসি লভ্য নয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে রপ্তানির টাকা অগ্রিম এসে গেছে সেইসব ক্ষেত্রে বিআরসি-ও এসে গিয়ে থাকতে পারে। তাই এক বছরের মধ্যে অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে বিআরসি জমা করা রিফান্ডের জন্যে জরুরি। ডিজিএফটি-এর ই-বিআরসি মডিউল সংযুক্ত হবে জিএসটি মডিউলের সাথে। যাইহোক, পরিষেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে বিআরসি রিফান্ড অনুমোদনের আগে লাগবে।

প্র১৭: অন্যায্য ধনলাভের নিয়ম কি রপ্তানি বা deemed export-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে?

উ: অন্যায্য ধনলাভের নিয়ম প্রকৃত পণ্য বা পরিষেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, কেননা এক্ষেত্রে পণ্য বা পরিষেবার গ্রহীতা রয়েছে ভারতীয় করসীমা ক্ষেত্রের বাইরে। যাইহোক, deemed export-এর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

প্র১৮: কীভাবে একজন ব্যক্তি প্রমাণ করবেন যে অন্যায্য ধনলাভের নিয়ম তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

উ: ঐ ব্যক্তিকেই আবেদনপত্রের সাথে উপযুক্ত নথিপত্র বা প্রমাণপত্র দাখিল করে প্রমাণ করতে হবে যে যার জন্যে তিনি রিফান্ড পাচ্ছেন/পাবেন সেই কর বা সুদ যাই হোক না কেন তিনি সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন এবং ঐ কর বা সুদের টাকা অন্য কারুর উপর চাপিয়ে দেননি বা অন্য কারুর কাছ থেকে আদায় করেননি [ধারা ৩৮(৩)(বি)]। এছাড়া, করদাতার সুবিধার জন্য ঐ উপধারা অনুযায়ী রিফান্ড-এর আবেদন যদি ৫ লাখ টাকার কম হয় তবে একটি নিজ ঘোষণা (সেল্ফ ডিক্লারেশন) লাগবে।

প্র১৯: বর্তমানে VAT/CST-র ব্যবসায়ী রপ্তানিকারীরা (মার্চেন্ট এক্সপোর্টার্স) একটি ঘোষণাপত্র জমা দিয়ে কোনও কর না দিয়ে পণ্য কিনতে পারেন। এই ব্যবস্থা কি জিএসটি-তে চালু থাকবে?

উ: না। এরকম কোনও ব্যবস্থা জিএসটি-তে থাকবে না। তাঁদের কর জমা দিয়ে পণ্য কিনতে হবে। জমে থাকা আইটিসি রিফান্ড হিসাবে দাবি করা যাবে [ধারা ৩৮ (২)]।

প্র২০: বর্তমান কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী রপ্তানিকারিরা কর দেওয়া ইনপুট কিনতে পারেন, তার উপরে আইটিসি ক্রেডিটও নিতে পারেন। পরে পণ্য রপ্তানির সময় চাইলে তাঁরা সম্পূর্ণ কর চোকাতেও পারেন (ঐ আইটিসি ব্যবহার করে নিয়ে) আর তার পর রপ্তানির উপর চোকানো কর রিফান্ড চাইতে পারেন। জিএসটি-তে কি এই ব্যবস্থা চালু থাকবে?

উ: জিএসটি ব্যবস্থায় রপ্তানি হবে শূন্য হার-এ (zero rated), যার মানে রপ্তানি পণ্যের উপর প্রকৃত কর-দায়বদ্ধতা থাকবে না, যদিও এইরকম রপ্তানির ক্ষেত্রে কর দেওয়া ইনপুট থাকতে পারে। জিএসটি ব্যবস্থায় পুঞ্জীভূত ইনপুট-এর উপর যেমন রিফান্ড দেওয়া হবে তেমনই রপ্তানি করা পণ্যের উপরেও রিফান্ড দেওয়া হবে।

১৫

ডিম্যান্ডস অ্যান্ড রিকভারি
DEMANDS & RECOVERY

প্র১: কর কম দেওয়া বা না দেওয়া অথবা ভুলবশত ফেরত (রিফান্ড) দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং ভুল ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উদ্ধার (রিকভারি) সংক্রান্ত আইনের ধারাগুলি কী?

উ: জালিয়াতি, তথ্য গোপন, মিথ্যা বিবৃতি ইত্যাদি অভিযোগের ক্ষেত্রে ধারা ৫১বি এবং যেখানে জালিয়াতি, তথ্য গোপন, মিথ্যা বিবৃতি ইত্যাদির অভিযোগ নেই সেখানে ৫১এ ধারা।

প্র২: ধারা ৫১এ অনুযায়ী নোটিস জারি করার আগে সুদসহ দাবিকৃত কর জমা দেওয়া যাবে?

উ: হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ৫১এ অনুযায়ী নোটিস জারি করা যাবে না।

প্র৩: ধারা ৫১এ-র অনুযায়ী নোটিস জারি করার পরে যদি বিজ্ঞাপিত (নোটিসি) ব্যক্তি টাকা জমা দিয়ে দেন তাহলে কি 'কেস'টির ন্যায়নির্ণয় (অ্যাডজুডিকেশন) করার প্রয়োজন আছে?

উ: ধারা ৫১এ-র উপধারা-১ অনুযায়ী নোটিস জারি করার পরের ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সুদসহ দাবিকৃত কর জমা দেন তাহলে কোনও জরিমানা দেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং ঐ নোটিস-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হবে।

প্র৪: ধারা ৫১এ এবং ধারা ৫১বি অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করার প্রাসঙ্গিক তারিখ (relevant date) কোনটি?

উ: বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করার তারিখ অথবা যদি এই রিটার্ন দাখিল করা না হয়ে থাকে তবে ঐ বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ।

প্র৫: ধারা ৫১এ এবং ধারা ৫১বি অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিস অথবা ন্যায়নির্ণয় আদেশ জারি করার ক্ষেত্রে কোনও সময়সীমা আছে?

উ: কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করার ক্ষেত্রে কোনও সময়সীমা নেই, তবে কারণ দর্শানোর নোটিস এবং ন্যায়নির্ণয়ের আদেশ দুই-ই ধারা ৫১এ-র ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তারিখ থেকে তিন বছর, এবং ধারা ৫১বি-এর ক্ষেত্রে, পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

প্র৬: ধারা ৫১বি অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিস জারি হওয়ার আগেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সুদসহ দাবিকৃত কর জমা দিতে পারেন কি?

উ: উপধারা(১) অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিস অথবা উপধারা(২) অনুযায়ী বিবৃতি জারি করার আগেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নিজে অথবা কোনও উপযুক্ত আধিকারিকের দ্বারা মূল্যায়িত কর, সুদ এবং ১৫ শতাংশ দণ্ড/জরিমানাসহ, জমা দিতে পারেন। এইধরনের জমার পরিপ্রেক্ষিতে জমাকৃত কর সম্বন্ধে নোটিস জারি হবে না।

প্র৭: ধারা ৫১বি অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করার পরে যদি বিজ্ঞাপিত ব্যক্তি (নোটিসি) আদায় দেন তাহলে কি কেসটির ন্যায়নির্ণয় করার প্রয়োজন আছে?

উ: না, যদি দণ্ড/জরিমানা এবং সুদসহ কর জমা দেওয়া হয়। উপধারা(১) অনুযায়ী নোটিস জারির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তি সুদ এবং ২৫ শতাংশ দণ্ড/জরিমানা সহ কর জমা দিলে জারি হওয়া নোটিস-সংক্রান্ত কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হবে।

প্র৮: যদি ৫১বি অনুযায়ী নোটিসটির ন্যায়নির্ণয় আদেশ দ্বারা কর এবং দণ্ড/জরিমানা নিশ্চিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কি বিজ্ঞাপিত ব্যক্তির কম হারে দণ্ড/জরিমানা দেওয়ার কোনও সুযোগ আছে?

উ: হ্যাঁ। ন্যায়নির্ণয় (অ্যাডজুডিকেশন) আদেশটি জানানোর ত্রিশ দিনের মধ্যে তাঁকে সুদ এবং ৫০ শতাংশ দণ্ড/জরিমানাসহ কর জমা দিতে হবে।

সেক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি ধারা ৫১বি-র উপধারা(৬) অনুযায়ী জারি হওয়া কোনও আদেশ পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি কর, সুদ এবং দণ্ড/জরিমানা বাবদ সেই করের ৫০ শতাংশ আদায় দেন তাহলে সেই কর-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হবে।

প্র৯: যদি ৫১এ এবং ৫১বি অনুযায়ী জারি হওয়া নোটিসের আদেশ তিন বছর (৫১এ) বা পাঁচ বছর (৫১বি)-এর মধ্যে না হয় তাহলে কী হবে?

উ: যদি ধারা ৫১এ(৭) অনুযায়ী তিন বছর এবং ৫১বি(৭) অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে ন্যায়নির্ণয় আদেশ না জারি হয় আদর্শ জিএসটি আইন অনুযায়ী ন্যায়নির্ণয় কার্যের সমাপ্তি হয়েছে বলে ধরা হবে।

প্র১০: যদি কোনও ব্যক্তি অন্য কারও কাছ থেকে কর সংগ্রহ করেন কিন্তু তা সরকারকে জমা না দেন তাহলে কী হবে?

উ: ধারা ৫২ অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি অন্য কারও কাছ থেকে করযোগ্য অথবা কর রহিত কোনও রকম সরবরাহের জন্য কোনও পরিমাণ অর্থ কর হিসাবে সংগ্রহ করলে তা কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারকে জমা দেবেন।

প্র১১: যদি কোনও ব্যক্তি কর সংগ্রহ করেন কিন্তু ধারা ৫২ লঙ্ঘন করে তা সরকারকে জমা না দেন তাহলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

উ: নোটিস জারি করতে হবে। স্বাভাবিক ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ দিয়ে আদেশ জারি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই আদেশ অবশ্যই নোটিশ জারির এক বছরের মধ্যে জারি করতে হবে। তবে, কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করার কোনও সময়সীমা নেই। এমনকি দশ বছর পরেও উদ্ধার কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে।

প্র১২: ধারা ৫২ লঙ্ঘন-এর ক্ষেত্রে যেখানে কর সংগ্রহ করে সরকারকে জমা দেওয়া হয়নি সেখানে কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করার কোনও সময়সীমা আছে?

উ: না, কোনও সময়সীমা নেই। এইধরনের ‘কেস’ ধরা পড়লেই যেকোনও সময়

নোটিস জারি করা যেতে পারে। নোটিস জারির তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে ন্যায়নির্ণয় আদেশ জারি করতে হবে।

প্র১৩: কী কী উপায়ে উপযুক্ত আধিকারিক কর উদ্ধার করতে পারেন?

উ: উপযুক্ত আধিকারিকের কাছে নিম্নলিখিত উপায়গুলি আছে—

ক) উপযুক্ত আধিকারিক নিজে বা অন্য কোনও আধিকারিককে নিযুক্ত করে প্রদেয় অর্থ পাওনা থেকে কেটে নিতে পারেন।

খ) উপযুক্ত আধিকারিক নিজে বা অন্য কোনও আধিকারিককে নিযুক্ত করে প্রদেয় অর্থ ঐ ব্যাক্তির পণ্য আটক করে ও বিক্রি করে আদায় করতে পারেন।

গ) উপযুক্ত আধিকারিক সেই ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সরকারকে টাকা জমা দেওয়ার জন্য নোটিস জারি করতে পারেন যাঁরা ঐ ব্যক্তির কাছে টাকা পান অথবা ভবিষ্যতে পাবেন অথবা ঐ ব্যক্তির টাকা রাখছেন অথবা ভবিষ্যতে রাখবেন।

ঘ) উপযুক্ত আধিকারিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন পাবার পর ঐ ব্যক্তির নিজের অথবা তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে পারেন এবং আদায় না পাওয়া পর্যন্ত তা আটক রাখতে পারেন। ক্রোক করার তিরিশ দিনের মধ্যে যদি আদায় না পাওয়া যায় ঐ সম্পত্তি বিক্রি করা যেতে পারে এবং তা থেকে বাকি টাকা বিক্রি-খরচ সমেত আদায় করা যেতে পারে। উদ্বৃত্ত অর্থ যদি কিছু থাকে তা ঐ ব্যক্তিকে ফেরত দিতে হবে।

ঙ) উপযুক্ত আধিকারিক নিজ স্বাক্ষরে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে বকেয়া অর্থরাশির উল্লেখ করে একটি শংসাপত্র বানাবেন এবং সেটি ঐ ব্যক্তি যেখানে ব্যবসা করেন, যেখানে বসবাস করেন অথবা যেখানে তাঁর সম্পত্তি রয়েছে সেখানকার খাজনা আদায়কারীকে (কালেক্টরকে) পাঠাবেন। খাজনা আদায়কারী ঐ শংসাপত্র পাবার পর ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে বকেয়া অর্থরাশি আদায়ের ব্যবস্থা করবেন যেন তার কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব পাওনা আছে।

প্র১৪: উপযুক্ত আধিকারিক কি কিস্তিতে অর্থরাশি আদায়ের সুযোগ দিতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। স্ব-মূল্যায়নকৃত করের ক্ষেত্রগুলি বাদে। কমিশনার/চিফ কমিশনার যথাবিহিত প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা, শর্ত আরোপ করে কোনও পরিমাণ বকেয়া জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়াতে পারেন বা মাসিক কিস্তিতে ধারা ৩৬-এ সংজ্ঞায়িত সুদ সমেত বকেয়া কর সর্বোচ্চ ২৪ কিস্তিতে দেওয়া বিবেচনা করতে পারেন সেইসমস্ত ক্ষেত্রে যেখানে করের পরিমাণ ঐ ব্যক্তি কোনও রিটার্নে স্ব-মূল্যায়ন করেননি। যদি কোনও

কারণে কেউ কোনও একটি কিস্তি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দিতে না পারেন তাহলে ঐ তারিখের সমস্ত বকেয়া সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে এবং কোনও নোটিস ছাড়াই আদায় করা হবে।

প্র১৫: যদি কোনও কারণে স্থিরীকৃত কর আপিল বা পুনঃপরীক্ষার পরে বেড়ে যায় তখন কী হবে?

উ: দাবি আদায়ের নোটিস শুধুমাত্র বর্ধিত বকেয়ার উপর করা যাবে। যে পরিমাণ দাবি আপিল বা পুনঃপরীক্ষার আগে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে তার আদায়/উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

প্র১৬: যদি কোনও করদাতার কোনও বকেয়া কর থাকে এবং তিনি ইতিমধ্যে তাঁর ব্যবসা অন্য কাউকে হস্তান্তর করেন তখন তাঁর বকেয়া করের কী হবে?

উ: যখন কোনও করদাতা তাঁর ব্যবসার সম্পূর্ণ বা অংশ বিক্রি, উপহার, ইজারা, পরিত্যাগ বা অনুমতি, ভাড়া বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে অন্য কাউকে হস্তান্তর করেন তখন ঐ করদাতা এবং ঐ ব্যক্তি যাকে ব্যবসা হস্তান্তর করা হলো তাঁরা একক এবং যৌথভাবে হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত অনাদায়ী কর, সুদ ও দণ্ড/জরিমানা— তা হস্তান্তরের আগে বা পরে যখনই স্থিরীকৃত হোক না কেন— দিতে বাধ্য থাকবেন।

প্র১৭: কোনও কোম্পানি যখন ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে তখন বকেয়া কর-এর কী হয়?

উ: যখন কোনও কোম্পানি ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে এবং ব্যবসা গুটানোর আগে বা পরে বকেয়া কর স্থিরীকৃত হয় তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাঁরা তখন কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা একত্রে এবং পৃথকভাবে বকেয়া দেওয়ার জন্য দায়ী যদি না তাঁরা কমিশনারের কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে পারেন যে তাঁদের নিজেদের কর্তব্যপালনে অবহেলা, বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার ও কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব লঙ্ঘনের জন্য কর বকেয়া হয়নি।

প্র১৮: একটি অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারদের পরিশোধযোগ্য করের দায় কী রকম?

উ: কোনও ফার্মের অংশীদাররা যৌথভাবে বা পৃথকভাবে কোনও কর, সুদ বা দণ্ড/জরিমানা প্রদানের জন্য দায়ী থাকবেন। অংশীদাররা কোনও অংশীদারের অবসর

নেওয়ার সংবাদ লিখিত নোটিস দ্বারা কমিশনারকে জানাবেন এবং অবসরের দিন পর্যন্ত কর, সুদ বা দণ্ড/জরিমানা যা ঐদিন বা তার পরে স্থিরীকৃত হয় তা ঐ অংশীদারের উপর বর্তাবে। অবসরের দিন থেকে এক মাসের মধ্যে যদি কমিশনারকে জানানো না হয় তাহলে যতদিন না জানানো হচ্ছে ততদিনের দায় ঐ অংশীদারের উপর থেকে যাবে।

প্র১৯: কোনও করযোগ্য ব্যক্তি, যাঁর ব্যবসা কোনও অভিভাবক, অছি বা নাবালকের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাঁর বকেয়া করের কী হবে?

উ: বকেয়া করযোগ্য কোনও ব্যবসা যদি কোনও নাবালক বা অন্য কোন অক্ষম ব্যক্তির অভিভাবক, অছি বা প্রতিনিধি ঐ নাবালক বা অক্ষম ব্যক্তির সুবিধার্থে চালিয়ে যান তবে কর, সুদ এবং দণ্ড/জরিমানা ঐ অভিভাবক, অছি, প্রতিনিধি-র উপর ধার্য হবে এবং তাঁদের কাছ থেকে তা উদ্ধার করা হবে।

প্র২০: যদি কোনও করযোগ্য ব্যক্তির ভূসম্পত্তি প্রতিপাল্যাধিকরণ (কোর্ট অব ওয়ার্ডস)-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন কী হয়?

উ: যদি কোনও করযোগ্য ব্যক্তির ভূসম্পত্তি আদালতের আদেশে কোনও প্রতিপাল্যাধিকরণ (কোর্ট অব ওয়ার্ডস)-এর, প্রশাসক, সরকারি অছি, রিসিভার বা কোনও পরিচালক-এর নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে কর, সুদ এবং দণ্ড/জরিমানা ঐ প্রতিপাল্যাধিকরণের প্রশাসক, সরকারী অছি, রিসিভার বা কোনও পরিচালক-এর উপর ধার্য হবে এবং তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হবে ঠিক যেভাবে কোনও করযোগ্য ব্যক্তির উপর কর ধার্য এবং উদ্ধার করা করা হয়।

১৬

জিএসটিতে আপিল, রিভিউ এবং রিভিশন
Appeals, Review & Revision in GST

প্র১: কোনও ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে পাশ করা কোনও আদেশে সন্তুষ্ট না হলে কি আপিল করতে পারবেন?

উ: কোনও ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও 'অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি'-র পাশ করা আদেশে সন্তুষ্ট না হলে আপিল করতে পারবেন, কিন্তু ধারা ৯৩-তে উল্লেখিত কিছু আদেশ বা সিদ্ধান্ত আপিলযোগ্য নয়।

প্র২: যদি সিজিএসটির কমিশনার কোনও আদেশকে আইনানুগ অথবা সঠিক নয় বলে মনে করেন তিনি নিজে কি সেই আদেশ পরিবর্তন করতে পারবেন?

উ: না। আদর্শ আইনে সিজিএসটি এবং এসজিএসটি-র ক্ষেত্রে এই বিষয়ে পৃথক পৃথক বিধান আছে। সিজিএসটি-র ক্ষেত্রে ধারা ৭৯(২) অনুযায়ী যদি সিজিএসটির কমিশনার অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির জারি করা কোনও আদেশকে আইনানুগ অথবা সঠিক নয় বলে মনে করেন তাহলে তিনি তাঁর মতে ঐ আদেশটি যে যে বিষয়ে আইনসম্মত বা যথার্থ হয়নি তার প্রতিটি লিপিবদ্ধ করে আর একটি আদেশ পাশ করবেন এবং তাঁর অধস্তন কোনও জিএসটি আধিকারিককে আদেশ দেবেন 'ফার্স্ট অ্যাপিলেট অথরিটি' (প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ)-র কাছে একটি দরখাস্ত জমা দিতে। ঐ দরখাস্ত তখন প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ-র কাছে আপিল হিসাবে গণ্য হবে।

প্র৩: প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ-র কাছে আপিল করার সময়সীমা কী?

উ: সিদ্ধান্ত/আদেশ জানানোর (কম্যুনিকেট করা) তিন মাসের মধ্যে আপিল করা যাবে বলে স্থির করা হয়েছে।

প্র৪: এই সময়সীমা কি সিজিএসটির কমিশনারের দ্বারা জারি করা আদেশের ফলস্বরূপ ডিপার্টমেন্টাল আপিল বা দরখাস্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

উ: হ্যাঁ। এই দরখাস্ত যা আপিল হিসাবেই গণ্য হবে— এই সময়সীমা সেটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং আপিলের সমস্ত বিধানগুলি এইধরনের দরখাস্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

প্র৫: নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিলের আবেদন জমা না দিলে প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের কি ঐ বিলম্ব ক্ষমা করার অধিকার আছে?

উ: হ্যাঁ। প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত তিন মাস সময়সীমার পরেও এক মাস পর্যন্ত বিলম্ব ক্ষমা করতে পারেন, তবে ধারা ৭৯(৪)-র অনুবিধিতে যেমন বলা আছে সেইমতো 'যথেষ্ট কারণ' থাকতে হবে।

প্র৬: প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ কি আপিল মেমো-তে উল্লেখিত না থাকা কোনও কারণ-কে অতিরিক্ত কারণ হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে ঐ ভুল/বিচ্যুতি ইচ্ছাকৃত নয় তাহলে অতিরিক্ত কারণ বিবেচনা করার অধিকার তাঁর আছে।

প্র৭: প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ যে আদেশ দেবেন তা কাকে জানাতে হবে?

উ: প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ-এর দ্বারা পাশ করা আদেশের প্রতিলিপি আবেদনকারী, অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি এবং ক্ষেত্রীয় সিজিএসটি এবং এসজিএসটি-র কমিশনারকে পাঠাতে হবে।

প্র৮: আপিল করতে গেলে বাধ্যতামূলক অগ্রিম জমার (প্রি-ডিপোজিট) পরিমাণ কত?

উ: বিতর্কিত টাকার ১০ শতাংশ (তবে এসজিএসটি-র ক্ষেত্রে আদর্শ আইনের প্রশ্ন নং ১২ ও ১৩ দ্রষ্টব্য)।

প্র৯: বিতর্কিত রাশি (amount in dispute) কী?

উ: আদর্শ জিএসটি আইন-এর ধারা ৭৯(৬)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিতর্কিত রাশি হলো—

১) ধারা ৪৬ অথবা ৪৭ অথবা ৪৮ অথবা ৫১ অনুযায়ী নির্ণীত অর্থরাশি;
২) প্রস্তাবিত জিএসটি ক্রেডিট আইন অনুযায়ী প্রদেয় অর্থরাশি;
৩) ফি অথবা জরিমানা আরোপ।

প্র১০: প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ কি তাঁর আদেশের মাধ্যমে মূল আদেশে ধার্যকৃত কর/ফি /জরিমানা বাড়াতে অথবা প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ (রিফান্ড)/ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কমাতে পারেন?

উ: প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ তাঁর ক্ষমতাবলে তাঁর আদেশের মাধ্যমে ফি/জরিমানা/বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে আরোপিত জরিমানা বাড়াতে অথবা প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ (রিফান্ড)/ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কমাতে পারেন যদি আপিলকারীকে প্রস্তাবিত হানিকর আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। (ধারা ৭৯(১০)-এর প্রথম অনুবিধি)

যেখানে কর বাড়াবার অথবা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এর ভুল উপভোগের ব্যাপারে নির্ধারণের প্রশ্ন বর্তমান, সেই ক্ষেত্রে আপিলকারীকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়ে ধারা ৫১-তে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আদেশটি জারি করতে হবে। (ধারা ৭৯(১০)-এর দ্বিতীয় অনুবিধি)।

প্র১১: (শুধুমাত্র এসজিএসটি আইনের জন্য) এসজিএসটি আইনের অধীন প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে গেলে অগ্রিম জমা (প্রি-ডিপোজিট) সম্পর্কিত বিধানগুলি কী?

উ: বিতর্কিত রাশির ১০ শতাংশ আপিল আবেদন জমা দেবার আগে জমা দিতে হবে। এটা সিজিএসটি এবং এসজিএসটি উভয় আইনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবে এসজিএসটি-র ক্ষেত্রে এই ১০ শতাংশ ছাড়াও বিতর্কিত আদেশ থেকে উদ্ভূত কর, সুদ, ফি, দণ্ড/জরিমানার যে অংশ আপিলকারী মেনে নিয়েছেন তার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে হবে।

আবার, যদি এসজিএসটি-র কমিশনার কোনও 'কেস'-কে 'গুরুতর কেস' বলে মনে করেন, তখন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ-এর কাছে অগ্রিম জমা

(প্রি-ডিপোজিট) হিসাবে বিতর্কিত রাশির অনধিক ৫০ শতাংশ বাড়াবার আবেদন জানাতে পারেন।

প্র১২: (শুধু মাত্র এসজিএসটি আইনের জন্য) 'গুরুতর কেস' কী?

উ: 'গুরুতর কেস' মানে এমন কোনও 'কেস' যাতে বিতর্কিত রাশি ২৫ কোটি টাকার কম নয় এবং এসজিএসটি-র কমিশনার মনে করেন করদাতা-র বিপক্ষে এটি একটি ভালো 'কেস' (তাঁর এই ধারণার কারণগুলি লিখিতভাবে নথিবদ্ধ করতে হবে)।

প্র১৩: এসজিএসটি-র কমিশনার তাঁর অধস্তনের দ্বারা জারি করা আদেশ পরিবর্তন/পুনরালোচনা করতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। এসজিএসটি আইনের ধারা ৮০(১) অনুযায়ী এসজিএসটি-র কমিশনার তাঁর অধস্তনের দ্বারা জারি করা আদেশ পুনরালোচনার জন্য তলব এবং পরীক্ষা করে যদি তা রাজস্বের পক্ষে হানিকর হওয়ার কারণে ভ্রান্ত বলে মনে করেন তবে তিনি বিজ্ঞাপিত (নোটিসি) করদাতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়ে পরিবর্তন/পুনরালোচনা করতে পারেন।

প্র১৪: এসজিএসটি-র কমিশনার তাঁর অধস্তনের দ্বারা জারি করা আদেশের পরিবর্তন/পুনরালোচনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কি ঐ আদেশের কার্যকারিতার উপর স্থগিতাদেশ জারি করার আদেশ দিতে পারেন?

উ: হ্যাঁ।

প্র১৫: অধস্তনের দ্বারা জারিকৃত আদেশের পরিবর্তন/পুনরালোচনার বিষয়ে এসজিএসটি-র কমিশনারের ক্ষমতার ক্ষেত্রে কি কোনওরকম বাধ্যবাধকতা/প্রতিবন্ধকতা আছে?

উ: হ্যাঁ। কমিশনার কোনও আদেশের পরিবর্তন/পুনরালোচনা করতে পারবেন না, যদি—

ক) আদেশটি ধারা ৭৯ অথবা ৮২ অথবা ৮৭ অথবা ৮৮-র অধীন আপিলের বিবেচনাধীন হয়; অথবা

খ) আদেশটি জারি হওয়ার পর তিন বছর পেরিয়ে যায়।

বিস্তারিতভাবে এই বাধ্যবাধকতা/প্রতিবন্ধকতাগুলি এবং আরও কিছু বাধ্যবাধকতা/প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে জানতে হলে আদর্শ পণ্য পরিষেবা আইনের ধারা ৮০ দেখুন।

প্র১৬: কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল-এর আপিল গ্রহণ না করার অধিকার আছে?

উ: নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অর্থমূল্য যদি ১ লক্ষ টাকার কম হয় তাহলে ঐ সব বিষয়ে আপিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করার অধিকার ট্রাইব্যুনালের আছে [আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৮২(২)]—

- করের পরিমাণ, অথবা
- ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট, অথবা
- কর পার্থক্য, অথবা
- ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট-এ পার্থক্য, অথবা
- জরিমানার (ফাইন) পরিমাণ, অথবা
- ফি-এর পরিমাণ, অথবা
- আদেশ করা জরিমানার পরিমাণ।

প্র১৭: ট্রাইব্যুনাল-এর কাছে কোন সময়সীমার মধ্যে আপিল করতে হবে?

উ: যে আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল করা হবে তা প্রাপ্তির থেকে তিন মাস।

প্র১৮: নির্ধারিত তিন মাসের সময়সীমার পরে আপিলের আবেদন জমা দিলে ট্রাইব্যুনাল-এর কি ঐ বিলম্ব ক্ষমা করার অধিকার আছে? যদি থাকে তবে কতদিন পর্যন্ত?

উ: হ্যাঁ। যদি আপিলকারী যথাযোগ্য কারণ দেখাতে পারেন তাহলে আপিলের আবেদন জমা দেবার নির্ধারিত তিন মাস সময়সীমার পরেও যেকোনও সময়কাল পর্যন্ত বিলম্ব ক্ষমা করার অধিকার ট্রাইব্যুনাল-এর আছে।

প্র১৯: ট্রাইব্যুনাল-এর কাছে বিপরীত আপত্তি (ক্রস অবজেকশন) জমা দেওয়ার সময়সীমা কী?

উ: আপিলের আবেদন পাওয়ার দিন থেকে ৪৫ দিন।

প্র২০: সিজিএসটি এবং এসজিএসটি-র ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল-এর কাছে আপিলের বিধান-এর পার্থক্যগুলি কী?

উ: ১) এসজিএসটি আপিল আইনের ধারা ৮২-তে বর্ণিত বিধানগুলি সিজিএসটি আপিল আইনের ধারা ৮২-তে বর্ণিত বিধানগুলির মতোই এবং সিজিএসটি আপিল আইনে যে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি এসজিএসটি আপিল আইনের ৮২-তে বর্ণিত বিধানগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২) এসজিএসটি আপিল আইনের ধারা ৮২-তে কমিশনার কর্তৃক পাশ করা সংশোধনী আদেশের বিপক্ষে আপিল করার বিধানগুলিও আছে।

৩) সিজিএসটি আইনে প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ-এর আদেশের বিরুদ্ধে রাজস্ব দপ্তরের আপিল করার অধিকারের বিধান এসজিএসটি আইনে নেই কারণ এসজিএসটি কমিশনারকে সংশোধনী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। (রাজ্যের প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ এসজিএসটি কমিশনারের 'অধস্তন' হবারই সম্ভাবনা)।

৪) এসজিএসটি আপিল আইনে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট আদেশ থেকে উদ্ভূত কর, সুদ, ফি, দণ্ড/জরিমানা-র যে অংশ আপিলকারী মেনে নিয়েছেন তার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে হবে।

প্র২১: অগ্রিম জমার (প্রি-ডিপোজিট) ফেরতের (রিফান্ড) উপর কি সুদ প্রযোজ্য?

উ: হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৮৫ অনুযায়ী যেক্ষেত্রে আপিলকারী ধারা ৭৯-এর উপধারা (৬)/(৪), অথবা ধারা ৮২-র উপধারা (১০)/(৭) অনুযায়ী টাকা জমা করেছেন তা প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ অথবা ট্রাইব্যুনাল-এর দ্বারা পাশ করা কোনও আদেশের প্রেক্ষিতে ফেরত দেবার সময় ঐ জমা রাশির উপর তা জমা নেওয়ার দিন থেকে ফেরত পাওয়ার দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য ধারা ৩৯ নির্দেশিত হারে সুদ দিতে হবে।

প্র২২: ট্রাইব্যুনাল-এর দ্বারা পাশ করা কোনও আদেশের বিরুদ্ধে কোথায় আপিল করা যাবে?

উ: হাই কোর্টে, ধারা ৮৭(১) অনুযায়ী যদি এই ব্যাপারে কোর্ট সন্তুষ্ট হন যে আপিলটিতে সারগর্ভ আইনি প্রশ্ন জড়িত। তবে, যদি ট্রাইব্যুনাল-এর দ্বারা পাশ করা কোনও আদেশ দুই বা অধিক সংখ্যক রাজ্যে, অথবা একটি রাজ্য এবং কেন্দ্রে নিম্নলিখিত

ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করা সম্বন্ধীয় হয়—

- কোনও বিনিময়ের অন্তঃরাজ্য বা আন্তঃরাজ্য হওয়া
- সরবরাহের জায়গা

তাহলে এই সমস্ত আপিল হাই কোর্টের বদলে সুপ্রিম কোর্টে করতে হবে।

প্র২৩: হাই কোর্টের কাছে আপিল করার সময়সীমা কী?

উ: যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে তার প্রাপ্তির থেকে ১৮০ দিন। তবে, যথেষ্ট কারণসাপেক্ষে এর বেশি বিলম্ব মার্জনা করার অধিকার হাই কোর্টের আছে।

১৭

অগ্রিম বিধান
ADVANCE RULING

প্র১: অ্যাডভান্স রুলিং (এআর) বা অগ্রিম বিধান কী ?

উ: খসড়া সিজিএসটি/আইজিএসটি আইনের ধারা ৯৪ অনুযায়ী কোনও আবেদনকারীকে কোনও বিষয়ের উপর বা ধারা ৯৭-এ বর্ণিত জিজ্ঞাস্য ও সেই সম্পর্কিত আপিলের উপর কর্তৃপক্ষ (Authority) দ্বারা লিখিত সিদ্ধান্ত (ধারা ৯৯) জানানোকেই অগ্রিম বিধান (অ্যাডভান্স রুলিং) বলে।

২) ধারা ৯৭ অনুযায়ী বিষয়গুলি কী যার উপর অগ্রিম বিধান চাওয়া যেতে পারে ?

উ: নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর অগ্রিম বিধান চাওয়া যেতে পারে—

ক) এই আইন অনুযায়ী কোনও পণ্য বা পরিষেবার শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত বিষয়ে;

খ) এই আইন অনুযায়ী ইস্যু হওয়া কোনও বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ে যা কর-এর হারের উপর প্রভাব ফেলে;

গ) এই আইন অনুযায়ী পণ্য বা পরিষেবার মূল্যনির্ধারণ (valuation) সংক্রান্ত কোনও নীতির প্রযোজ্যতার বিষয়ে;

ঘ) প্রদত্ত বা প্রদত্ত রূপে গণ্য (paid or deemed to have been paid) কর-এর উপর আইটিসি-র গ্রাহ্যতার বিষয়ে;

ঙ) এই আইন অনুযায়ী কোনও পণ্য বা পরিষেবার করযোগ্যতা নির্ধারণ বিষয়ে;

চ) আবেদনকারীর রেজিস্টার্ড হওয়ার প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে;

ছ) আবেদনকারী কৃত কোনও পণ্য বা পরিষেবা-সংক্রান্ত কার্য সরবরাহ রূপে পরিগণিত হবে কিনা, সেই বিষয়ে।

প্র৩: এই অগ্রিম বিধান ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী?

উ: এর উদ্দেশ্যগুলি মোটামুটিভাবে এরকম—

ক) আবেদনকারী দ্বারা নিতে চলা কোনও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার করযোগ্যতা পূর্বেই নির্ধারণ;

খ) বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ-কে আকর্ষণ করা;

গ) আইনি প্রক্রিয়া হ্রাস করা;

ঘ) কম ব্যয়ে এবং স্বচ্ছভাবে কোনও আদেশ জারি করা।

প্র৪: জিএসটি-র অন্তর্গত অগ্রিম বিধান অধিকারীর [Authority for Advance Ruling (AAR)] গঠন কেমন হবে?

উ: AAR সিজিএসটি-র একজন এবং এসজিএসটি-র একজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। তাঁরা যথাক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত হবেন। তাঁদের নিযুক্তির যোগ্যতামান আদর্শ জিএসটি-র ধারা ৯৫ অনুযায়ী হবে।

প্র৫: অগ্রিম বিধানের অ্যাপিলেট অধিকারী [Appellate Authority for Advance Ruling (AAAR)] কী ও এর গঠনতন্ত্র কেমন হবে?

উ: AAAR-এর কাজ হবে AAR-এর নেওয়া কোনও সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত কোনও আপিলের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই AAAR গঠিত হবে দুজন সদস্য দ্বারা। তাঁরা হবেন যথাক্রমে CBEC মনোনীত সিজিএসটি-র কোনও চিফ কমিশনার, এবং এসজিএসটি-র কমিশনার, যাঁর অধীনে ঐ আবেদনকারী আছেন (ধারা ৯৬)।

প্র৬: কতগুলি AAR এবং কতগুলি AAAR গঠিত হবে?

উ: প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করে AAR এবং AAAR গঠিত হবে (ধারা ৯৫ এবং ৯৬)।

প্র৭: কার ক্ষেত্রে অগ্রিম বিধান প্রযোজ্য?

উ: ধারা ১০২ অনুযায়ী AAR বা AAAR গৃহীত কোনও সিদ্ধান্ত আবেদনকারী বা ঐ আবেদনকারীর ক্ষেত্রীয় কর কর্তৃপক্ষের উপর আইনত বলবৎ থাকবে। এ থেকে

পরিষ্কার যে ঐ সিদ্ধান্ত ঐ রাজ্যের অন্যান্য সমতুল্য করযোগ্য ব্যক্তি/ব্যক্তিদের উপর বর্তাবে না। এটা শুধুমাত্র অগ্রিম বিধান-এর জন্য আবেদনকারীর উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্র৮: অগ্রিম বিধান-এর প্রযোজ্যতার সময়সীমা কী?

উ: আইনে কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে ধারা ১০২-এ বলা আছে যে অগ্রিম বিধান প্রযোজ্য হবে ততদিন যতদিন না এই সংক্রান্ত মূল আইন পরিবর্তন হচ্ছে।

প্র৯: অগ্রিম বিধান কি বাতিল হতে পারে?

উ: ধারা ১০৩ অনুযায়ী অগ্রিম বিধান শুরু থেকেই অসিদ্ধ ('ab initio void') ধরা হতে পারে যদি AAR বা AAAR দেখেন যে ঐ আদেশ নেওয়ার জন্য আবেদনকারী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে বা তথ্য গোপন/বিকৃত করেছে। সেই পরিস্থিতিতে অগ্রিম বিধান ব্যতিরেকে সিজিএসটি /এসজিএসটি আইনে এই ক্ষেত্রে যা বিহিত আছে তা-ই প্রযোজ্য হবে (অগ্রিম বিধান দেওয়া থেকে তাকে অসিদ্ধ বলে পরিগণিত করার দিন অবধি সময়সীমা ব্যতিরেকে) এই আদেশ যথোপযুক্ত শুনানির পরই জারি করতে হবে।

প্র১০: কী পদ্ধতিতে অগ্রিম বিধান নেওয়া যেতে পারে?

উ: ধারা ৯৭ এবং ৯৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অগ্রিম বিধান-এর জন্য আবেদন করা যেতে পারে। ধারা ৯৭ অনুযায়ী অগ্রিম বিধান-এর জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বর্ণিত ফর্ম অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। এই ফর্ম-এর নিদর্শ এবং বিস্তারিত পদ্ধতি আদর্শ জিএসটি বিধিতে বর্ণিত করা হবে।

ধারা ৯৮-এ অগ্রিম বিধান-এর আবেদনের বিচারের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বলা আছে। AAR আবেদনপত্রটির একটি প্রতিলিপি, আবেদনকারী যে আধিকারিকের অধীনে আছেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে আবেদনপত্র সম্বন্ধিত নথিপত্র চেয়ে পাঠাবেন। তারপর AAR ঐ আবেদনপত্র এবং সম্বন্ধিত তথ্যাদি পরীক্ষা এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে আবেদনকারীর শুনানিও নিতে পারেন। অতঃপর তিনি তাঁর আদেশে আবেদনটিকে মান্যতা দিয়ে অথবা খারিজ করে আদেশ জারি করবেন।

প্র১১: কোন পরিস্থিতিতে অগ্রিম বিধান-এর আবেদনটি আবশ্যিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে?

উ: ধারা ৯৮(২) অনুযায়ী আবেদনপত্রটি নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে আবশ্যিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে—

ক) যদি উত্থিত প্রশ্নটি কোনও First Appellate Authority অথবা Appellate Tribunal অথবা কোনও কোর্ট-এর নিকট বিচারাধীন থাকে;

খ) যদি উত্থিত প্রশ্নটির বিষয়ে কোনও First Appellate Authority অথবা Appellate Tribunal অথবা কোর্ট তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন;

গ) যদি উত্থিত প্রশ্নটি আবেদনকারীর অন্য কোনও কেস-এ এই আইনের কোনও ধারা অনুযায়ী বিচারাধীন থাকে;

ঘ) যদি কোনও Adjudicating Authority/Assessing Authority আবেদনকারীর কোনও কেস-এর উপর গৃহীত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যার বিষয় এবং বর্তমান প্রশ্নটির বিষয় এক হয়ে থাকে;

যদি আবেদনটি উপরোক্ত কারণগুলির বা কোনও একটি কারণের জন্য বাতিলযোগ্য বলে গণ্য হয় তবে তা বাতিল করার কারণ দর্শিয়ে একটি আদেশ জারি করতে হবে।

প্র১২: আবেদনপত্রটি গৃহীত হয়ে যাবার পর করণীয় কী?

উ: যদি আবেদনপত্রটি গৃহীত হয় তবে AAR তা গৃহীত হবার ৯০ দিনের মধ্যে তাঁর ফয়সালা দেবেন। সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে তিনি আবেদনপত্রটি এবং আবেদনকারী এবং সম্পর্কিত বিভাগীয় প্রতিনিধি প্রদত্ত তার সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করবেন।

সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে AAR-এর পক্ষে আবেদনকারী এবং সম্পর্কিত সিজিএসটি / এসজিএসটি এর বিভাগীয় প্রতিনিধির শুনানি নেওয়াও আবশ্যিক।

প্র১৩: AAR-এর সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে কী হবে ?

উ: AAR-এর সদস্য দুজনের মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তাঁরা বিতর্কিত বিষয়টি বা বিষয়গুলি AAAR-এর কাছে পাঠিয়ে দেবেন তাঁর শুনানির জন্য। যদি AAAR-এর সদস্যরাও বিতর্কিত বিষয়টি বা বিষয়গুলির উপর মতৈক্যে উপনীত হতে না পারেন তবে ধরা হবে যে বিতর্কিত বিষয়টি বা বিষয়গুলির উপর কোনও অগ্রিম বিধান দেওয়া যাবে না।

প্র১৪: AAR-এর আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার পদ্ধতিগুলি কী?

উ: AAAR-এর আদেশের উপর আপিল করার পদ্ধতিগুলি আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৯৯ এবং ধারা ১০০-তে বর্ণিত আছে।

যদি আবেদনকারী AAR-এর আদেশের উপর বিক্ষুব্ধ হন তবে তিনি বিচার চেয়ে AAAR-এর কাছে আপিল করতে পারেন। একইভাবে সিজিএসটি/এসজিএসটি-এর ক্ষেত্রীয় বা প্রস্তাবিত আধিকারিক (prescribed officer) যদি AAR-এর আদেশের উপর বিক্ষুব্ধ হন তবে তিনিও বিচার চেয়ে AAAR-এর কাছে আপিল করতে পারেন। প্রস্তাবিত আধিকারিক বলতে সেই আধিকারিককেই বোঝাবে যিনি সংশ্লিষ্ট সিজিএসটি /এসজিএসটি বিভাগ দ্বারা মনোনীত হবেন। সাধারণত সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বলতে সেই আধিকারিককেই বোঝাবে যাঁর অধীনে আবেদনকারী আছেন। এসব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রীয় সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিকই সংশ্লিষ্ট আধিকারিক।

অগ্রিম বিধান পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যেই আপিল জমা দিতে হবে এবং সেই আপিল নির্দিষ্ট ফর্ম-এ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যাচাই করার পরই জমা দিতে হবে। এই নির্দিষ্ট ফর্ম এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি আদর্শ সিজিএসটি বিধিতে বর্ণিত থাকবে।

অ্যাপিলেট অথরিটি আপিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষের শুনানি নিয়ে আপিল জমা হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে তাঁর আদেশ জারি করবেন। যদি AAAR-এর সদস্যরা বিষয়টির উপর মতৈক্যে উপনীত হতে না পারেন তবে ধরা হবে যে বিতর্কিত বিষয়টির উপর কোনও অগ্রিম বিধান দেওয়া যাবে না।

প্র১৫: AAR বা AAAR কি তাঁদের ইস্যু করা বিধান-এর ভ্রম সংশোধন করে কোনও আদেশ ইস্যু করতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। ধারা ১০১ AAR ও AAAR-কে তাঁদের ইস্যু করা আদেশের ভ্রম সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করার ক্ষমতা দিয়েছে। তবে তা আদেশের ৬ মাসের মধ্যেই করতে হবে। এই ধরনের ভুল AAR/AAAR দ্বারা পরিলক্ষিত হতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী বা এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিক দ্বারাও AAR /AAAR-এর গোচরে আনা যেতে পারে।

১৮

নিষ্পত্তি কমিশন
SETTLEMENT COMMISSION

প্র১: নিষ্পত্তি কমিশনের মৌলিক উদ্দেশ্য কী?

উ: এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ—

১) করদাতাকে কোনও কর-সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে দেওয়া।

২) সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল আইনি প্রক্রিয়া এড়িয়ে জিএসটি প্রদান-সংক্রান্ত বিতর্ক/বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তি।

৩) কর এড়ানো করদাতাদের বিবাদ মিটিয়ে দ্রুত কর প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া।

৪) এটি একটি ফোরাম যেখানে করদাতারা তাঁদের কর-সংক্রান্ত দায়ের সঠিক এবং সম্পূর্ণ বিবরণ ঘোষণার দ্বারা তাঁদের কেসগুলির বিবেচনা ও ফয়সালা চাইতে পারবেন।

৫) কর-সংক্রান্ত বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তিতে উৎসাহিত করা যাতে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে করদাতা মামলা রুজু (prosecution) হওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারেন।

প্র২: আন্তঃরাজ্য এবং অন্তঃরাজ্য বিবাদ কি আদর্শ জিএসটি আইনে মেটানো সম্ভব?

উ: আদর্শ জিএসটি আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র আইজিএসটি আইনেই (ধারা ১১ থেকে ২৬) নিষ্পত্তি কমিশনের সুবিধা দেওয়া আছে। এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এই বিধান অনুযায়ী কোনও কেস যার মধ্যে অন্তঃরাজ্য করযোগ্যতা আছে তার নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। তথাপি রাজ্য প্রশাসন যদি চান তাহলে তাঁরা আইজিএসটি আইনে প্রস্তাবিত

মাপদণ্ড (TEMPLATE) অনুযায়ী সেটা করতে পারেন এবং সিজিএসটি আইনেও এরকম প্রত্যেকটি রাজ্যের জন্য, আইজিএসটি আইনের বিধান অনুযায়ী, এই সম্পর্কিত সুযোগ/সুবিধা রাখা যেতে পারে।

প্র৩: আদর্শ জিএসটি আইনের নিষ্পত্তি (settlement) বিধান অনুযায়ী কেস বলতে কী বোঝায়?

উ: ধারা ১১ অনুযায়ী কেস মানে আইজিএসটি আইন অনুযায়ী আইজিএসটি আরোপ, অ্যাসেসমেন্ট ও সংগ্রহ সংক্রান্ত আইনি কারবার যা আইজিএসটি আধিকারিক অথবা First Appellate Authority-র কাছে তৎসংক্রান্ত বিবাদ/বিতর্ক সমাধানের জন্য পেশ করা হয়েছে। কেস মানে সেই আদেশকেও ধরা হবে যার আপিল আবেদনের সময়সীমা অতিক্রম করেনি। এই সংজ্ঞাতে এটাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে সমস্ত আপিল নির্দিষ্ট সময়ের পরে করা হয়েছে অথবা যে কেস উচ্চতর আধিকারিক দ্বারা নিম্নতর আধিকারিকের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্র৪: এই নিষ্পত্তি আবেদনের বিচার/শুনানির জন্য কমিশনের সদস্য কারা হবেন?

উ: রাজ্য সভাপতি (স্টেট চেয়ারম্যান), ও অন্যান্য দুই সদস্যের দ্বারা গঠিত ন্যায়াসন (বেঞ্চ) প্রত্যেকটি আবেদন শুনবেন। রাজ্য সভাপতি হবেন হাই কোর্টের একজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং অন্য দুজন সদস্য হবেন প্রায়োগিক (টেকনিক্যাল) সদস্য যাঁদের সিজিএসটি প্রশাসন থেকে নেওয়া হবে।

প্র৫: নিষ্পত্তি আবেদনের শুনানিতে সদস্যদের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে কী হবে?

উ: আইজিএসটি আইনের ধারা ১৪ অনুযায়ী যখন সদস্যদের মধ্যে কোনও বিষয়ে মতানৈক্য হবে তখন সংখ্যাধিক্যের মত-ই গ্রাহ্য হবে। এটাও বলা আছে যে যদি অসুস্থতা, অনুপস্থিতি বা শূন্যপদের কারণে তৃতীয় সদস্য অনুপস্থিত থাকেন তবে উপস্থিত দুই সদস্যই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সেখানে যদি মতানৈক্য দেখা দেয় তবে বিষয়টি তৃতীয় সদস্যের বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে এবং সংখ্যাধিক্যের মত-ই গ্রাহ্য হবে।

প্র৬: নিষ্পত্তির আবেদন কে করতে পারবেন?

উ: করের আওতাভুক্ত যে কোনও ব্যক্তি যাঁকে আইজিএসটি আইনের বিধান অনুযায়ী

কারণ দর্শানোর নির্দেশ (Show Cause Notice) পাঠানো হয়েছে এবং যেটা Adjudicating Authority বা First Appellate Authority-র নিকট বিচারাধীন রয়েছে, তিনিই আইজিএসটি আইনের ধারা ১৫ অনুযায়ী এই নিষ্পত্তির আবেদন করতে পারবেন।

প্র৭: নিষ্পত্তির আবেদনপত্রের সাথে প্রদেয় আবশ্যিক তথ্যাবলী কী হবে?

উ: নিষ্পত্তির আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর সঠিক ঘোষণা আবশ্যিক—

১) দেয় কর যা আধিকারিকের কাছে প্রকাশ করা হয়নি;
২) সেই প্রদেয় কর নিরূপণের পদ্ধতি;
৩) অতিরিক্ত কর যা তিনি প্রদেয় হিসাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন;
৪) অন্যান্য তথ্যাদি, যেমন ভুল শ্রেণীবিন্যাস (misclassification) বা করছাড়ের বিজ্ঞপ্তি (exemption notification)—যার কারণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

প্র৮: নিষ্পত্তির আবেদনপত্রের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারক শর্তাবলী কী?

উ: আইজিএসটি আইনের ধারা ১৫ অনুযায়ী নিম্নলিখিত শর্তাবলীর পরিপূরণ আবশ্যিক—

ক) আইজিএসটি আইন অনুযায়ী আবেদনকারী তাঁর প্রদেয় রিটার্নগুলি জমা দিয়েছেন অথবা নিষ্পত্তি কমিশন উপযুক্ত বিচার বিবেচনার পর তাঁকে এই বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন, এক্ষেত্রে নিষ্পত্তি কমিশন কোন যুক্তিতে সন্তুষ্ট হলেন যে ঐ ব্যক্তির রিটার্ন জমা না দেওয়ার পিছনে কিছু যুক্তিপূর্ণ কারণ ছিল তা নথিবদ্ধ করে রাখবেন।
খ) আবেদনকারী হয় প্রদেয় কর-সংক্রান্ত কোনো শো-কজ নোটিস (SCN) পেয়েছেন অথবা উপযুক্ত আধিকারিক (আইজিএসটি) দ্বারা কর দাবি সুনিশ্চিত করে ন্যায়নির্ণয় আদেশ (Adjudication Order) জারি করা হয়েছে এবং তা First Appellate Authority (FAA)-র নিকট বিচারাধীন রয়েছে।
গ) অতিরিক্ত প্রদেয় কর যা আবেদনকারী তাঁর আবেদনে স্বীকার করে নিয়েছেন, তার পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার অধিক; এবং
ঘ) আইজিএসটি আইনের ধারা ৩৬ অনুযায়ী আবেদনকারী অতিরিক্ত প্রদেয় কর প্রযোজ্য সুদ সমেত জমা করেছেন।

প্র৯: কোন কোন পরিস্থিতিতে নিষ্পত্তির আবেদন গ্রাহ্য হবে না?

উ: আইজিএসটি আইনের ধারা ১৫ অনুযায়ী নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কমিশন

আবেদনটিকে গ্রাহ্য করবেন না—

১) যদি কেসটি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল অথবা কোর্টের বিচারাধীন থাকে;
২) যদি আবেদনটির বিষয়বস্তু করের হার অথবা করের প্রযোজ্যতা সংক্রান্ত হয়;
৩) যদি প্রস্তাবিত ফি না দেওয়া হয়।

প্র১০: নিষ্পত্তির আবেদনকারী কি তাঁর আবেদনপত্র একবার জমা দিয়ে তারপর প্রত্যাহার করে নিতে পারেন?

উ: না। আইজিএসটি আইনের ধারা ১৫ অনুযায়ী কোনও আবেদনপত্র একবার জমা হয়ে গেলে তা প্রত্যাহার করা যাবে না।

প্র১১: নিষ্পত্তি কমিশন কী ধরনের আদেশ জারি করতে পারেন?

উ: নিষ্পত্তি কমিশন সেই সমস্ত আদেশ জারি করতে পারবেন যাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নিষ্পত্তির প্রশ্ন থাকবে—

১) আবেদনকারীর প্রদেয় কর, সুদ, জরিমানা অথবা দণ্ড (যদি এই রাশি ত্রিশ দিনের অথবা বর্ধিত তিন মাসের মধ্যে না দেওয়া হয় তবে তা সিজিএসটি আইনের ধারা ৫৪ অনুযায়ী উপযুক্ত সুদ সমেত উদ্ধার করা হবে) (ধারা ১৬);
২) নিষ্পত্তির অন্তর্গত রাশি কীভাবে পেমেন্ট করা হবে (ধারা ১৬);
৩) আবেদনের দিন পর্যন্ত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইজিএসটি আইনে কোনও মামলা রুজু না হয়ে থাকলে এবং যদি নিষ্পত্তি কমিশন সন্তুষ্ট হন এবং মনে করেন যে আবেদনকারী তাঁর কর-দায়বদ্ধতা সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করেছেন, তবে আবেদনকারীকে মামলা রুজু হওয়া থেকে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারেন (ধারা ২০);
৪) আইজিএসটি আইন অনুযায়ী প্রদেয় জরিমানার থেকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক নিরাপত্তা প্রদান করতে পারেন (ধারা ২০);
৫) কমিশনের কাছে কোনও কেস বিচারাধীন থাকাকালীন আবেদনকারীর সম্পত্তির শর্তাধীন সংযুক্তিকরণের (প্রোভিসনাল অ্যাটাচমেন্ট) আদেশ করতে পারেন। যদি এই সংক্রান্ত প্রদেয় অর্থ আবেদনকারী সম্পূর্ণ রূপে প্রদান করে থাকেন এবং সেই সংক্রান্ত বৈধ নথি কমিশনের কাছে পেশ করা হয় তবে উপরোক্ত সংযুক্তিকরণের আদেশ খারিজ বলে গণ্য হবে (ধারা ১৭);
৬) যদি কমিশন মনে করেন যে আবেদনকারী কমিশনের সাথে যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন না তাহলে কমিশন কেসটি ক্ষেত্রীয় আইজিএসটি আধিকারিক অথবা

FAA-র কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অ্যাডজুডিকেটিং আধিকারিক নিষ্পত্তি কমিশনের কাছে প্রদত্ত নথিপত্র অথবা কমিশন দ্বারা কৃত তদন্তের ফলাফলকে নিজের বিচারের কাজে লাগাতে পারবেন (ধারা ২১);

৭) এই কেস-সংক্রান্ত কোনও বিষয় যেটির সিদ্ধান্ত আগে নেওয়া হয়ে গেছে, তা পুনর্বিবেচনা করতে এবং আদেশ জারি করতে পারেন। এই সিদ্ধান্ত তখনই নেওয়া যেতে পারে যদি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পাঁচ বছর পূর্ণ না হয়ে থাকে (আবেদনের দিন পর্যন্ত ধরলে) ও এই বিষয়ে আবেদনকারী রাজি থাকেন (ধারা ১৮)।

প্র১২: কোন পরিস্থিতিতে কমিশনের আদেশ প্রত্যাহার করা যেতে পারে?

উ: ১) কমিশনের আদেশ অসিদ্ধ (void) বলে গণ্য হবে যদি দেখা যায় যে সেই আদেশ প্রতারণা (fraud) অথবা মিথ্যা বর্ণনা (misrepresentation) দ্বারা লাভ করা হয়েছে। অতঃপর অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি অথবা অ্যাপিলেট অথরিটি সেই কেসটির প্রথম থেকে পুনর্বিবেচনা করবেন এবং তা শেষ করবেন নিষ্পত্তি কমিশনের কাছ থেকে এই মর্মে জ্ঞাত হবার তারিখের থেকে দুই বছরের সময়সীমার মধ্যে (ধারা ১৬);

২) প্রসিকিউশন বা জরিমানার থেকে নিরাপত্তা প্রদানকারী নিষ্পত্তি কমিশনের আদেশ প্রত্যাহার করা যেতে পারে যদি দেখা যায় যে এই আদেশ জারি করার ক্ষেত্রে আবেদনকারী কোনও তথ্য গোপন করেছেন বা কোনও ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে অথবা নিষ্পত্তির আদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট রাশি সময়মতো জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন (ধারা ২০)।

প্র১৩: কারা নিষ্পত্তি কমিশনের সুবিধা পেতে পারেন না?

উ: নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা নিষ্পত্তি কমিশনের সুবিধা পেতে পারেন না—

১) একই ব্যক্তি দুবার কমিশনের সুবিধা নিতে পারবেন না;

২) কোনও বিষয়ে নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত আদেশ জারি হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে ঐ কেস-সংক্রান্ত যে কোনও অপরাধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আইজিএসটি আইনে দোষী সাব্যস্ত (convicted) হয়েছেন তাহলে ঐ ব্যক্তি আর কোনও নিষ্পত্তির আবেদন করতে পারবেন না। এছাড়াও কমিশনের সঙ্গে অসহযোগিতার জন্য যাঁর কেস সংশ্লিষ্ট অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটির কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে, তিনিও আর নিষ্পত্তি কমিশনের সুবিধা নিতে পারবেন না (ধারা ২৩)।

প্র১৪: নিষ্পত্তি কমিশনের ক্ষমতা কী?

উ: আইজিএসটি আইনের ২৫ এবং ২৬ ধারায় নিষ্পত্তি কমিশনের ক্ষমতা ও কর্মপদ্ধতির বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। Code of Civil Procedure, 1908 অনুযায়ী একটি দেওয়ানি আদালতের কিছু অধিকার নিষ্পত্তি কমিশনের উপর ন্যস্ত (vested) আছে। কোনও ব্যক্তির পরীক্ষণ, এবং তাঁকে হিসাবের খাতা এবং অন্যান্য প্রামাণ্য তথ্য পেশ করতে বাধ্য করার অধিকার কমিশনের উপর ন্যস্ত আছে। Code of Criminal Procedure, 1973-এর ধারা ১৯৫-এ প্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী নিষ্পত্তি কমিশন একটি deemed কোর্ট হিসাবে পরিগণিত। IPC 1860-এর ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ অনুযায়ী, এবং ধারা ১৯৬-এর উদ্দেশ্যে অনুযায়ী, এর নিকট বিচার্য যেকোনও বিষয় আইনি প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য হবে। নিজের কার্যপ্রণালীর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও নিষ্পত্তি কমিশনের উপর ন্যস্ত আছে।

IPC, ১৮৬০-এর ধারা ১৯৩-এ বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও ভুল তথ্য প্রদান করার জন্য দণ্ডবিধি বর্ণিত আছে। এছাড়াও ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কোনও আধিকারিককে বাধা দেওয়া বা হুমকি দেওয়ার জন্য দণ্ডবিধি বর্ণিত আছে IPC, ১৮৬০-এর ধারা ২২৮-এ। সুতরাং নিষ্পত্তি কমিশন উপরোক্ত কারণগুলির ক্ষেত্রে IPC, ১৮৬০-এর দণ্ডবিধি আরোপ করার সুবিধা নিতে পারবেন।

আইজিএসটি আইনের ধারা ২৪ অনুযায়ী নিষ্পত্তি কমিশন তিন মাসের মধ্যে তাঁর জারি করা আদেশের পরিমার্জনা করতে পারবেন যদি কিনা তাতে কোনও তথ্য-সংক্রান্ত ভুল হয়ে থাকে। সেই ধরনের ভুল নিষ্পত্তি কমিশনের নিজের দ্বারা পরিলক্ষিত হতে পারে অথবা আবেদনকারী বা ক্ষেত্রীয় আইজিএসটি আধিকারিক দ্বারা নিষ্পত্তি কমিশনের গোচরে আনা হতে পারে। যদি এই সংশোধনের ফলস্বরূপ আবেদনকারীর কর-দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পায় বা তাঁর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হ্রাস পায় তবে এইরূপ সংশোধিত আদেশ জারি করবার আগে আবেদনকারীর শুনানি আবশ্যিক।

১১

পরিদর্শন, তল্লাশি, আটক এবং গ্রেপ্তার
INSPECTION, SEARCH, SEIZURE & ARREST

প্র১: তল্লাশি (সার্চ) শব্দের অর্থ কী?

উ: আইনের অভিধান এবং বিভিন্ন বিচার-সংক্রান্ত ভাষ্য অনুযায়ী, 'তল্লাশি' শব্দের দ্বারা বোঝায় সরকারি ব্যবস্থার অধীন এমন একটি কাজ যাতে করে কোনও জায়গা, স্থান, ব্যক্তি, জিনিস ইত্যাদির কাছে পৌঁছে, দেখে বা ভালোভাবে পরীক্ষা করে সেখানে গোপন কিছুর সন্ধান করা যায় অথবা অপরাধের প্রমাণ খুঁজে বের করা যায়। কোনও ব্যক্তি বা বাহন বা স্থানের তল্লাশি করা যাবে শুধুমাত্র উপযুক্ত এবং বৈধ আইনি অনুমোদন থাকলে।

প্র২: পরিদর্শন (ইন্সপেকশন) শব্দের অর্থ কী?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনে পরিদর্শন একটি নতুন বিধান। সার্চের তুলনায় এটি একটি লঘুতর বিধান যা আধিকারিকদের একজন করদাতা ব্যক্তির যে কোনও ব্যবসার জায়গা এবং পণ্য পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির অথবা কোনও গুদামের মালিক বা পরিচালকের যে কোনও ব্যবসার স্থানে প্রবেশের অধিকার দেয়।

প্র৩: পরিদর্শনের জন্য কে নির্দেশ দিতে পারেন এবং কোন পরিস্থিতিতে?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৬০ অনুযায়ী একজন সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিক পরিদর্শন করতে পারেন শুধুমাত্র একজন যুগ্ম কমিশনার বা উচ্চতর পদাধিকারীর লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে। একজন যুগ্ম কমিশনার বা উচ্চতর পদাধিকারী এরকম অনুমোদন দিতে পারবেন একমাত্র যদি তাঁর বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিম্নলিখিত

যে কোনও একটি কাজ করেছেন—

১) সরবরাহ সংক্রান্ত বিনিময় গোপন করেছেন;
২) হাতে থাকা পণ্যের স্টক গোপন করেছেন;
৩) অতিরিক্ত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করেছেন;
৪) কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের কোনও ধারা লঙ্ঘন করেছেন;
৫) একজন পরিবহনকারী বা গুদামমালিক এমন পণ্য রেখেছেন যার উপর কর দেওয়া হয়নি অথবা তার হিসাব বা পণ্য এমনভাবে রেখেছেন যার ফলে কর ফাঁকির সম্ভাবনা আছে।

প্র৪: একজন উপযুক্ত আধিকারিক কি কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি/অঙ্গন পরিদর্শনের অনুমতি আইনের এই ধারায় দিতে পারেন?

উ: না। একজন সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিককে অনুমোদন দেওয়া যাবে নিম্নলিখিত পরিদর্শনের জন্য—

১) একজন করদাতা ব্যক্তির যে কোনও ব্যবসার স্থান;
২) পণ্য পরিবহনের সাথে যুক্ত কোনও ব্যক্তির যে কোনও ব্যবসার স্থান, সে তিনি রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি হন বা না হন।
৩) কোনও গুদামের মালিক বা পরিচালকের যে কোনও ব্যবসার স্থান।

প্র৫: আদর্শ জিএসটি আইনে তল্লাশি এবং আটক (সিজার)-এর আদেশ কে দিতে পারে?

উ:একজন যুগ্ম কমিশনার বা উচ্চতর পদমর্যাদার আধিকারিক পণ্য, নথি, খাতাপত্র অথবা জিনিসপত্র তল্লাশি এবং আটক করার জন্য একজন আধিকারিককে লিখিত অনুমতি দিতে পারেন। এরকম অনুমতি দেওয়া যাবে শুধুমাত্র যখন যুগ্ম কমিশনারের কাছে এই বিশ্বাসের কারণ থাকবে যে বাজেয়াপ্ত হবার মতো কোনও পণ্য বা কোনও প্রক্রিয়ার সাথে প্রাসঙ্গিক কোনও নথি বা খাতাপত্র বা জিনিস কোনও স্থানে গোপন করা আছে।

প্র৬: 'বিশ্বাসের কারণ' শব্দবন্ধের মানে কী?

উ: বিশ্বাসের কারণ রূপে থাকতে হবে তথ্যের জ্ঞান, যেটা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমতুল্য নাও হতে পারে, কিন্তু যা কিনা একজন যুক্তিপূর্ণ মানুষকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত করবে যদি তার কাছে একই তথ্য থাকে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (IPC)-এর ধারা ২৬ অনুযায়ী,

"একজন ব্যক্তির কিছুর প্রতি বিশ্বাসের কারণ আছে বলে ধরে নেওয়া হবে যদি তাঁর কাছে অন্য কিছু বিশ্বাস না করে সেটি বিশ্বাস করার পর্যাপ্ত কারণ থাকে।" 'বিশ্বাসের কারণ' শব্দবন্ধের দ্বারা বিবেচিত হয় বুদ্ধিপূর্ণ সযত্ন মূল্যনিরূপণের উপর ভিত্তি করে করা এক নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত যেটা শুধু ব্যক্তিগত বিবেচনাপ্রসূত কিছুর থেকে একেবারেই আলাদা। এটা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক উপাদান এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একজন সৎ এবং যুক্তিপূর্ণ মানুষের বিশ্বাস।

প্র৭: পরিদর্শন বা তল্লাশি এবং আটকের অনুমতি দেবার আগে উপযুক্ত আধিকারিককে এই 'বিশ্বাসের কারণ' লিখে রাখা কি বাধ্যতামূলক?

উ: যদিও তল্লাশির অনুমতি দেবার আগে আধিকারিকের এরকম বিশ্বাসের কারণ ব্যক্ত করার দরকার নেই, কিন্তু যে সব জিনিসের সাহায্যে তাঁর বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল তা তাঁকে প্রকাশ করতে হবে। 'বিশ্বাসের কারণ' প্রতিটি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা ভালো হয় যদি তল্লাশি পরোয়ানা (ওয়ারেন্ট) দেবার আগে বা তল্লাশি শুরু করার আগে সমস্ত উপাদান/তথ্যাদি লিখে রাখা হয়।

প্র৮: তল্লাশি পরোয়ানা কী এবং এর মধ্যে কী কী থাকে?

উ: তল্লাশি করার জন্য লিখিত অনুমতিকেই সাধারণভাবে 'সার্চ ওয়ারেন্ট' বলা হয়। তল্লাশি পরোয়ানা দেবার যোগ্য আধিকারিক হলেন যুগ্ম কমিশনার বা উচ্চতর পদমর্যাদার একজন আধিকারিক। একটি তল্লাশি পরোয়ানায় তল্লাশি করার কারণ হিসাবে উপযুক্ত বিশ্বাসের উল্লেখ অবশ্যই থাকবে। তল্লাশি পরোয়ানায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা উচিত—

১) আইনের লঙ্ঘন;
২) যে স্থানের তল্লাশি করা হবে;
৩) তল্লাশির জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম এবং পদ;
৪) পরোয়ানা প্রদানকারী আধিকারিকের নাম এবং পদ, গোল মোহর সহ;
৫) স্বাক্ষরের তারিখ এবং স্থান;
৬) তল্লাশি পরোয়ানার ক্রমাঙ্ক;
৭) বৈধতার সময়কাল অর্থাৎ এক বা দুই দিন ইত্যাদি।

প্র৯: আদর্শ জিএসটি আইনে কখন কোনও পণ্য বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য হয়ে ওঠে?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৭০ আনুযায়ী পণ্য বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য হয় যখন কোনও ব্যক্তি নিম্নলিখিত কাজগুলি করেন—

১) এই আইনের কোনও ধারা বা তার অন্তর্গত কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করে পণ্য সরবরাহ করার ফলে কর ফাঁকি ঘটলে;
২) যে পণ্যের উপর এই আইনে কর দেবার কথা, সেই পণ্যের হিসাব না রাখলে;
৩) রেজিস্ট্রেশন-এর জন্য আবেদন না করে এই আইনে করযোগ্য কোনও পণ্য সরবরাহ করলে;
৪) কর ফাঁকির ইচ্ছা নিয়ে সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের কোনও ধারা বা তার অন্তর্গত কোনও বিধি লঙ্ঘন করলে।

প্র১০: বৈধ তল্লাশির সময় একজন আধিকারিক কী কী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন?

উ: তল্লাশি করছেন এমন একজন আধিকারিক তল্লাশি করার এবং তল্লাশির স্থান থেকে পণ্য (যা বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য) এবং নথি, খাতাপত্র বা জিনিস (যা আদর্শ জিএসটি আইনের কোনও প্রক্রিয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক) আটক করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যে জায়গার তল্লাশির অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেখানে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করা হলে তল্লাশির সময় আধিকারিক তার দরজা ভেঙে প্রবেশ করতে পারেন। তল্লাশি চলার সময় যদি কোনও আলমারি বা বাক্স খুলতে অস্বীকার করা হয়, আধিকারিক সেই আলমারি বা বাক্স খোলার জন্য ভাঙতে পারেন যদি তিনি মনে করেন সেই আলমারি বা বাক্সে কোনও পণ্য, হিসাব, খাতাপত্র বা নথি লুকিয়ে রাখা আছে। প্রবেশ করতে না দিলে তিনি জায়গাটি সিল করেও দিতে পারেন।

প্র১১: তল্লাশি করার পদ্ধতি কী?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৬০ (৮) অনুযায়ী তল্লাশি করতে হবে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এ দেওয়া বিধান অনুসারে। কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর-এর ধারা ১০০-তে কী পদ্ধতিতে তল্লাশি করতে হবে তা বিবৃত করা আছে।

প্র১২: তল্লাশির সময় কোন মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলতে হবে?

উ: তল্লাশি করার সময় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মেনে চলা উচিত—

- উপযুক্ত আধিকারিকের স্বাক্ষরিত বৈধ তল্লাশি পরোয়ানা ছাড়া কোনও জায়গার তল্লাশি করা যাবে না।

- বাসস্থানের তল্লাশি করার দলে অবশ্যই একজন মহিলা আধিকারিক থাকবেন।
- তল্লাশি শুরু করার আগে সেই স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আধিকারিকরা তাঁদের পরিচয়-পত্র দেখিয়ে তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করবেন।
- তল্লাশি শুরু করার আগে সেই স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তল্লাশি পরোয়ানা দেখিয়ে এবং তিনি যে সেটি দেখেছেন তার প্রমাণ হিসাবে সেটির উপর তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে তল্লাশি পরোয়ানাকে কার্যকরী করতে হবে। তল্লাশি পরোয়ানার উপর কমপক্ষে দুজন সাক্ষীর সইও নিতে হবে।
- তল্লাশি করতে হবে সেই এলাকার কমপক্ষে দুজন নিরপেক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে। যদি সেই এলাকায় এমন কোনও অধিবাসী না পাওয়া যায় বা কেউ ইচ্ছুক না হয়, তবে অন্য এলাকার অধিবাসীদের তল্লাশির সাক্ষী করা যাবে। তল্লাশির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাক্ষীদের সংক্ষিপ্তভাবে অবহিত করতে হবে।
- তল্লাশি শুরুর আগে তল্লাশি দলের সব আধিকারিক এবং সঙ্গের সাক্ষীদের তাঁদের নিজেদের দেহ তল্লাশি করাবার জন্য সেই স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ করা উচিত। ঠিক একইভাবে তল্লাশি শেষ হলে সব আধিকারিক এবং সাক্ষীদের দেহ তল্লাশির জন্য আবার অনুরোধ জানানো উচিত।
- তল্লাশির বিবরণী-সংক্রান্ত একটি পঞ্চনামা/মহাজার অকুস্থলেই তৈরি করতে হবে। উদ্ধার করা এবং আটক করা সমস্ত পণ্য এবং নথিপত্রের একটি তালিকা বানাতে হবে এবং সেটি পঞ্চনামা/মহাজার-এর সাথে সংযোজনী হিসাবে থাকবে। পঞ্চনামা/মহাজার এবং আটক করা পণ্য ও নথিপত্রের তালিকাতে অবশ্যই সাক্ষীদের, সেই স্থানের মালিক যার সামনে তল্লাশি করা হয়েছে এবং তল্লাশির জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর থাকবে।
- তল্লাশি হয়ে গেলে তল্লাশির ফলাফল-সংক্রান্ত একটি রিপোর্টের সাথে নিষ্পন্ন করা তল্লাশি পরোয়ানার মূল প্রতিলিপি পরোয়ানা প্রদানকারী আধিকারিককে ফেরত দিতে হবে। তল্লাশিতে অংশগ্রহণকারী আধিকারিকদের নাম তল্লাশি পরোয়ানার পেছনদিকে লিখে রাখা যেতে পারে।
- তল্লাশি পরোয়ানা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে জারি হওয়া তল্লাশি পরোয়ানার জন্য রেকর্ড খাতা রাখতে হবে এবং ব্যবহৃত হওয়া ও ফেরত আসার তল্লাশি পরোয়ানাগুলিকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে।
- সংযোজনী সহ পঞ্চনামা/মহাজার-এর একটি প্রতিলিপি তল্লাশির স্থানের মালিক বা তার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দিতে হবে এবং তার প্রাপ্তিস্বীকার নিতে হবে।

প্র১৩: অন্য কোনও পরিস্থিতিতে কি একজন সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিক কোনও ব্যবসার জায়গায় যেতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৬৪ অনুযায়ী প্রবেশ করা যায়। আইনের এই ধারায় সিজিএসটি/এসজিএসটি-এর হিসাব নিরীক্ষক দল (অডিট) বা সি অ্যান্ড এজি বা সিজিএসটি /এসজিএসটি আইনের ধারা ৫০ অনুযায়ী মনোনীত কোনও কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট তল্লাশি পরোয়ানা ছাড়াই রাজস্বের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অডিট, পরীক্ষা এবং যাচাই করার জন্য যে কোনও ব্যবসার জায়গায় প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু এর জন্য সিজিএসটি বা এসজিএসটি-র অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার-এর প্রদান করা লিখিত অনুমতি প্রয়োজন। এই বিধান করযোগ্য ব্যক্তির মুখ্য বা অতিরিক্ত ব্যবসার স্থান হিসাবে নথিভুক্ত জায়গা ছাড়া অন্য ব্যবসার জায়গাতেও প্রবেশের অনুমতি দেয় যেখানে করদাতা ব্যক্তির অডিট বা হিসাব পরীক্ষার জন্য দরকারি হিসাবের খাতা, নথিপত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি থাকে।

প্র১৪: তল্লাশিকে কখন অবৈধ বলা হয়? কোনও অবৈধ তল্লাশির মাধ্যমে সংগৃহীত প্রমাণ কি কোনও বিচার প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য?

উ: বৈধ তল্লাশি পরোয়ানা ছাড়া (অর্থাৎ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য ব্যক্তির প্রদান করা তল্লাশি পরোয়ানা অথবা বিনা তল্লাশি পরোয়ানায়) করা তল্লাশি একটি বেআইনি অবৈধ তল্লাশি রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু এজন্যে অভিযুক্ত কোনও সুবিধা পেতে পারে না। এই কারণে এমনকি কোনও অবৈধ তল্লাশি এবং আটক-এর সময় সংগৃহীত প্রমাণকেও বিচার প্রক্রিয়াদির সময় গ্রহণযোগ্য বলেই ধরা হয়।

প্র১৫: আটক (সিজার) শব্দের অর্থ কী?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনে আটক শব্দের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া নেই। আইন অভিধান অনুযায়ী আটক বলতে বোঝায় কোনও আইনগত পদ্ধতির সাহায্যে কোনও আধিকারিকের দ্বারা কোনও সম্পত্তির দখল নেওয়া। সাধারণভাবে এতে সম্পত্তির মালিক বা বর্তমান অধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক দখল নেওয়া বোঝায়।

প্র১৬: আদর্শ জিএসটি আইনে কোনও পণ্য বা বাহনকে কি সাময়িকভাবে আটক (ডিটেনশন) করা যায়?

উ: হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৬৯ অনুযায়ী একজন আধিকারিক কোনও পণ্য বা বাহন (ট্রাক বা অন্য গাড়ি) সাময়িকভাবে আটকাতে পারেন। এটা করা যাবে সেই সমস্ত পণ্যের জন্য যেগুলো আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ভঙ্গ করে পরিবহন করা হচ্ছে

বা যাতায়াতের পথে জমিয়ে রাখা হয়েছে। হিসাব বহির্ভূত জমা থাকা পণ্যও সাময়িকভাবে আটকে রাখা যাবে। যথোচিত কর বা সমমূল্যের নিরাপত্তা প্রদান করলে এই সমস্ত পণ্য ও যানকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।

প্র১৭: 'আটক' (seizure) এবং 'সাময়িক আটকে রাখা'-র (detention) মধ্যে আইনগত পার্থক্য কী?

উ: একটি আইনি আদেশ বা নোটিস-এর বলে কোনও সম্পত্তির মালিক বা বর্তমান অধিকারীকে সম্পত্তির দখল থেকে বঞ্চিত করাই হলো 'সাময়িক আটকে রাখা'। পণ্যের প্রকৃত দখলদারি নেওয়া হলো 'আটক'। সাময়িক আটকে রাখার আদেশ দেওয়া হয় যখন কোনও পণ্য বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য বলে মনে করা হয়। আটক তখনই করা যাবে যদি তদন্ত বা অনুসন্ধানের ফলে এই যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস জন্মায় যে পণ্যগুলি বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য।

প্র১৮: আদর্শ জিএসটি আইনে তল্লাশি এবং আটক-সংক্রান্ত ব্যাপারে কী কী রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৬০ অনুযায়ী তল্লাশি এবং আটক-সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারে কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে। সেগুলি হলো—

১) আটক করা পণ্য বা নথিপত্র পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের পরে আর আটকে রাখা যাবে না;
২) যে ব্যক্তির কাছ থেকে নথিপত্র আটক করা হয়েছে, তিনি ওইসব নথিপত্রের ফটোকপি নিতে পারেন;
৩) আটক পণ্যের জন্য, যদি আটকের ৬০ দিনের মধ্যে কোনও নোটিস পাঠানো হয়, যে ব্যক্তির কাছ থেকে পণ্য আটক করা হয়েছিল, তাঁকে সেই পণ্য ফেরত দিতে হবে। এই ৬০ দিনের সময়সীমা যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলে সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত বাড়ানো যাবে;
৪) আটককারী আধিকারিককে আটক পণ্যের তালিকা (inventory) বানাতে হবে;
৫) কিছু শ্রেণীর পণ্য যা আদর্শ জিএসটি আইনে নির্দিষ্ট করা থাকবে (যেমন দ্রুত পচনশীল, বিপজ্জনক পণ্য ইত্যাদি) আটকের অব্যবহিত পরেই খালাস করে দেওয়া যেতে পারে;
৫) তল্লাশি এবং আটক-এর ব্যাপারে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর-এর ধারা ১৬৫-এর

উপধারা (৫)-এ একটা গুরুত্বপূর্ণ বদল করা হয়েছে— তল্লাশির সময় বানানো কোনও নথির প্রতিলিপি নিকটতম ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অপরাধের মান্যতা পাবার জন্য না পাঠিয়ে সেটা পাঠাতে হবে সিজিএসটি মুখ্য কমিশনার/সিজিএসটি কমিশনার/এসজিএসটি কমিশনার-এর কাছে।

প্র১৯: করযোগ্য পণ্যের পরিবহনের সময় কি কোনও বিশেষ নথি (ডকুমেন্ট) বহন করার দরকার আছে?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৬১ অনুযায়ী পরিবহন গাড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যথাবিহিত নথি সাথে রাখতে হবে যদি চালানমূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক হয়।

প্র২০: 'গ্রেপ্তার' (অ্যারেস্ট) শব্দের অর্থ কী?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনে 'গ্রেপ্তার' শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া নেই। কিন্তু বিচার-সংক্রান্ত ভাষ্য অনুযায়ী 'গ্রেপ্তার' বলতে বোঝায় "কোনও বৈধ আদেশ বা কর্তৃত্বের বলে কোনও ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া"। অন্য কথায় একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলা যাবে যখন বৈধ গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ক্ষমতার ফলে তাঁর স্বাধীনতা সংকুচিত হবে।

প্র২১: আদর্শ জিএসটি আইনে কখন একজন উপযুক্ত আধিকারিক কোনও ব্যক্তির গ্রেপ্তারির অনুমতি দিতে পারেন?

উ: সিজিএসটি /এসজিএসটি কমিশনার কোনও ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য একজন সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিককে অনুমতি দিতে পারেন যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে সেই ব্যক্তি এমন অপরাধ করেছে যা সিজিএসটি/এসজিএসটি আইনের ধারা ৭৩(১)(১), ৭৩(১)(২) এবং ৭৩(২) অনুযায়ী শাস্তির যোগ্য। এর অর্থ এই যে, কোনও ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তখনই গ্রেপ্তার করা যাবে যখন কর ফাঁকির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার অধিক অথবা যেখানে কোনও ব্যক্তি পূর্বের কোনও অপরাধের জন্য আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৭৩-এর অধীনে শাস্তিপ্রাপ্ত।

প্র২২: আদর্শ জিএসটি আইনে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির জন্য কী রক্ষাকবচ আছে?

উ: গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির জন্য ধারা ৬২-তে কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে। সেগুলি হলো—

১) যদি কোনও ব্যক্তিকে আদালতগ্রাহ্য অপরাধের (cognizable offence) জন্য গ্রেপ্তার করা হয়, তবে তাঁকে লিখিতভাবে গ্রেপ্তারির কারণ জানাতে হবে এবং তাঁকে গ্রেপ্তারির ২৪ ঘন্টার মধ্যে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করাতে হবে;

২) কোনও ব্যক্তিকে আদালতগ্রাহ্য নয় (non-cognizable) এবং জামিনযোগ্য অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হলে, সিজিএসটি/ এসজিএসটি-র ডেপুটি/ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তাঁকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর ধারা ৪৩৬-এর অধীন একজন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উপর প্রযোজ্য একই বিধান তাঁর উপরেও প্রযোজ্য হবে;

৩) সমস্ত গ্রেপ্তার করতে হবে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর গ্রেপ্তার সম্পর্কিত বিধান অনুযায়ী।

প্র২৩: গ্রেপ্তার করার সময় কী কী সাবধানতা নিতে হবে?

উ: কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর গ্রেপ্তার সম্পর্কিত নিয়মাবলী এবং পদ্ধতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। সেজন্য সিজিএসটি/এসজিএসটি-র সমস্ত ফিল্ড আধিকারিকদের কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর ১৯৭৩-এর বিধানগুলি সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান যা লক্ষণীয় তা হলো Cr.P.C., ১৯৭৩-এর ধারা ৫৭ অনুযায়ী বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার হওয়া কোনও ব্যক্তিকে কেসের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সময়ের অতিরিক্ত আটক রাখা যাবে না, এবং এই সময় চব্বিশ ঘন্টা (গ্রেপ্তারের জায়গা থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট পর্যন্ত যাতায়াতের সময় বাদে) অতিক্রম করবে না। এই সময়ের মধ্যে, Cr.P.C.-র ধারা ৫৬ অনুযায়ী বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে সেই অধিক্ষেত্রের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করাতে হবে।

ডি কে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেসে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এক বিশেষ রায়ের মাধ্যমে, যেটা ১৯৯৭(১) এসসিসি ৪১৬-তে প্রকাশিত, গ্রেপ্তারের সময় পালনীয় সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছেন। যদিও এটা পুলিসের সঙ্গে সম্পর্কিত, তবুও গ্রেপ্তারের ক্ষমতাসম্পন্ন সমস্ত দপ্তরের এই মেনে চলা দরকার। এগুলো হলো—

১) গ্রেপ্তার করা এবং গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের সাথে যুক্ত পুলিস কর্মীবৃন্দকে নিখুঁত, দৃশ্যমান এবং পরিষ্কার নাম ও পদের পরিচয়জ্ঞাপক পত্র বহন করতে হবে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের সাথে জড়িত এরকম সমস্ত পুলিসের পরিচয় রেজিস্টারে নথিভুক্ত রাখতে হবে।

২) গ্রেপ্তারকারী পুলিস আধিকারিক গ্রেপ্তার করার সময় একটা গ্রেপ্তারি মেমো বানাবেন এবং এই মেমোতে অন্তত একজন সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকবে, যিনি হতে

পারেন গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির পরিবারের একজন সদস্য অথবা যে এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সেখানকার কোনও সম্মাননীয় ব্যক্তি। এটাতে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির স্বাক্ষর নিতে হবে এবং গ্রেপ্তারের তারিখ ও সময়ের উল্লেখ থাকবে।

৩) যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়েছে এবং কোনও থানা, জিজ্ঞাসাবাদের কেন্দ্র বা লক-আপের হেফাজতে রাখা হয়েছে, তাঁর ঐ জায়গাতে আটকে থাকার খবর, যত দ্রুত সম্ভব, তাঁর একজন বন্ধু বা আত্মীয় বা তাঁর পরিচিত ও ভালোমন্দের সাথে যুক্ত কোনও ব্যক্তিকে জানাতে হবে, যদি না গ্রেপ্তারি মেমোতে স্বাক্ষরকারী সাক্ষী নিজেই গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির সেই বন্ধু বা আত্মীয় হন।

৪) গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নিকটবন্ধু বা আত্মীয় জেলা বা শহরের বাইরে থাকলে গ্রেপ্তারের সময়, স্থান এবং আটক করে রাখার জায়গা পুলিস অবশ্যই গ্রেপ্তারের ৮ থেকে ১২ ঘন্টার মধ্যে জেলার আইনি সাহায্য সংস্থা (লিগ্যাল এইড অর্গানাইজেশন) বা সংশ্লিষ্ট এলাকার থানার মাধ্যমে টেলিগ্রাম করে জানাতে বাধ্য থাকবে।

৫) আটক করে রাখা স্থানের ডায়রিতে গ্রেপ্তার করা ব্যক্তি সম্পর্কে একটা নথিভুক্তি থাকবে, তাতে যাকে গ্রেপ্তারের খবর দেওয়া হয়েছে এমন বন্ধুর নাম এবং গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি যে পুলিস আধিকারিকদের অধীনে আছে তাদের নাম এবং বিশদ উল্লেখ থাকবে।

৬) গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে, তাঁর অনুরোধ ক্রমে, গ্রেপ্তারের সময় তাঁর শরীরে কোনও বড় বা ছোট আঘাতের চিহ্ন থাকলে তা পরীক্ষা করাতে হবে এবং সেই সময়ে লিপিবদ্ধ করাতে হবে। 'ইন্সপেকশন মেমো'-তে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি এবং গ্রেপ্তারকারী পুলিস আধিকারিক উভয়ের স্বাক্ষর থাকবে এবং তার প্রতিলিপি গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে দিতে হবে।

৭) সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ডাইরেক্টর হেল্‌থ সার্ভিসের নিয়োগপ্রাপ্ত এবং অনুমোদিত প্যানেলের একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারকে দিয়ে হেফাজতে আটক থাকার সময় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে প্রতি ৪৮ ঘন্টা অন্তর ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হবে। সমস্ত তেহসিল এবং জেলার জন্য ডাইরেক্টর হেল্‌থ সার্ভিসের এরকম প্যানেল তৈরি করা উচিত।

৮) গ্রেপ্তারি মেমোসহ সমস্ত নথিপত্রের প্রতিলিপি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর রেকর্ডের জন্য পাঠাতে হবে।

৯) জিজ্ঞাসাবাদের সময় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে তাঁর আইনজীবীর সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, যদিও তা জিজ্ঞাসাবাদের সর্বক্ষণের জন্য নয়।

১০) সমস্ত জেলা এবং রাজ্যের প্রধান কার্যালয়ে একটা পুলিস কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেখানে গ্রেপ্তারকারী আধিকারিক গ্রেপ্তারের ১২ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার

এবং গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে হেফাজতে রাখার জায়গার ব্যাপারে তথ্যাদি জানাবেন এবং পুলিস কন্ট্রোল রুমে এই সমস্ত তথ্য একটা সুস্পষ্ট নোটিস বোর্ডে প্রদর্শিত থাকবে।

প্র২৪: গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সাধারণত কী ধরণের নির্দেশিকা সিবিইসি-তে মেনে চলা হয়?

উ: বিভিন্ন বিষয়গুলি যেমন, অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, ফাঁকি দেওয়া কর বা অন্যায়ভাবে নেওয়া ক্রেডিটের পরিমাণ, অপরাধের প্রকৃতি ও গুণগত মান, প্রমাণ লোপাট বা সাক্ষীকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা, তদন্তে সহযোগিতা ইত্যাদির বিবেচনার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি আলাদা আলাদা কেসে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে যে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সাবধানতার সঙ্গে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে তাঁর মধ্যে থাকতে পারে—

১) অপরাধের সঠিক তদন্ত নিশ্চিত করতে;
২) অপরাধীর পালিয়ে যাওয়া আটকাতে;
৩) পণ্যের সংগঠিত পাচার (স্মাগলিং) বা গোপনীয়তার মাধ্যমে কাস্টম্‌স ডিউটি ফাঁকির ঘটনা হলে;
৪) ডামি বা অস্তিত্বহীন ব্যক্তি বা আইইসিগুলি-র নামে প্রধান পাণ্ডা বা মূল চালকদের দ্বারা চালানো প্রক্সি বা বেনামি আমদানি/রপ্তানি;
৫) যেখানে ইচ্ছাকৃত কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা স্পষ্ট এবং অপরাধপ্রবণ/দোষী মনের উপাদান প্রতীয়মান;
৬) প্রমাণ লোপাটের সম্ভাবনা রোধ করা;
৭) সাক্ষীদের প্রভাবিত করা বা ভয় দেখানো; এবং
৮) কর বা পরিষেবা কর ফাঁকির পরিমাণ ন্যূনতম এক কোটি টাকার অধিক হলে।

প্র২৫: আদালতগ্রাহ্য অপরাধ কী?

উ: সাধারণত, আদালতগ্রাহ্য অপরাধ হলো গুরুতর পর্যায়ের অপরাধ যাতে একজন পুলিস আধিকারিক পরোয়ানা ছাড়াই কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন এবং কোর্টের অনুমতি ছাড়া তদন্ত শুরু করতে পারেন।

প্র২৬: আদালতগ্রাহ্য নয় এমন অপরাধ কী?

উ: আদালতগ্রাহ্য নয় এমন অপরাধ হলো অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের অপরাধ যাতে পরোয়ানা ছাড়া একজন পুলিস আধিকারিক কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না এবং

কোর্টের আদেশ ছাড়া কোনও তদন্ত শুরু করতে পারেন না।

প্র২৭: আদর্শ জিএসটি আইনে আদালতগ্রাহ্য এবং আদালতগ্রাহ্য নয় এমন অপরাধগুলি কী?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৭৩(৪) অনুযায়ী কর ফাঁকির পরিমাণ ২.৫ কোটি টাকার অধিক হলে করযোগ্য পণ্য ও পরিষেবা সম্পর্কিত অপরাধগুলি আদালতগ্রাহ্য এবং জামিনযোগ্য নয়। এই আইনে অন্য অপরাধগুলি আদালতগ্রাহ্য নয় এবং জামিনযোগ্য।

প্র২৮: আদর্শ জিএসটি আইনে একজন উপযুক্ত আধিকারিক কখন সমন (summon) প্রেরণ করতে পারেন?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৬৩-তে একজন অনুমোদিত সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিককে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যাতে কোনও তদন্তকারী আধিকারিক কোনও ব্যক্তিকে সমন করে ডেকে পাঠাতে পারেন যাতে তিনি ব্যক্তিগত হাজিরার মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতে পারেন অথবা কোনও নথিপত্র বা জিনিস দাখিল করতে পারেন। কোনও ব্যক্তির কাছে বা তাঁর অধীনে থাকা নির্দিষ্ট কোনও নথিপত্র বা জিনিস দাখিল করার জন্য বা কোনও নির্দিষ্ট বর্ণনার সমস্ত নথি বা জিনিস দাখিল করার জন্য সমন প্রেরণ করা যাবে।

প্র২৯: যে ব্যক্তিকে সমন করা হয়েছে তাঁর দায়িত্ব কী কী?

উ: যাঁকে সমন করা হয়েছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজিরা দিতে আইনগতভাবে বাধ্য এবং সমন প্রেরণকারী আধিকারিকের সামনে তদন্তের অন্তর্গত যে কোনও বিষয়ে সত্য কথা বলতে এবং প্রয়োজনীয় নথি এবং জিনিস দাখিল করতে বাধ্য।

প্র৩০: সমন-এ হাজিরা না দেবার ফলাফল কী হতে পারে?

উ: সমন প্রেরণকারী কোনও আধিকারিকের সামনে আইনি প্রক্রিয়াকে বিচার প্রক্রিয়ার সমতুল্য ধরা হয়। কোনও সঙ্গত কারণ ছাড়া নির্ধারিত দিনে কোনও ব্যক্তি সমনে হাজিরা না দিলে, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ১৯৭৩-এর ধারা ১৭৪ অনুযায়ী মামলা রুজু (prosecute) নেওয়া যাবে। কেউ সমন এড়িয়ে যাবার জন্য পালিয়ে গেলে তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ধারা ১৭২ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে এবং কেউ প্রয়োজনীয়

নথি বা বৈদ্যুতিন রেকর্ড দাখিল না করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ধারা ১৭৫ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেন, তাঁর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ধারা ১৯৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। উপরন্তু, কেউ সমন প্রেরণকারী সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিকের সামনে হাজির হতে না পারলে, আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৬৬(৩)(ডি) অনুযায়ী তাঁর পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দণ্ড হতে পারে।

প্র৩১: সমন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশিকাগুলি কী?

উ: সমন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব বিভাগের অধীন সেন্ট্রাল বোর্ড অব এক্সাইজ এবং কাস্টম্‌স (সিবিইসি) বিভিন্ন সময়ে নির্দেশিকা জারি করেছে। এই সব নির্দেশিকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো—

১) করদাতারা সহযোগিতা না করলে শেষ উপায় হিসেবে সমন প্রেরণ করতে হবে এবং এই আইনি ধারা সর্বোচ্চ পরিচালন কর্তৃপক্ষের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়;

২) সমনের ভাষা কঠোর এবং আইনসর্বস্ব হওয়া উচিত নয় যা গ্রহীতার মনে অযথা মানসিক হয়রানি ও পীড়নের সৃষ্টি করে;

৩) অন্ততপক্ষে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকের লিখিত অনুমোদন নিয়ে এবং সমন প্রেরণ করার কারণ লিখে রেখে তবেই সুপারিন্টেনডেন্ট দ্বারা সমন পাঠানো উচিত;

৪) কোনও কারণে এরকম লিখিত অনুমোদন নেওয়া সম্ভব না হলে, এরকম আধিকারিকের থেকে মৌখিক বা টেলিফোনিক অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে এবং সেই অনুমতি লিখিত আকারে অনুমতিপ্রদানকারী আধিকারিককে প্রথম সুযোগেই জানাতে হবে;

৫) সমন প্রেরণ করা সমস্ত কেসগুলোতে, সমন প্রেরণকারী আধিকারিকের একটি রিপোর্ট পেশ করা উচিত অথবা সেই কেস ফাইলে প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত এবং যে আধিকারিক সমন করার অনুমোদন দিয়েছেন তাঁর সামনে তা পেশ করা উচিত;

৬) একটি বড় কোম্পানি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বরিষ্ঠ পরিচালন আধিকারিক যেমন সিইও, সিএফও, জেনারেল ম্যানেজারদের প্রথমেই সমন করা উচিত নয়। তাঁদের সমন করা উচিত একমাত্র তখনই, যখন তদন্তে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে তাঁদের যুক্ত থাকার ফলে কর ফাঁকির ঘটনা ঘটেছে।

প্র৩২: সমন করার সময় কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

উ: কোনও ব্যক্তিকে সমন করার সময় সাধারণভাবে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত—

১) কোনও যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া হাজিরার জন্য সমন করা উচিত নয়। সমনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে শুধুমাত্র যখন তদন্তের প্রয়োজনে কোনও ব্যক্তির হাজিরার প্রয়োজন হবে;

২) সাধারণত বারংবার সমন করা উচিত নয়। অভিযুক্ত বা সাক্ষীর বিবৃতি যথাসম্ভব কম হাজিরার মাধ্যমে রেকর্ড করা উচিত;

৩) সমন-এ দেওয়া হাজিরার সময়কে সম্মান করে চলা উচিত। কোনও ব্যক্তির বিবৃতি রেকর্ড করবার আগে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করানো উচিত নয়, যদি না সেটা সচেতনভাবে নেওয়া কোনও কৌশলের অঙ্গ হয়;

৪) অফিসের সময়ের মধ্যে বিবৃতি রেকর্ড করা হলেই ভালো হয়, কিন্তু কোনও কেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃতি রেকর্ড করার স্থান ও কালের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

প্র৩৩: অন্য কোন শ্রেণীর আধিকারিকরা প্রয়োজনে সিজিএসটি/এসজিএসটিআধিকারিকদের জিএসটি আইন বলবৎ করার জন্য সাহায্য করতে পারেন?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৬৫ অনুযায়ী নিম্নলিখিত আধিকারিকরা সিজিএসটি/এসজিএসটি আধিকারিকদের সাহায্য করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আদর্শ জিএসটি আইনে নির্দিষ্ট শ্রেণীর আধিকারিকরা হলেন—

১) পুলিশ;

২) কাস্টম্‌স;

৩) জিএসটি আদায়ের সাথে যুক্ত রাজ্য/কেন্দ্র সরকারি আধিকারিকরা;

৪) ভূমি-রাজস্ব আদায়ের সাথে যুক্ত রাজ্য/কেন্দ্র সরকারি আধিকারিকরা;

৫) সমস্ত গ্রাম আধিকারিকরা;

৬) কেন্দ্র/রাজ্য সরকারের দ্বারা বিজ্ঞাপিত অন্য যে কোনও শ্রেণীর আধিকারিকরা।

১০

অপরাধ এবং দণ্ড, মামলা রুজু করা এবং সমঝোতা
OFFENCES & PENALTIES, PROSECUTION & COMPOUNDING

প্র১: আদর্শ জিএসটি আইনে অপরাধগুলি কী?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের পরিচ্ছেদ ১৬-তে অপরাধ এবং শাস্তিগুলি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনের ধারা ৬৬-তে ২১টি অপরাধ তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই অপরাধগুলি হলো—

১) বিনা ইনভয়েসে অথবা মিথ্যা/ভুল ইনভয়েসে কোনও সরবরাহ করা;
২) কিছু সরবরাহ না করে ইনভয়েস কাটা;
৩) তিন মাসের অধিক সময় ধরে সংগৃহীত কর প্রদান না করা;
৪) আদর্শ জিএসটি আইন লঙ্ঘন করে সংগৃহীত কর তিন মাসের অধিক সময়ের জন্য প্রদান না করা;
৫) উৎসমুখে কর না-কাটা বা কম কাটা অথবা উৎসমুখে কাটা কর ধারা ৩৭ অনুযায়ী জমা না দেওয়া;
৬) ধারা ৪৩সি অনুযায়ী উৎসমুখে সংগ্রহযোগ্য কর সংগ্রহ না-করা, বা কম সংগ্রহ করা বা জমা না দেওয়া;
৭) পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা বাস্তবে না পেয়েও ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া এবং ব্যবহার করা;
৮) প্রতারণা করে কোনও রিফান্ড নেওয়া;
৯) ধারা ১৭ লঙ্ঘন করে কোনও ইনপুট সার্ভিস ডিসট্রিবিউটার দ্বারা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া এবং পরিবেশন করা;

১০) কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা বা আর্থিক রেকর্ড বিকৃত করা বা নকল হিসাব বা নথি দাখিল করা;
১১) কর দিতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন না করানো;
১২) রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যতামূলক ক্ষেত্রগুলিতে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা;
১৩) কোনও আধিকারিককে তাঁর কাজ করতে না দেওয়া বা বাধাদান করা;
১৪) যথাবিহিত নথি ছাড়া কোনও পণ্য পরিবহন করা;
১৫) টার্নওভার গোপন করে কর ফাঁকি দেওয়া;
১৬) আইন অনুযায়ী হিসাব/নথিপত্র না রাখা অথবা আইনে নির্দেশিত সময়ের জন্য হিসাব/নথিপত্র রক্ষা না করা;
১৭) আইন অনুযায়ী কোনও আধিকারিকের কাছে তথ্য বা নথিপত্র দাখিল করতে না পারা অথবা কোনও প্রক্রিয়া চলাকালীন মিথ্যা তথ্য বা নথিপত্র দাখিল করা;
১৮) বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য কোনও পণ্য সরবরাহ/পরিবহন/সংরক্ষণ করা;
১৯) অন্য কোনও ব্যক্তির জিএসটিআইএন ব্যবহার করে ইনভয়েস কাটা;
২০) কোনও বাস্তব প্রমাণের উপাদান নষ্ট বা লোপাট করা;
২১) আইন অনুযায়ী আটক/সাময়িক আটক/সংযুক্ত হওয়া কোনও পণ্য বিক্রি বা তছরূপ করা।

প্র২: দণ্ড (পেনাল্টি) শব্দের অর্থ কী?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনে 'দণ্ড' শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া নেই তবে বিচার-সংক্রান্ত ভাষ্য এবং বিচারশাস্ত্রের নীতিতে দণ্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করা আছে এইভাবে—

- কোনও কৃত অপরাধের শাস্তি হিসাবে বিধিমাফিক আরোপিত একটা সাময়িক দণ্ড বা প্রদেয় অর্থ;
- একজনের যা কর্তব্য ছিল তা না করার বা করতে না পারার জন্য আইনে বা কোনও চুক্তির দ্বারা আরোপিত কোনও শাস্তি;

প্র৩: দণ্ড প্রদানের সময় সাধারণত কী ধরনের নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে?

উ: দণ্ড আরোপিত হবে আইনশাস্ত্র, সাধারণ ন্যায়বিচারের নীতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং চুক্তি পরিচালন নীতির উপর আধারিত নির্দিষ্ট কিছু শাস্তিমূলক শাসনবিধির আওতায়। আইনের ধারা ৬৮-তে এরকম সাধারণ নীতিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী—

- অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ খণ্ডন করার সুযোগ প্রদান করতে হবে ও কারণ দর্শানোর নোটিস ছাড়া এবং উপযুক্ত শুনানি ছাড়া কোনও শাস্তি প্রদান করা যাবে না;
- কেসের ঘটনা ও পরিস্থিতির সামগ্রিকতার উপর দণ্ড নির্ভর করবে;
- অভিযুক্ত আইন বা বিধি লঙ্ঘনের মাত্রা ও তীব্রতার সঙ্গে দণ্ডকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;
- দণ্ড প্রদানকারী আদেশে লঙ্ঘনের প্রকৃতির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে;
- আইনের কোন ধারায় দণ্ড আরোপ করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট থাকবে।

উপরন্তু ধারা ৬৮-তে নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোনও গুরুতর দণ্ড আরোপ করা যাবে না—

- কোনও গৌণ লঙ্ঘনের (মাইনর ব্রিচ) জন্য (৫০০০ টাকার কম করযুক্ত কেসে কোনও বিধিভঙ্গ করাকে গৌণ লঙ্ঘন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে), অথবা
- আইনের কোনও পদ্ধতিগত প্রয়োজনে, অথবা
- সহজেই সংশোধনযোগ্য কোনও ভুলত্রুটির (আইনে যাকে 'error apparent on record' বলা হয়) জন্য যাতে কোনও প্রতারণার অভিপ্রায় বা মার্জনার অযোগ্য অবহেলা নেই।

আবার, আদর্শ জিএসটি আইনে যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বা নির্দিষ্ট শতাংশের হিসাবে শাস্তির বিধান আছে, তা প্রযোজ্য হবে।

প্র৪: আদর্শ জিএসটি আইনে নির্ধারিত দণ্ডের পরিমাণ কী?

উ: ধারা ৬৬(১) অনুযায়ী কোনও করযোগ্য ব্যক্তি ধারা ৬৬-তে উল্লেখিত কোনও অপরাধ করলে তিনি, নিম্নলিখিত দণ্ডগুলির মধ্যে যেটি অধিকতর, সেই দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত হবেন—

- ফাঁকি দেওয়া কর, প্রতারণাপূর্বক প্রাপ্ত রিফান্ড, ব্যবহৃত ক্রেডিট, না-কাটা বা না-নেওয়া বা কম কাটা বা কম নেওয়া করের পরিমাণ; অথবা
- ১০,০০০ টাকা পরিমাণ।

আবার, ধারা ৬৬(২) অনুযায়ী কোনও রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি বারংবার কম কর প্রদান করলে, নিম্নলিখিত দণ্ডগুলির মধ্যে যেটি অধিকতর, সেই দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত হবেন—

- কম দেওয়া করের ১০ শতাংশ, অথবা
- ১০,০০০ টাকা।

প্র৫: দণ্ড আরোপ করার জন্য 'বারংবার কম কর প্রদান' করা হয়েছে কখন ধরা হবে?

উ: ধারা ৬৬(২) অনুযায়ী যে কোনও ছয়টি ধারাবাহিক কর সময়ের (tax periods) মধ্যে তিনটি রিটার্নে তিনবার কম কর প্রদান করলে দণ্ড প্রদানের জন্য বারংবার কম কর প্রদান করা হয়েছে বলে ধরা হবে।

প্র৬: করযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির জন্য কী কোনও দণ্ড নির্ধারিত আছে?

উ: হ্যাঁ। ধারা ৬৬(৩)-তে কোনও ব্যক্তির উপর ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দণ্ডের বিধান আছে, যদি তিনি—

- ২১টি অপরাধের যে কোনও একটিতে সহায়তা বা প্ররোচনা দেন;
- যে কোনওভাবে (প্রাপ্তি, সরবরাহ, মজুত বা পরিবহন) বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য কোনও পণ্য ব্যবহার করেন;
- আইনের লঙ্ঘন করে পরিষেবার সরবরাহ নেন বা ব্যবহার করেন;
- সমন প্রেরণকারী কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হতে ব্যর্থ হন;
- আইনসম্মতভাবে কোনও সরবরাহের জন্য ইনভয়েস না কাটেন অথবা ইনভয়েসের হিসাব রাখতে ব্যর্থ হন।

প্র৭: আদর্শ জিএসটি আইনে যে সমস্ত ধারা লঙ্ঘনের জন্য আলাদা দণ্ডের সংস্থান নেই তাদের জন্য কী দণ্ডের ব্যবস্থা আছে?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনে ধারা ৬৭ অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি যদি আইন বা তার অধীনে তৈরি কোনও বিধি লঙ্ঘন করেন, যার জন্য আলাদা কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা নেই, তাহলে তাঁর ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দণ্ড হতে পারে।

প্র৮: বৈধ নথি ছাড়া পণ্য পরিবহণ করলে বা সঠিক হিসাব না রেখে পণ্য সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

উ: যদি কোনও ব্যক্তি আইনে প্রস্তাবিত নথি (অর্থাৎ, ইনভয়েস এবং একটি ঘোষণা) ছাড়াই পণ্য পরিবহন করেন অথবা পরিবহনকালে এরকম কোনও পণ্য মজুত করেন অথবা তাঁর খাতা বা হিসাবে না থাকা কোনও পণ্য সরবরাহ বা মজুত করেন,

তাহলে এমন পণ্যকে যে গাড়িতে পরিবহন করা হচ্ছে সেই গাড়িসহ আটক করা যাবে। যথাবিহিত কর, সুদ এবং দণ্ড প্রদান করলে অথবা সমতুল্য পরিমাণের সিকিউরিটি দাখিল করলে তবেই এরকম পণ্যকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

প্র৯: কম্পোজিশন স্কিমের জন্য অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কোনও ব্যক্তি সেই স্কিম বেছে নিলে কী দণ্ডের ব্যবস্থা আছে?

উ: কম্পোজিশন স্কিম বেছে নেওয়া কোনও ব্যক্তি যদি কম্পোজিশনের জন্য যোগ্য না হন, তাহলে ধারা ৮(৩) অনুযায়ী সেই ব্যক্তির উপর এমন পরিমাণ দণ্ড ধার্য হবে, যা আইনানুযায়ী একজন সাধারণ করদাতা ব্যক্তির প্রদেয় করের সমতুল্য; এবং এই শাস্তি হবে তাঁর প্রদেয় করের অতিরিক্ত।

প্র১০: বাজেয়াপ্তকরণ (confiscation) বলতে কী বোঝায়?

উ: আইনে 'বাজেয়াপ্তকরণ' শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া নেই। রোমান আইন থেকে এই ধারণার উৎপত্তি যেখানে এটা সম্রাটের দ্বারা অধিগ্রহণ এবং রাজকোষাগারে এর হস্তান্তর বোঝাতো। আইয়ারের আইন অভিধানে 'বাজেয়াপ্ত' শব্দের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে—"শাস্তি হিসাবে সরকারি কোষাগারে (ব্যক্তিগত সম্পত্তির) অধিগ্রহণ; সম্পত্তি, যা রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করেছে, তা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে।"

প্র১১: আদর্শ জিএসটি আইন অনুযায়ী কোন কোন পরিস্থিতিতে পণ্য বাজেয়াপ্ত করা যায়?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৭০ অনুযায়ী পণ্য বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য হবে যদি কোনও ব্যক্তি—

- আইনের কোনও ধারা লঙ্ঘন করে কোনও পণ্য সরবরাহ করে এবং তার ফলস্বরূপ আইনে প্রদেয় কর ফাঁকি দেয়; বা
- কোনও পণ্যের হিসাব আইন অনুযায়ী না রাখে; বা
- রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন না করে আইনে করযোগ্য কোনও পণ্য সরবরাহ করে; বা
- কর ফাঁকির অভিপ্রায় নিয়ে আইনের কোনও বিধান লঙ্ঘন করে।

প্র১২: উপযুক্ত আধিকারিকের দ্বারা বাজেয়াপ্ত পণ্যের কী পরিণতি হয়?

উ: বাজেয়াপ্তকরণের পরে বাজেয়াপ্ত পণ্যের মালিকানা সরকারের ওপর ন্যস্ত হয় এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত আধিকারিকের অনুরোধে সমস্ত পুলিস আধিকারিক পণ্যে দখল নেবার জন্য সাহায্য করতে বাধ্য থাকবেন।

প্র১৩: বাজেয়াপ্তকরণের পর ওই ব্যক্তিকে কি পণ্য খালাসের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন?

উ: হ্যাঁ। ধারা ৭০(৬) অনুযায়ী, বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য পণ্যের মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে জরিমানা (বাজেয়াপ্ত পণ্যের বাজারমূল্যের বেশি নয়) প্রদানের সুযোগ দিতে হবে। এই জরিমানা হবে এই পণ্যের উপর প্রদেয় কর এবং অন্যান্য চার্জের অতিরিক্ত।

প্র১৪: নির্দেশিত নথি ছাড়া পরিবাহিত কোনও পণ্যবাহী যানকে কি বাজেয়াপ্ত করা যায়?

উ: হ্যাঁ। ধারা ৭১ অনুযায়ী, আইনসম্মত নথি বা ঘোষণা ছাড়া পণ্য পরিবহনকারী যে কোনও যান বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য। কিন্তু যদি ওই যানের মালিক প্রমাণ করতে পারেন যে তাঁর বা তাঁর প্রতিনিধির অজ্ঞাতসারে বা যোগসাজশ ছাড়াই এই সমস্ত পণ্য প্রয়োজনীয় নথি/ঘোষণা ছাড়া পরিবহন করা হচ্ছিল, তাহলে সেই যান বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে না। যদি এই যান পণ্য বা যাত্রী বহনের জন্য ভাড়া করে ব্যবহার করা হয় তবে সেই যানের মালিককে বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্তে ঐ পণ্যের উপর প্রদেয় করের সমতুল্য জরিমানা দেবার সুযোগ দেওয়া যাবে। ধারা ৭২ অনুযায়ী, ধারা ৭০ বা ৭১-এর অধীন বাজেয়াপ্তকরণ বা দণ্ড, প্রয়োজনীয় নথি/ঘোষণা ছাড়া পণ্য পরিবহনের অপরাধের জন্য আইনে উল্লিখিত অন্য কোনও শাস্তি বা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্করহিত হবে।

প্র১৫: প্রসিকিউশন কী?

উ: অপরাধীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রদর্শনের পদ্ধতি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুরু বা প্রবর্তন করাই হল প্রসিকিউশন। ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর কোড-এর ধারা ১৯৮ অনুযায়ী 'প্রসিকিউশন' হলো কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা এবং তা চালিয়ে যাওয়া।

প্র১৬: আদর্শ জিএসটি আইন অনুযায়ী কোন কোন অপরাধ প্রসিকিউশন করার যোগ্য?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৭৩-এ বিধিবদ্ধ আছে এই আইনের প্রধান অপরাধগুলিকে, যেগুলিতে ফৌজদারি মামলা রুজু করা এবং আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এরকম ১২টি অপরাধের তালিকা নীচে দেওয়া হলো—

১) ইনভয়েস না কেটে অথবা মিথ্যা/ভুল ইনভয়েস কেটে কিছু সরবরাহ করা;
২) কিছু সরবরাহ না করে ইনভয়েস কাটা;
৩) তিন মাসের বেশি সময় ধরে সংগৃহীত কর জমা না করা;
৪) তিন মাসের বেশি সময় ধরে বেআইনিভাবে সংগৃহীত কর জমা না করা;
৫) কোনও পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা না পেয়েই ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া বা ব্যবহার করা;
৬) প্রতারণাপূর্বক কোনও রিফান্ড নেওয়া;
৭) কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা বা আর্থিক রেকর্ড বিকৃত করা বা নকল হিসাব বা নথি দাখিল করা;
৮) কোনও আধিকারিককে তাঁর কাজ করতে না দেওয়া বা কাজে বাধা দেওয়া;
৯) বাজেয়াপ্ত হবার যোগ্য কোনও পণ্যকে যে কোনওভাবে ব্যবহার করলে, যথা প্রাপ্তি, সরবরাহ, মজুত বা পরিবহন;
১০) আইনের লঙ্ঘন করে কোনও পরিষেবা নেওয়া বা ব্যবহার করা;
১১) আইনত তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্য কোনও তথ্য দিতে না পারলে বা মিথ্যা তথ্য দিলে;
১২) উপরোক্ত ১১টি অপরাধের যে কোনওটি করার চেষ্টা করলে বা তাতে সহযোগিতা করলে।

প্র১৭: আদর্শ জিএসটি আইনে কোনও অপরাধের জন্য আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে কী শাস্তির ব্যবস্থা আছে?

উ: ধারা ৭৩(২)-এ বর্ণিত শাস্তিগুলি নিম্নরূপ—

অপরাধ	শাস্তি (কারাবাসের সর্বোচ্চ সীমা...)
কর ফাঁকির পরিমাণ ২৫০ লক্ষ টাকার অধিক হলে	৫ বছর এবং জরিমানা
কর ফাঁকির পরিমাণ ৫০ লক্ষ এবং ২৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে	৩ বছর এবং জরিমানা
কর ফাঁকির পরিমাণ ২৫ লক্ষ এবং ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে	১ বছর এবং জরিমানা

ধারা ৭৩(২) অনুযায়ী কোনও অপরাধের জন্য দ্বিতীয় বা তার বেশি বার দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তি হিসাবে ৫ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং জরিমানা হবে। কিন্তু কোনও অপরাধের জন্যই শাস্তি হিসাবে কারাবাসের পরিমাণ ছয় মাসের কম হবে না।

প্র১৮: আদর্শ জিএসটি আইনে আদালতগ্রাহ্য (cognizable) এবং আদালতগ্রাহ্য নয় (non-cognizable) এমন অপরাধগুলি কী?

উ: আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৭৩(৩) এবং ৭৩(৪) অনুযায়ী—

- কর ফাঁকির পরিমাণ ২৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে অপরাধগুলি আদালতগ্রাহ্য নয় এবং জামিনযোগ্য হবে,
- কর ফাঁকির পরিমাণ ২৫০ লক্ষ টাকার অধিক হলে অপরাধগুলি আদালতগ্রাহ্য এবং জামিনঅযোগ্য হবে।

প্র১৯: মামলা রুজু করার পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন কী বাধ্যতামূলক?

উ: হ্যাঁ। মনোনীত কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমোদন ছাড়া কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না।

প্র২০: আদর্শ জিএসটি আইনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কী অপরাধপ্রবণ মন (mens rea) বা দণ্ডার্হ মানসিক অবস্থা (culpable mental state) থাকা প্রয়োজন?

উ:হ্যাঁ। তবে ধারা ৭৫-এ কোনও একটা অপরাধ করার জন্য একটা মানসিক অবস্থা (দণ্ডার্হ মানসিক অবস্থা বা 'মেন্স রিয়া') থাকা প্রয়োজন ধরে নেওয়া হয়, যদি এরকম মানসিক অবস্থা ছাড়া এটা না করা যায়।

প্র২১: দণ্ডার্হ মানসিক অবস্থা (culpable mental state) কী?

উ: কোনও একটা কাজে জড়িয়ে পড়ার সময় দণ্ডার্হ মানসিক অবস্থা হলো—

- কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়;
- আইন এবং তার প্রভাব জানা থাকে;
- ব্যক্তিটিকে কাজটা করতে বলপূর্বক বাধ্য করা হয়নি, এমনকি সে কাজটা করার জন্য বাধা অতিক্রম করেছে;
- সেই ব্যক্তি জানে এবং বিশ্বাস করে যে কাজটা আইনবিরোধী।

প্র২২: আদর্শ জিএসটি আইনে কোনও অপরাধের জন্য কি কোনও কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যায়?

উ: হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৭৭ অনুযায়ী কোনও কোম্পানির সঙ্গেই, সেই কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে এবং যদি সেই ব্যক্তি দায়িত্বে থাকাকালীন কোম্পানি কোনও অপরাধ করেন তবে তিনি শাস্তি পাবার যোগ্য হবেন। কোম্পানির কোনও অপরাধ যদি কোম্পানির কোনও আধিকারিকের—

- মত নিয়ে বা পরোক্ষ সম্মতি নিয়ে, অথবা
- অবহেলার ফলে ঘটে—

তবে সেই আধিকারিককে সেই অপরাধের জন্য দোষী বলে ধরে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ও যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে।

প্র২৩: অপরাধের সমঝোতা (compounding of offences) বলতে কী বোঝায়?

উ: কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর-এর ধারা ৩২০-তে 'সমঝোতা'-র অর্থ কোনও বিবেচনা (consideration) বা সুপ্ত অভিপ্রায়ের (private motive) বিনিময়ে আইনি প্রক্রিয়া থেকে রেহাই।

প্র২৪: আদর্শ জিএসটি আইনে অপরাধের সমঝোতা হতে পারে কি?

উ: হ্যাঁ। আদর্শ জিএসটি আইনের ধারা ৭৮ অনুযায়ী নিম্নলিখিত অপরাধগুলি ছাড়া যে কোনও অপরাধে যথাবিহিত রাশি (কম্পাউন্ডিং) প্রদান করলে সমঝোতা করা যাবে এবং তা করা যাবে মামলা রুজু করার আগে বা পরে—

- ১২টি গুরুতর অপরাধের ১ থেকে ৭ নং অপরাধ (উপরোক্ত ১৬ নং প্রশ্নে উল্লিখিত), যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধের যে কোনও একটির জন্য পূর্বে সমঝোতা করে থাকেন;
- ১২টি গুরুতর অপরাধের ১ থেকে ৭ নং অপরাধে সহায়তা বা প্ররোচনা দেওয়া, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধের যে কোনও একটির জন্য পূর্বে সমঝোতা করে থাকেন;
- এসজিএসটি/আইজিএসটি আইনে ১ কোটি টাকার অধিক মূল্যের সরবরাহ সংক্রান্ত কোনও অপরাধ করলে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধের যে

কোনও একটির জন্য পূর্বে সমঝোতা করে থাকেন;

- যে কোনও অপরাধ যেটা সিজিএসটি /এসজিএসটি আইন ছাড়া এনডিপিএসএ (NDPSA) বা ফেমা (FEMA) আইনেও একটা অপরাধ;
- এ ব্যাপারে নির্দেশিত অন্য যে কোনও শ্রেণীর অপরাধ বা ব্যক্তি।

সমঝোতার অনুমোদন দেওয়া যাবে শুধুমাত্র কর, সুদ এবং দণ্ড প্রদানের পরে এবং এটা অন্য কোনও আইনে শুরু হওয়া কোনও প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাবে না।

প্র২৫: অপরাধ সমঝোতার জন্য কি কোনও আর্থিক সীমা দেওয়া আছে?

উ: হ্যাঁ। সমঝোতা রাশির সর্বনিম্ন সীমা হবে নিম্নলিখিত রাশিগুলির মধ্যে যেটা বড়—

- করের পরিমাণের ৫০ শতাংশ, বা
- ১০,০০০ টাকা

সমঝোতা রাশির সর্বোচ্চসীমা হবে নিম্নলিখিত রাশিগুলির মধ্যে যেটা বড়—

- করের পরিমাণের ১৫০ শতাংশ, বা
- ৩০,০০০ টাকা।

প্র২৬: আদর্শ জিএসটি আইনে কোনও অপরাধ সমঝোতার ফলাফল কী?

উ: ধারা ৭৭-এর উপধারা (৩) অনুযায়ী সমঝোতা রাশি প্রদানের পরে এই আইনে অন্য কোনও প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না এবং শুরু হয়ে যাওয়া ফৌজদারি প্রক্রিয়া খারিজ বলে গণ্য হবে।

আইজিএসটি আইন একনজরে
OVERVIEW OF THE IGST ACT

প্র১: আইজিএসটি কী?

উ: আন্তঃরাজ্য ব্যবসা বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইজিএসটি আইনের অধীনে পণ্য এবং / অথবা পরিষেবা সরবরাহের উপর ধার্য করকে সংহত পণ্য এবং পরিষেবা কর (ইন্টিগ্রেটেড গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স) বলা হয়।

প্র২: আন্তঃরাজ্য সরবরাহ কী?

উ: যখন পণ্য এবং/অথবা পরিষেবা সরবরাহকারীর অবস্থান এক রাজ্যে এবং সরবরাহের স্থান অন্য রাজ্যে হয় তখন ঐ সরবরাহকে আন্তঃরাজ্য সরবরাহ বলা হয় [আইজিএসটি আইনের ধারা ৩(১) এবং ৩(২)]।

প্র৩: আইজিএসটি-র অধীনে আন্তঃরাজ্য পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের উপর কীভাবে কর ধার্য করা হবে?

উ: আন্তঃরাজ্য সরবরাহে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আইজিএসটি কর আরোপ এবং সংগ্রহ করা হবে। মোটামুটিভাবে বলা যায় এসজিএসটি ও সিজিএসটি-র যোগফল আইজিএসটি এবং এই আইন সমস্ত আন্তঃরাজ্য পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের উপর আরোপ করা হবে। আন্তঃরাজ্য বিক্রেতা তাঁর ক্রয়ের উপর লভ্য আইজিএসটি, সিজিএসটি এবং এসজিএসটি-র ক্রেডিট ব্যবহার করে নিয়ে (adjust) সংযোজিত মূল্যের উপর আইজিএসটি প্রদান করবেন। আইজিএসটি প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত এসজিএসটি-র ক্রেডিট রপ্তানিকারী রাজ্য কেন্দ্রকে

ফেরত দেবে। আমদানিকারী ব্যাপারি আইজিএসটি-র ক্রেডিট দাবি করে নিজ রাজ্যে প্রদেয় আউটপুট কর প্রদান করবেন। এসজিএসটি প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত আইজিএসটি-র ক্রেডিট কেন্দ্র আমদানিকারী রাজ্যকে ফেরত দেবে। প্রাসঙ্গিক তথ্য জমা হবে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থায় (Central Agency) যা ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House)-এর কাজ করবে ও সব পক্ষের দাবি যাচাই করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে তহবিল স্থানান্তরিত করতে অবহিত করবে।

প্র৪: খসড়া আইজিএসটি আইনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কী কী?

উ: খসড়া আইজিএসটি আইন ৩৩টি বিভাগ ও ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। খসড়াটি পণ্য সরবরাহের স্থানের নীতি নির্ধারণ করে। যে সরবরাহে পণ্য স্থানান্তরিত হয়, সেক্ষেত্রে গ্রহীতার কাছে এসে পৌঁছে ডেলিভারি সম্পূর্ণ হওয়ার সময় পণ্যের অবস্থানকে সরবরাহের স্থান বলা হবে। যে সরবরাহে পণ্যের স্থানান্তরণ হয় না সেখানে সরবরাহের স্থান হবে গ্রহীতার কাছে ডেলিভারির সময় পণ্যের অবস্থানের জায়গাটি। যে সরবরাহে পণ্য নির্ধারিত স্থানে একত্র বা স্থাপিত করা হয়, সেক্ষেত্রে একত্রীকরণ বা স্থাপনের স্থানকে সরবরাহের স্থান বলা হবে। সর্বশেষে, পণ্য কোনও যানে সরবরাহ করা হলে, যানে সরবরাহকালীন পণ্যের অবস্থানকে সরবরাহের স্থান বলা হবে।

প্র৫: আইজিএসটি মডেল-এর সুবিধা কী কী ?

উ: আইজিএসটি মডেলের মুখ্য সুবিধা—

ক) আন্তঃরাজ্য বিনিময়ের ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট বা আইটিসি শৃঙ্খলের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা;

খ) আন্তঃরাজ্য বিক্রেতা বা ক্রেতার অগ্রিম কর না দেওয়া অথবা কর বাবদ বড়সড় তহবিল আটকে না থাকা;

গ) কর প্রদানে আইটিসি নিঃশেষিত হয় তাই রপ্তানিকারী রাজ্যে কর ফেরতের দাবি হয় না;

ঘ) স্ব-নিয়ন্ত্রিত মডেল (সেল্ফ-মনিটরিং মডেল);

ঙ) কর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে কর ব্যবস্থা সহজ করা;

চ) সহজ হিসাব রক্ষণ যা করদাতার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাবে না;

ছ) উচ্চ পর্যায়ে কর ব্যবস্থার প্রতিপালন নিশ্চিত করা এবং তাই বেশি কর সংগ্রহের দক্ষতা। এই মডেল 'ব্যবসা থেকে ব্যবসা' (বি টু বি) এবং 'ব্যবসা থেকে গ্রহীতা' (বি টু সি) বিনিময়ে সক্ষম।

প্র৬: জিএসটি-র অধীনে কীভাবে আমদানি/রপ্তানির উপর কর ধার্য করা হবে?

উ: জিএসটি (আইজিএসটি) ধার্যের লক্ষ্যে সমস্ত আমদানি/রপ্তানি আন্তঃরাজ্য সরবরাহ হিসাবে গণ্য করা হবে। করের দায় গন্তব্য নীতি অনুসরণ করবে এবং এসজিএসটি-র ক্ষেত্রে কর রাজস্ব আমদানিকৃত পণ্য ও পরিষেবা ব্যবহারকারী রাজ্যে জমা হবে। আমদানিকৃত পণ্য ও পরিষেবার উপর প্রদত্ত এসজিএসটি-র সম্পূর্ণ সেট-অফ ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসাবে পাওয়া যাবে।

প্র৭: আইজিএসটি আইন খুবই ছোট— এতে মাত্র কয়েকটি সংজ্ঞা আছে আর এর মুখ্য অংশ সেটেলমেন্ট কমিশনারকে অবলম্বন করে। সিজিএসটি অথবা এসজিএসটি আইনের বিধান কি আইজিএসটি আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে?

উ: হ্যাঁ, আইজিএসটি আইনের ধারা ২৭ অনুযায়ী কর ধার্যের ক্ষেত্রে সিজিএসটি আইনের অধীনে উল্লেখিত বিভিন্ন বিধান যেভাবে প্রযোজ্য হয় তাহা আইজিএসটি আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

প্র৮: কীভাবে আইজিএসটি প্রদান করা হবে?

উ: আইটিসি সদ্ব্যবহার করে অথবা নগদে আইজিএসটি প্রদান করা যাবে। তবে আইজিএসটি প্রদান করার ক্ষেত্রে আইটিসি-র ব্যবহার নিম্নোক্ত অনুক্রম অনুযায়ী হবে—

- প্রথমে আইজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি, আইজিএসটি প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যাবে;
- আইজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি শেষ হবার পর সিজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি, আইজিএসটি প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যাবে;
- যদি আইজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি এবং সিজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি উভয়ই শেষ হয়ে যায়, কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে ব্যাপারি এসজিএসটি থেকে প্রাপ্ত আইটিসি, আইজিএসটি প্রদানের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি পাবে।

প্র৯: কীভাবে কেন্দ্র, রপ্তানিকারী রাজ্য এবং আমদানিকারী রাজ্যের মধ্যে নিষ্পত্তি (settlement) সম্পন্ন হবে?

উ: নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে হিসাবের নিষ্পত্তি (settlement of accounts) হবে—

- কেন্দ্র এবং রপ্তানিকারী রাজ্য : যে পরিমাণ এসজিএসটি-র আইটিসি রপ্তানিকারী রাজ্যের সরবরাহকারী দ্বারা ব্যবহৃত হবে, সমপরিমাণ অর্থ রপ্তানিকারী রাজ্য কেন্দ্রকে প্রদান করবে।
- কেন্দ্র এবং আমদানিকারী রাজ্য : কেন্দ্র সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে যা অন্তঃরাজ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপারি আইজিএসটি-র আইটিসি ব্যবহার করে এসজিএসটি প্রদান করছে।

সময়সীমার মধ্যে সমস্ত ব্যাপারির দাখিল করা বিবরণ গণ্য করার পর ক্রমবর্ধমান ভিত্তিতে (cumulative basis) একটি রাজ্য সংক্রান্ত নিষ্পত্তি সম্পন্ন হবে। সিজিএসটি এবং আইজিএসটি-র হিসাবের মধ্যে অনুরূপভাবে পরিমাণের নিষ্পত্তি করা হবে।

২২

পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের স্থান
PLACE OF SUPPLY OF GOODS AND SERVICES

প্র১: জিএসটি-র অধীনে পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের স্থানের প্রয়োজনীয়তা কী?

উ: জিএসটি-র প্রাথমিক নীতি হলো সরবরাহের গন্তব্যে বা খরচের বিন্দুতে কার্যকরীভাবে কর আরোপ করা। তাই সরবরাহের জায়গার বিধান, কর আদায়ের অধিকার ক্ষেত্র নির্ধারণ করে। একটি বিনিময় আন্তঃরাজ্য না অন্তঃরাজ্য সেটা নির্ভর করবে সরবরাহের স্থানের উপর। অন্যভাবে বলা যায়, পণ্য সরবরাহের স্থান নির্ধারণ করবে বিশেষ একটি রাজ্যে একটি বিনিময় এসজিএসটি এবং সিজিএসটি সাপেক্ষ কিনা। আর তা না হলে, যদি সেই বিনিময় আন্তঃরাজ্য সরবরাহ হয়, তাহলে তা আইজিএসটি আকর্ষণ করবে।

প্র২: পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে কেন সরবরাহের স্থানের বিধান ভিন্ন?

উ: পণ্য যেহেতু ধরাছোঁয়া যায় তাই পণ্যের উপভোগের স্থান নির্ধারণের জন্য বিশেষ কোনও বাস্তব সমস্যা হয় না। পরিষেবা ধরাছোঁয়া যায় না বলে বাস্তবে পরিষেবা সরবরাহের স্থান নির্ধারণে নিম্নোক্ত সমস্যা হয়—

ক) পরিষেবা বিলির পদ্ধতি সহজেই পরিবর্তন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, টেলিকম পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রি-পেইড থেকে পোস্ট-পেইডে পরিবর্তন হতে পারে; বিলিং-এর ঠিকানা পরিবর্তন করা যেতে পারে, বিলিং প্রস্তুতকারকের ঠিকানা পরিবর্তন করা যেতে পারে, সফটওয়্যারের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ অনসাইট থেকে অনলাইনে পরিবর্তিত হতে পারে; পূর্বে ব্যাঙ্ক পরিষেবার জন্য গ্রাহককে ব্যাঙ্কে যেতে হতো, এখন গ্রাহক যে কোনও জায়গা থেকে পরিষেবা পেতে পারেন;

খ) পরিষেবা প্রদানকারী, পরিষেবা গ্রহীতা এবং প্রদত্ত পরিষেবা সহজে নিরূপণযোগ্য

নাও হতে পারে বা সহজেই গোপন করা যায় কারণ ধরাছোঁয়ার মতো কিছুই স্থানান্তরিত হয় না এবং সেখানে কদাচিৎ কোন চিহ্ন থাকবে;

গ) একটি পরিষেবা সরবরাহের জন্য, পরিষেবা প্রদানকারীর নির্দিষ্ট অবস্থান বাধ্যতামূলক নয় এবং পরিষেবা গ্রহীতা চলমান অবস্থাতেও পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে। বিলিং-এর অবস্থান রাতারাতি বদলে যেতে পারে;

ঘ) কখনও একই উপাদান একাধিক অবস্থানে প্রবাহিত হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, একটি রেললাইনের ক্ষেত্রে নির্মাণ বা অন্যান্য পরিষেবা, একটি জাতীয় রাজপথ অথবা একটি নদীর উপর সেতু যার উৎপত্তি এক রাজ্যে এবং পরিসমাপ্তি অন্য রাজ্যে। একইভাবে একটি কপিরাইট অনেক রাজ্যে বিতরণ ও চলচ্চিত্রে প্রদর্শনের জন্য একক বিনিময়ের মাধ্যমে বরাদ্দ করা যায় অথবা একটি বিজ্ঞাপন বা একটি প্রোগ্রাম একই সময়ে সারা দেশে সম্প্রচার করা যায়। একটি বিমান মরশুমি টিকিট ইস্যু করতে পারে, ধরা যাক ১০ পৃষ্ঠার, যেটা দেশে যে কোনও দুটি অবস্থানের মধ্যে ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করা যাবে। দিল্লির পাতাল রেলের জারি করা কার্ড নয়ডা বা দিল্লি বা ফরিদাবাদে অবস্থিত কোনও ব্যক্তি ব্যবহার করলে দিল্লি মেট্রোর পক্ষে পেমেন্ট প্রাপ্তির সময় অবস্থান বা যাতায়াতের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হবে না;

ঙ) পরিষেবার চরিত্র নিরন্তর বিকশিত হয় এবং তাই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসতেই থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৫-২০ বছর আগে কে ভেবেছিল, ডিটিএইচ, অনলাইন টিকিট বুকিং, ইন্টারনেট, মোবাইল-টেলিযোগাযোগ ইত্যাদির কথা।

প্র৩: বিনিময়ের কোন উপাদান বা অনুমান, সরবরাহের স্থান নির্ধারণে ব্যবহার করা যেতে পারে?

উ: একটি বিনিময়ের বিভিন্ন উপাদান পরিষেবাজনিত সরবরাহের স্থান নির্ধারণ করার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যদের তুলনায় আরও বেশি ফলদায়ী কোনও অনুমান বা বিকল্পকে সরবরাহের স্থান নির্ধারণে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিষয়টি নিচে আলোচিত হলো—

ক) পরিষেবা প্রদানকারীর অবস্থান;
খ) পরিষেবা গ্রহীতার অবস্থান;
গ) যে স্থানে কার্যকলাপ/কর্মতৎপরতা সম্পাদিত হয়;
ঘ) সরবরাহ যে স্থানে ব্যবহৃত (consumed) হয়; এবং
ঙ) যে স্থান/ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে পরিষেবার সুবিধা লাভ করেন।

প্র৪: বি টু বি এবং বি টু সি বিনিময়ের ক্ষেত্রে পৃথক সরবরাহের স্থানের এবং নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয়তা কী?

উ: বি টু বি বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত করের ক্রেডিট গ্রহীতা নিতে পারেন, তাই ঐ বিনিময়ে করের বোঝা একদিক থেকে অন্যদিকে সরে যায়। বি টু বি সরবরাহ থেকে সংগৃহীত জিএসটি সরকারের দায় এবং গ্রহীতার সম্পত্তি সৃষ্টি করে যেহেতু সরবরাহের গ্রহীতা ভবিষ্যতে কর পরিশোধের জন্য ইনপুট ট্যাক্স-এর ক্রেডিট ব্যবহার করার অধিকার অর্জন করেন। বি টু বি বিনিময়ের ক্ষেত্রে গ্রহীতার অবস্থানই সমস্ত পরিস্থিতি সামলে নেয়, কেননা গ্রহীতা তো আবার ক্রেডিট নেবেন। গ্রহীতা সাধারণত অন্য গ্রাহককে আবার সরবরাহ করেন। শুধুমাত্র বি টু বি বিনিময় পুনরায় বি টু সি বিনিময়ে রূপান্তরিত হলে তবেই সরবরাহটি নিঃশেষিত হয়। বি টু সি বিনিময়ে প্রকৃতপক্ষে সরবরাহ নিঃশেষিত হয়ে প্রদত্ত কর সরকার পায়।

প্র৫: পণ্য স্থানান্তরিত হলে সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: গ্রহীতাকে বিলির উদ্দেশ্যে পণ্যের গতিবিধির অবসান হওয়ার অবস্থানকে সরবরাহের স্থান বলা হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ৫(২)]।

প্র৬: যদি সরবরাহকারী কোনও ব্যক্তির নির্দেশে তৃতীয় ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ করেন তাহলে সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: এটা বিবেচিত হবে যে তৃতীয় ব্যক্তি পণ্য গ্রহণ করেছেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রধান ব্যবসার স্থানকে পণ্য সরবরাহের স্থান হিসাবে গণ্য করা হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ৫(২)এ]।

প্র৭: কোনও যানবাহন, জাহাজ, বিমান, ট্রেন বা মোটর গাড়িতে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করা হলে সরবরাহের স্থান কী হবে?

’[]

উ: পণ্যের যানে বোঝাই করার স্থানকে সরবরাহের স্থান ধরা হবে [আইজিএসটি আইনের ধারা ৫(৫)]। পরিষেবার ক্ষেত্রে, সরবরাহের স্থান হবে ঐ যানটির যাত্রা পথের প্রথম নির্ধারিত প্রস্থান বিন্দুটি [আইজিএসটি আইনের ধারা ৬(১১)]।

প্র৮: বি টু বি পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহের স্থানের অভাবজনিত অনুমান

(default presumption) কী?

উ: আইজিএসটি আইনে রেজিস্টার্ড করদাতা ও রেজিস্টার্ড নয় এমন করদাতা পরিভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। রেজিস্টার্ড ব্যক্তিকে সরবরাহের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির অবস্থানকে সরবরাহের স্থান ধরা হয়। যেহেতু গ্রহীতা রেজিস্টার্ড, গ্রহীতার ঠিকানা সবসময় বর্তমান এবং সেটা সরবরাহের স্থানস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্র৯: রেজিস্টার্ড নয় এমন গ্রহীতার ক্ষেত্রে অভাবজনিত অনুমানে সরবরাহের স্থানে কী হবে?

উ: রেজিস্টার্ড নয় এমন গ্রহীতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে গ্রহীতার অবস্থান সরবরাহের স্থান হবে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহীতার ঠিকানা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে পরিষেবা সরবরাহকারীর অবস্থান সরবরাহের স্থানের বিকল্প (proxy) হিসাবে নেওয়া হবে।

প্র১০: স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, স্থাবর সম্পত্তির অবস্থান সরবরাহের স্থান হয়। ধরা যাক একটি রাস্তা একাধিক রাজ্য অতিক্রম করে মুম্বই থেকে দিল্লি পর্যন্ত নির্মাণ করা হলো। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: স্থাবর সম্পত্তি যখন একাধিক রাজ্যে অবস্থান করে, সেক্ষেত্রে চুক্তি বা ঐ মর্মে অঙ্গীকারে বর্ণিত প্রতিটি রাজ্যের পরিষেবা মূল্য সংগ্রহ বা নির্ণেয়ের সমানুপাতে সেই সব রাজ্যে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, অথবা উক্ত চুক্তি বা ঐ মর্মে অঙ্গীকারের অবর্তমানে এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা অন্যান্য যুক্তির ভিত্তিতে তা করা হবে। (আইজিএসটি আইনের ধারা ৬(৫)-এর ব্যাখ্যা)

প্র১১: একটি অনুষ্ঠান (event) আয়োজিত হলে পরিষেবা সরবরাহের স্থান কী হবে, যেমন আইপিএল ক্রিকেট সিরিজ যা একাধিক রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়?

উ: একটি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, পরিষেবা গ্রহীতা রেজিস্টার্ড হলে, উক্ত ব্যক্তির অবস্থান অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সরবরাহের স্থান বলে গণ্য হবে। গ্রহীতা রেজিস্টার্ড না হলে, অনুষ্ঠানের স্থানই সরবরাহের স্থান হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু কর্মসূচি একাধিক রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ পরিষেবার জন্য থোক টাকা নেওয়া হয়েছে, তাই প্রতিটি রাজ্যে সরবরাহ করা পরিষেবা মূল্যের সমানুপাতে ঐ রাজ্যগুলিকে পরিষেবা সরবরাহের স্থান হিসাবে গণ্য করা হবে (আইজিএসটি আইনের ধারা ৬(৮)-এর ব্যাখ্যা)।

প্র১২: ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে, পণ্য সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: যদি গ্রহীতা রেজিস্টার্ড হন, উক্ত ব্যক্তির অবস্থান সরবরাহের স্থান হবে। যদি গ্রহীতা রেজিস্টার্ড না হন, যেখানে পণ্য পরিবহনের জন্য হস্তান্তর করা হয় সেই স্থান সরবরাহের স্থান হবে।

প্র১৩: যদি কোনও ব্যক্তি মুম্বই থেকে দিল্লি ভ্রমণ করেন এবং মুম্বইয়ে ফিরে যান, সরবরাহের স্থান কী হবে ?

উ: যদি গ্রহীতা রেজিস্টার্ড হন, উক্ত ব্যক্তির অবস্থান সরবরাহের স্থান হবে। যদি গ্রহীতা রেজিস্টার্ড না হন, মুম্বই থেকে দিল্লি যাত্রায় সরবরাহের স্থান মুম্বই হবে, যেখান থেকে তিনি যানে ওঠেন। যদিও প্রত্যাবর্তনের সময় দিল্লি সরবরাহের স্থান হবে কারণ প্রত্যাবর্তন পৃথক যাত্রা হিসাবে গণ্য করা হবে (আইজিএসটি আইনের ধারা ৬(১১)-এর ব্যাখ্যা)।

প্র১৪: ধরা যাক মেসার্স এয়ার ইন্ডিয়া এক ব্যক্তিকে ভারতের যেকোনও জায়গা ভ্রমণের একটি টিকিট/পাস ইস্যু করল। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: উপরোক্ত ক্ষেত্রে, ইনভয়েস কাটার সময় যানে ওঠার স্থান জানা সম্ভব নয় কারণ ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য যানে ওঠার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই সরবরাহের স্থান যানে ওঠার স্থান হতে পারে না। সেইসব ক্ষেত্রে, অভাবজনিত নিয়ম (default rule) প্রযোজ্য হবে (আইজিএসটি আইনের ধারা ৬(১৯)বি-এর অনুবিধি)।

প্র১৫: মোবাইল সংযোগের ক্ষেত্রে সরবরাহের স্থান কী হবে ?

উ: মোবাইল পরিষেবা সরবরাহকারীর অবস্থান সরবরাহের স্থান হতে পারে না যেহেতু মোবাইল কোম্পানিগুলি একাধিক রাজ্যে পরিষেবা সরবরাহ করে এবং পরিষেবার অনেকটাই আন্তঃরাজ্য। সরবরাহকারীর অবস্থান সরবরাহের স্থান হিসাবে গণ্য করলে ভোগ-ব্যবহারের নীতিকে (consumption principle) লঙ্ঘন করা হবে এবং সব রাজস্ব মাত্র কয়েকটি রাজ্যে চলে যাবে, যেখানে সরবরাহকারীরা অবস্থিত।

মোবাইল সংযোগ পরিষেবায় সরবরাহের স্থান নির্ভর করবে সংযোগ পোস্ট-পেইড বা প্রি-পেইড-এর ভিত্তিতে।

পোস্ট-পেইড সংযোগের ক্ষেত্রে সরবরাহের স্থান পরিষেবা গ্রহীতার বিলিং ঠিকানার অবস্থান হবে।

সংযোগের জন্য টাকা পরিশোধ করা বা প্রিপেইড ভাউচার বিক্রি করার স্থানকে প্রি-পেইড সংযোগের সরবরাহের স্থান হিসাবে গণ্য করা হবে। যদি ইন্টারনেট / ই-পেমেন্টের মাধ্যমে রিচার্জ সম্পন্ন করা হয় তবে রেকর্ডে পরিষেবা গ্রহীতার নথিভুক্ত অবস্থানকে পরিষেবার স্থান হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

প্র১৬: গোয়ার এক ব্যক্তি দিল্লির এক ব্রোকারের থেকে এনএসই (মুম্বই)-তে শেয়ার ক্রয় করেন। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: পরিষেবা সরবরাহকারীর নথি-বর্ণিত পরিষেবা গ্রহীতার অবস্থানকে পরিষেবা সরবরাহের স্থান বলা হবে। অতএব, গোয়া সরবরাহের স্থান হবে।

প্র১৭: মুম্বই থেকে এক ব্যক্তি কুলু-মানালি যান এবং মানালির ICICI ব্যাঙ্ক থেকে কিছু পরিষেবা গ্রহণ করেন। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: যদি পরিষেবাটি ব্যক্তিটির অ্যাকাউন্ট-জনিত না হয়, সরবরাহের স্থান কুলু হবে, অর্থাৎ পরিষেবা সরবরাহকারীর অবস্থান। আর যদি পরিষেবাটি ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট-জনিত হয়, সরবরাহের স্থান মুম্বই হবে, যেটা পরিষেবা সরবরাহকারীর নথি-বর্ণিত পরিষেবা গ্রহীতার অবস্থান।

প্র১৮: গুরগাঁও-এর এক ব্যক্তি এয়ার ইন্ডিয়া-র উড়ানে মুম্বই থেকে দিল্লি ভ্রমণ করেন এবং তাঁর ভ্রমণ বীমা মুম্বইয়ে করান। সরবরাহের স্থান কী হবে?

উ: বীমা পরিষেবা সরবরাহকারীর নথি-বর্ণিত পরিষেবা গ্রহীতার অবস্থানকে পরিষেবার স্থান হিসাবে গ্রহণ করা হবে। সুতরাং গুরগাঁও সরবরাহের স্থান হবে (আইজিএসটি আইনের ধারা ৬(১৪)-র অনুবিধি)।

১৩

জিএসটি পোর্টালে ফ্রন্টএন্ড কার্যপদ্ধতি
FRONT-END BUSINESS PROCESS ON GST PORTAL

প্র১: জিএসটিএন কী?

উ: পণ্য ও পরিষেবা ট্যাক্স নেটওয়ার্ক (GSTN) একটি অলাভজনক সংস্থা যেটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে এবং একই সাথে করদাতা ও অন্যান্য সম্পর্কিত ব্যক্তি/সংস্থাকে তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর সুবিধা দেবে। রেজিস্ট্রেশন, রিটার্ন এবং সব ধরনের পেমেন্ট জিএসটিএন-দ্বারা সরাসরি করা হবে। এটা সরকার ও করদাতাদের মধ্যে আদানপ্রদানের মাধ্যমে হবে।

প্র২: জিএসটিএন-এর সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে?

উ: জিএসটি ব্যবস্থা প্রকল্পটি একটি অনন্য এবং জটিল তথ্যপ্রযুক্তিগত উদ্যোগ। এটা অনন্য কারণ এটির দ্বারা যেমন সর্বপ্রথম সকল করদাতার জন্য সরকারের সাথে অভিন্ন যোগাযোগ-মাধ্যমের ব্যবস্থা করা হবে তেমনই কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির জন্য একটি বিনিময়যোগ্য তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো সৃষ্টি করা হবে। বর্তমানে, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির পরোক্ষ কর প্রশাসনের বিভিন্ন আইন, বিধি, পদ্ধতি এবং বিন্যাসসহ কাজ করে এবং সেই কারণে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো স্বাধীন রূপে কাজ করে। জিএসটি বাস্তবায়নের জন্য এগুলিকে একীভূত করাটি যথেষ্ট জটিল, কারণ এই কাজের মধ্যে সমস্ত কর-ব্যবস্থাকে একীভূত করে এইসব করের সাথে যুক্ত প্রশাসনগুলির (কেন্দ্র, রাজ্য এবং

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) অন্য সমমানের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে যা করদাতা ও অন্যান্য সম্বন্ধীয়দের জন্য এক অভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম সৃষ্টি করবে। এছাড়াও জিএসটি একটি গন্তব্যনির্ভর কর হওয়ার কারণে আন্তঃরাজ্য পণ্য ও পরিষেবা ব্যবসা (IGST) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এক সুদৃঢ় সমাধান ব্যবস্থা দাবি করে। এটি তখনই সম্ভব যখন এমন তথ্যপ্রযুক্তিগত কাঠামো এবং পরিষেবার নিশ্চয়তা থাকবে যা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদের (যার মধ্যে আছে করদাতা, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার, ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) নিজেদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিনিময়ের ব্যবস্থা করবে।

এই বিষয়টি ২১শে জুলাই ২০১০-এ অনুষ্ঠিত Empowered Committee of State Finance Ministers-দের ২০১০-এর চতুর্থ মিটিং-এ আলোচনা করা হয়। EC সেই মিটিং-এ Empowered Group on IT Infrastructure for GST (পরে EG বলে উল্লেখিত) সৃষ্টি করার অনুমতি দেয় যার চেয়ারম্যান হবেন ড. নন্দন নিলেকেনি, সঙ্গে থাকবেন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি (রেভেনিউ), মেম্বর (বি অ্যান্ড সি), সিবিইসি, ডি জি সিস্টেম, সিবিইসি, এফ. এ. মিনিস্ট্রি অব ফিনান্স এবং পাঁচটি রাজ্যের ট্রেড কমিশনার (মহারাষ্ট্র, আসাম, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাট)। এই গ্রুপের দায়িত্ব ছিল সকলের জন্য কীভাবে এক সর্বজনীন জিএসটি নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করা যায় সেই লক্ষ্যে National Information Utility সৃষ্টি করা এবং NIU/SPV-র কাজের আওতা, রূপায়িত করার বিশদ পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণ, পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া।

মার্চ, ২০১০-এ অর্থমন্ত্রক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত TAGUP প্রস্তাব দেয় NIU যেন বেসরকারি সংস্থা রূপে গঠিত হয় যার উদ্দেশ্য থাকবে GST সহ সরকারের অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকল্পনা জনগণের জন্য রূপায়ণ করা। TAGUP-এর দায়িত্ব ছিল GST, TIN, NPS ইত্যাদি নানা পরিকল্পনার প্রযুক্তি ও ব্যবস্থা-সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করা।

২রা আগস্ট ২০১০ থেকে ৮ই আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত EG কর্মপদ্ধতি নিয়ে সাতটি মিটিং করে। প্রয়োজনীয় আলোচনার পর জিএসটি System Project নামক একটি Special Purpose Vehicle স্থাপন করার জন্য EG প্রস্তাব দেয়। সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশে দক্ষ ও ভরসাযোগ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য EG একটি বেসরকারি GSTNSPV-র প্রস্তাব করে যেখানে সরকারের অংশীদারি হবে ৪৯ শতাংশ (কেন্দ্র ২৪·৫ শতাংশ এবং রাজ্যগুলি একত্রে ২৪·৫ শতাংশ)। এই প্রস্তাবনার সময় SPV-র পরিচালন সমিতির স্বাধীনতা, সরকার কর্তৃক কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ, সংগঠনে নমনীয়তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা, প্রয়োজনমতো মানবসম্পদ নিয়োগ করা ও রেখে দেওয়ার মতো বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়েছিল।

GSTN-এর ভূমিকায় সংবেদনশীলতা এবং এর থেকে প্রাপ্তব্য তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে EG সরকার দ্বারা GSTN-এর উপর কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিল। EG তার প্রস্তাবনায় বলেছিল SPV-র উপর সরকারের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বোর্ডের গঠনচিত্রে, Special Resolution and Shareholders Agreement-এর পদ্ধতি, সরকারি আধিকারিকদের ডেপুটেশন এবং GSTNSPV ও সরকারগুলির চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও অংশীদারি বণ্টন পদ্ধতি দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে কেন্দ্র এককভাবে ২৪·৫ শতাংশ এবং রাজ্যগুলি একত্রে ২৪·৫ শতাংশ অংশীদার হয়। মোট সরকারি অংশীদারি যে কোনও বেসরকারি অংশীদারির থেকে অনেক বেশি হবে। একইসাথে EG প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিল কারণ সব রিটার্নের ১০০ শতাংশ যেন এই বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খায়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিদের ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে। কিন্তু সূক্ষ্ম প্রযুক্তিবিদদের এই কোম্পানি স্বাধীনভাবে চালাতে হবে ঠিক যেমনভাবে NSDL পেশাদারিত্বসহকারে ও স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। EG বেসরকারি সংস্থার প্রস্তাব করেছিল কারণ এমন সংস্থার কাজ করার স্বাধীনতা থাকবে।

এই প্রস্তাবগুলি ১৯ শে আগস্ট ২০১১-য় অনুষ্ঠিত ঐ সালের তৃতীয় বৈঠকে ও ১৪ই অক্টোবর ২০১১-য় চতুর্থ বৈঠকে Committe of State Ministerদের সামনে রাখা হয়। ১৪ই অক্টোবর ২০১১-র বৈঠকে Empowered Committee of State Finance Ministers, EG-প্রস্তাবিত GSTN-সংক্রান্ত তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো এবং ধারা ২৫ অনুযায়ী অ-লাভজনক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করায় সম্মতি দেয়।

রাজস্ব বিভাগের নোটে GSTN নামে যে Special Purpose Vehicle-এর কথা বলা হয় কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সেটির জন্য ১২ই এপ্রিল ২০১২ তারিখে সম্মতি দেয়। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতেও সম্মতি দেয়—

১) যোগ্য এবং ইচ্ছুক বেসরকারি সংস্থাগুলি চিহ্নিত করে অর্থমন্ত্রক কর্তৃক অনুমতি দেবার পর GSTN-SPV নথিবদ্ধকরণের আগে এতে বিনিয়োগ করা।

২) SPV-র উপর সরকারের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের গঠনচিত্র, Special Resolution and Shareholders চুক্তি সরকারি আধিকারিকদের ডেপুটেশনে পাঠানো এবং GSTN-SPV এবং সরকারের মধ্যে চুক্তির দ্বারা নিশ্চিত করা হবে।

৩) GSTN-SPV-র পরিচারলকমণ্ডলীতে চোদ্দ জন ডিরেক্টর থাকবেন যার ৩ জন কেন্দ্র থেকে, ৩ জন রাজ্য থেকে, বোর্ডের চেয়ারম্যান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির

সম্মতি অনুসারে নির্বাচিত হবেন, ৩ জন ডিরেক্টর বেসরকারি অংশীদারী থেকে, ৩ জন ডিরেক্টর বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে থেকে ও GSTN-SPV-র CEO একটি মুক্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

৪) কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সরবরাহের জন্য সরকারি আধিকারিকেরা যাতে ডেপুটেশনের মাধ্যমে GSTN-SPV-তে যোগ দিতে পারেন সেইজন্য বর্তমান নিয়মগুলি শিথিল করা।

৫) GSTN-SPV একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রেভিনিউ মডেল হবে, যেখানে করদাতা ব্যবহারকারীর থেকে এবং পরিষেবা ব্যবহারকারী করকর্তৃপক্ষের থেকে চার্জ আদায় করা যাবে।

৬) GSTN-SPV জাতীয় স্তরে সংহত রূপে পরোক্ষ কর-সংক্রান্ত সমস্ত প্রশাসনিক পরিষেবা দেওয়ার একমাত্র সংস্থা রূপে বিবেচিত হবে। সেইজন্য কোনও সংস্থা এই একই ধরনের পরিষেবা দিতে উদ্যোগী হলে তাকে GSTN-SPV-র সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭) গঠনের পর তিন বছরের জন্য SPV-র প্রাথমিক খরচ ও পরিচালনার জন্য সরকার এককালীন ৩১৫ কোটি টাকার অনুদান দেবে।

ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত মেনে GSTN-কে কোম্পানি আইনের ধারা ২৫ অনুযায়ী একটি অ-লাভজনক বেসরকারি উদ্যোগ রূপে নথিবদ্ধ করা হয়েছে যার অংশীদারিত্বের ছবি নিচে দেওয়া হল—

কেন্দ্রীয় সরকার	২৪.৫ শতাংশ
রাজ্য সরকার	২৪.৫ শতাংশ
এইচডিএফসি	১০ শতাংশ
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক	১০ শতাংশ
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক	১০ শতাংশ
NSE Strategic Investment Co	১০ শতাংশ
LIC Housing Finance Ltd.	১১ শতাংশ

বর্তমানে GSTN-এর যে রূপ তা Empowered Committee of State Finance Ministers এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার ফসল।

প্র৩: কী কী পরিষেবা জিএসটিএন-এ দেওয়া হবে?

উ: জিএসটিএন সাধারণ জিএসটি পোর্টাল মাধ্যমে নিম্নলিখিত পরিষেবা প্রদান করবে—

ক) রেজিস্ট্রেশন (বিদ্যমান করদাতাদের মাস্টার মাইগ্রেশন এবং প্যান ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইস্যু সহ);

খ) পেমেন্ট গেটওয়ে ও ব্যাঙ্কিং সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন সহ পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা;

গ) রিটার্ন ফাইলিং এবং প্রক্রিয়াকরণ;

ঘ) করদাতাদের অ্যাকাউন্ট পরিচালনা, বিজ্ঞপ্তি, তথ্য এবং অবস্থা ট্র্যাকিং বিষয়ক ব্যবস্থাপনা;

ঙ) ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্ট এবং লেজার ব্যবস্থাপনা;

চ) রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে বন্দোবস্ত বা নিষ্পত্তির গণনা (আইজিএসটি বন্দোবস্ত সহ); আইজিএসটি-র জন্য ক্লিয়ারিং হাউস;

ছ) আমদানির উপর জিএসটি-র প্রক্রিয়াকরণ ও সামঞ্জস্য যাচাই; কাস্টমস-এর ইডিই সিস্টেমের সাথে জিএসটি-র সংহতি;

জ) এমআইএস – প্রয়োজন ভিত্তিক তথ্য এবং ব্যবসায়িক তথ্য-উপাদান প্রদান করা; এবং

ঝ) সাধারণ জিএসটি পোর্টাল এবং কর প্রশাসন সিস্টেমের মধ্যে ইন্টারফেসের রক্ষণাবেক্ষণ;

ঞ) সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ প্রদান;

ট) কর কর্তৃপক্ষকে বিশ্লেষণাত্মক এবং ব্যবসায়িক তথ্য-উপাদান প্রদান করা; এবং

ঠ) গবেষণা চালানো, সর্বোত্তম কার্যাভ্যাসের অনুশীলন এবং সংশ্লিষ্টজনের প্রশিক্ষণ।

প্র৪: জিএসটিএন এবং রাজ্য/সিবিইসি-র মধ্যে ইন্টারফেসের সিস্টেম কী?

উ: জিএসটি-তে, যখন করদাতার রেজিস্ট্রেশনের আবেদন, ইনভয়েস আপলোডিং, রিটার্ন ফাইলিং, ট্যাক্স প্রদানের মতো কেন্দ্রীয় পরিষেবা জিএসটি সিস্টেম দেখাশোনা করবে, সমস্ত সংবিধিবদ্ধ কার্যাবলী (যেমন রেজিস্ট্রেশনের অনুমোদন, রিটার্ন মূল্যায়ন, তদন্ত পরিচালন এবং অডিট) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কর কর্তৃপক্ষ করবেন।

সুতরাং, সম্মুখপ্রান্তের দায়িত্বে থাকবে জিএসটিএন, আর পশ্চাৎপ্রান্তের মডিউল রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা গড়ে তোলা হবে। তবে ২৪টি রাজ্য (মডেল ২ রাজ্য)

তাদের পশ্চাৎপ্রান্তের মডিউল তৈরির দায়িত্ব জিএসটিএন-কেই দিয়েছে। সিবিইসি এবং বাকি রাজ্যগুলি (মডেল ১ রাজ্য) তাদের পশ্চাৎপ্রান্তের মডিউল তৈরি ও চালনার দায়িত্ব নিজেদের কাছেই রেখেছে।

প্র৫: রেজিস্ট্রেশনে জিএসটিএন-এর ভূমিকা কী হবে?

উ: রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন জিএসটি পোর্টালে অনলাইন তৈরি করা হবে। প্যান, ব্যবসার সংবিধান, আধার, CIN/DIN ইত্যাদি (যেমন প্রযোজ্য) কিছু ন্যূনতম প্রয়োজনীয় তথ্য-সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে (সিবিডিটি, ইউআইডি, এমসিএ ইত্যাদি) অনলাইন যাচাই করা হবে।

প্র৬: জিএসটিএন-এ ইনফোসিসের ভূমিকা কী?

উ: জিএসটিএন ইনফোসিস-কে যাবতীয় অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার, সরঞ্জাম, পরিকাঠামো সহ জিএসটি সিস্টেমের নকশা, উন্নয়ন ও প্রয়োগের জন্য একটি একক ম্যানেজড সার্ভিস প্রোভাইডার (MSP) হিসেবে নিয়োগ করছে। জিএসটি-র জন্মলগ্ন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এঁরাই তার চালনা ও দেখভাল করবেন।

প্র৭: জিএসটি সাধারণ পোর্টাল-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য কী কী?

উ: জিএসটি সাধারণ পোর্টাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে লভ্য হবে (করদাতা এবং তাঁদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট/কর উপদেষ্টা প্রমুখ দ্বারা) এবং কর কর্মকর্তা প্রমুখের কাছে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে লভ্য হবে। সমস্ত জিএসটি-সংক্রান্ত পরিষেবার জন্য এটি একক সাধারণ পোর্টাল হবে। উদাহরণ —

১) করদাতাদের রেজিস্ট্রেশন (নতুন, সারেন্ডার, বাতিলকরণ ইত্যাদি),
২) ইনভয়েস আপলোড, ক্রেতার ক্রয়ের রেজিস্টারের স্বয়ংক্রিয় খসড়া তৈরি, পর্যায়ক্রমিক জিএসটি রিটার্ন দাখিল,
৩) কর প্রদান ও ব্যাঙ্কের সংহতি,
৪) আইটিসি ও ক্যাশ লেজার ও লায়াবিলিটি লেজার,
৫) করদাতা, কর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টজনের জন্য এমআইএস রিপোর্ট,

৬) কর কর্মকর্তাদের জন্য বিশ্লেষণাত্মক এবং ব্যবসায়িক তথ্য-উপাদান।

প্র৮ : জিএসটিএন ইকোসিস্টেমের ধারণাটি কী?

উ: একটি সাধারণ জিএসটি সিস্টেম সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাণিজ্য কর বিভাগ, কেন্দ্রীয় কর প্রশাসন, করদাতা, ব্যাঙ্ক আর অন্যান্য সংশ্লিষ্টজনের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলবে। এই ইকোসিস্টেমে সকলেই থাকবেন — করদাতা, কর পেশাদার, কর আধিকারিক, জিএসটি পোর্টাল, ব্যাঙ্ক, হিসাবরক্ষক কর্তৃপক্ষ।

প্র৯ : জিএসপি (GST Suvidha Provider) কী?

উ: জিএসটি সিস্টেমটি তৈরি করছে ইনফোসিস— তারাই এর ব্যবস্থাপক পরিষেবা দাতা (MSP)। এই কাজের মধ্যে আছে জিএসটির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার গঠন, প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর ব্যবস্থাপনা ও আগামী পাঁচ বছর এই সিস্টেমটি চালানো।

প্রস্তাবিত জিএসটি-তে করদাতারা সমস্ত কাজই করবেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। এর জন্য, করদাতাদের কিছু হাতিয়ারের প্রয়োজন হবে। উদাহরণ — ইনভয়েসের তথ্যের আপলোডিং, আইটিসির ম্যাচিং পার্টি-পিছু লেজার তৈরি, রিটার্ন-এর আপলোডিং করপ্রদান, ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে এই সব নথির প্রত্যয়ন ইত্যাদি।

জিএসটি সিস্টেমে পৌঁছনোর জন্য করদাতাদের কাছে একটি জি টু বি পোর্টাল থাকবে। তবে জিএসটি সিস্টেমের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এটাই একমাত্র পন্থা নয়। করদাতা নানা থার্ডপার্টি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করেও জিএসটি সিস্টেমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। এগুলি ডেস্কটপ, মোবাইল বা অন্য কোনও যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে হতে পারে। এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি সুরক্ষিত জিএসটি সিস্টেম এপিআই-এর মাধ্যমে এই যোগাযোগ করবে। এই সমস্ত থার্ডপার্টি পরিষেবাদাতাদের একটি সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে — জিএসটি সুবিধা প্রদানকারী বা জিএসপি।

করদাতারা জিএসটি সিস্টেমের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন জিএসটি সিস্টেম পোর্টালের মাধ্যমে অথবা নানান অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে লভ্য জিএসপি ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে। এর দ্বারা রেজিস্ট্রেশন, করপ্রদান, রিটার্ন দাখিল ও নানান তথ্যের আদানপ্রদান সম্ভব হবে।

জিএসটি সিস্টেমের এপিআই ব্যবহারকারী সংস্থা হিসাবে জিএসপিগুলি কাজ করবে আর করদাতাদের জন্য বিকল্প যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে নানান অ্যাপ্লিকেশন আর ওয়েবপোর্টাল গড়ে তুলবে।

প্র১০: জিএসটি সুবিধা প্রদানকারীদের ভূমিকা কী হবে?

উ: জিএসপিদের তৈরি করা অ্যাপস সুরক্ষিত জিএসটি সিস্টেম এপিআই-এর মাধ্যমে জিএসটি সিস্টেমের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। জিএসপিদের কিছু কাজ —

- করদাতা, টিআরপি-দের জন্য বিভিন্ন অ্যাপস/ইন্টারফেস প্রস্তুত করা;
- করদাতাদের জন্য আরও নানা মূল্যযুক্ত পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

সুতরাং দুই দফা যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকছে— একটি অ্যাপ ব্যবহারকারী ও জিএসপি-র মধ্যে, অন্যটি জিএসপি ও জিএসটি ব্যবস্থার মধ্যে।

প্র১১: জিএসপি ব্যবহারে করদাতার সুবিধাগুলি কী?

উ: জিএসপি কর হিসাবের সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে করদাতাকে প্রচুর কর-সংক্রান্ত সহযোগিতা করতে পারবেন। যদি তাঁরা ইনভয়েস ও রিটার্নের আপলোডিং-এর সাথে সাথে তাদের সামঞ্জস্য নির্ণয়ের কাজটি করতে পারেন তবে করদাতার বড়ই সুবিধা হয়। জিএসটি পোর্টালের ইন্টারফেস আর বৈশিষ্ট্যগুলি সমস্ত করদাতার জন্যই একইরকম হবে, তাদের সাজসজ্জাও হবে সরল ও সাধারণ। অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যবহারকারীর (যেমন বৃহৎ করদাতা যাঁদের আর্থিক ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণই স্বয়ংক্রিয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, যাঁদের ব্যবস্থা অর্ধ-স্বয়ংক্রিয়, বা ক্ষুদ্র উদ্যোগ যাঁদের কোনও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাই নেই) চাহিদা অনুযায়ী, জিএসপিগুলি আরও সমৃদ্ধ ইন্টারফেস বানাবে — এটাই আশা করা যায়। আর নিতান্ত আকারের বিচারেই, জিএসটি পোর্টাল যে জিএসপিদের পেশ করা ইন্টারফেসের মতো অতখানি চটপটে হতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য।

প্রচলিত সফ্টওয়্যারেই জিএসটি-সংক্রান্ত সুবিধা যোগ করে জিএসপিগুলি অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারে। আবার ছোট আর মাঝারি উদ্যোগগুলির জন্য, বা ক্ষুদ্র করদাতাদের জন্য, তারা সর্বাঙ্গীন সমাধানের ব্যবস্থা করতে পারে। উদাহরণ, একটি অফলাইন ইউটিলিটি — স্প্রেডশিটের মতো — যেখানে করদাতা তাঁর ইনভয়েসের খুঁটিনাটি ভরে জিএসটি পোর্টালে বিবেচনার জন্য আপলোড করে দিতে পারবেন। একইভাবে জিএসপি একজন কর-পরামর্শদাতার জন্য তাঁর সমস্ত মক্কেলের তালিকা ড্যাশবোর্ডে প্রদর্শন করতে পারে ও যে কোনও নির্বাচিত মক্কেলের বিষয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/অমীমাংসিত ব্যবস্থার হদিশ দিতে পারে।

একজন জিএসপি কিছু চমকপ্রদ/মূল্যযুক্ত বৈশিষ্ট্যও প্রস্তাব করতে পারে, যা তাকে অন্যান্য জিএসপিদের থেকে অনন্য করে তুলবে।
দেখুন : http://www.gstn.org/ecosystem/faq_questions.php

প্র১২ : জিএসটিএন যে জিএসটি কমন পোর্টালের প্রস্তুতি ও দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে তাতে করদাতার ভূমিকা কী হবে?

উ: জিএসটিএন-এর মাধ্যমে করদাতা যে কাজগুলি করবেন তার কয়েকটি —

- করদাতার রেজিস্ট্রেশনের আবেদন ও তাঁর প্রোফাইল রক্ষা;
- কর, দণ্ড ও সুদের প্রদান;
- ইনভয়েস/বার্ষিক রিটার্নের তথ্যের আপলেড;
- রিটার্ন/ট্যাক্স লেজার/ক্যাশলেজার-এর হালহকিকত বিচার।

প্র১৩: রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর আধিকারিকদের ভূমিকা এক্ষেত্রে কী হবে?

উ: আধিকারিকরা নিম্নলিখিত কারণে জিএসটিএন তথ্য ব্যাকএন্ড অফিসে ব্যবহার করবেন—

- করদাতাদের অন্তর্ভুক্তি/রেজিস্ট্রেশনে সম্মতি/অস্বীকার;
- রাজ্য করের প্রশাসন (মূল্যায়ন/অডিট/রিফান্ড/আপিল/তদন্ত);
- এমআইএস ও আরও নানা বিষয়ে।

প্র১৪: জিএসটিএন কি প্রতিটি ইনভয়েস ধারার জন্য কোনও অনন্য পরিচয় (ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন) জেনারেট করবে?

উ: না, জিএসটিএন কোনও নতুন পরিচয় জেনারেট করবে না। সরবরাহকারীর জিএসটিআইএন, ইনভয়েস নং, আর্থিক বর্ষ আর এইচএসএন/এসএসি কোড মিলে প্রতিটি ধারাকেই স্বতন্ত্র করে তুলবে।

প্র১৫: ইনভয়েস তথ্য কি প্রতিনিয়ত আপলোড করা যাবে?

উ: হ্যাঁ, জিএসটি পোর্টাল যেকোনও সময়েই ইনভয়েস তথ্য গ্রহণ করতে সক্ষম। আপলোড যত তাড়াতাড়ি করে ফেলা যায় ততই ভালো কেননা তাতে গ্রহীতার ক্রয় রেজিস্টারে তা তাড়াতাড়ি উঠে যাবে এবং তাঁকে সেটা দেখার সুযোগ দেবে।

প্র১৬: জিএসটি পোর্টালে ইনভয়েস তথ্য আপলোড করার জন্য কোনও টুল কি জিএসটিএন-এ থাকবে?

উ: হ্যাঁ, জিএসটিএন করদাতাদের জন্য বিনামূল্যে একটি স্প্রেডশিট (মাইক্রোসফ্ট এক্সেলের মতো) গোছের টুল সরবরাহ করবে। এর মাধ্যমে তাঁরা ইনভয়েস তথ্য সন্নিবেশ ও আপলোড করতে পারবেন। এই টুলটি অফলাইন, ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই কয়েকশো ইনভয়েসের তথ্য এখানে ভরে নিয়ে পরে সুযোগমতো এক ধাক্কায় আপলোড করে দেওয়া যাবে।

প্র১৭: লেজার আর অন্যান্য হিসাব খাতা দেখার জন্য জিএসটিএন কোনও মোবাইল ভিত্তিক অ্যাপসের ব্যবস্থা করেছে কি?

উ: হ্যাঁ, জিএসটি পোর্টালের গঠনই এমন যে তা যেকোনও স্মার্টফোনে দেখা যাবে। ক্যাশ লেজার, লায়াবিলিটি লেজার, আইটিসি লেজার — সবই ফোনে দেখা যাবে।

প্র১৮: কর পেশাদারদের জন্য জিএসটিএন পৃথক ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড-এর বন্দোবস্ত রেখেছে কি, যাতে তাঁদের মক্কেলদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে কাজ করতে না হয়?

উ: হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থা জিএসটিএন-এ আছে। কর পেশাদাররা নিজেদের আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে মক্কেলের হয়ে তাঁর যাবতীয় কাজই করতে পারবেন, শুধু চূড়ান্ত দাখিল ছাড়া। তার জন্য মক্কেলের ই-সাক্ষর (ওটিপি) বা ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্রের প্রয়োজন হবে।

প্র১৯: এই ব্যবস্থায়, করদাতা তাঁর মনোনীত কর-পেশাদারকে ইচ্ছে করলে পরিবর্তন করতে পারেন কি?

উ: হ্যাঁ। জিএসটি পোর্টালে বসেই করদাতা তাঁর পুরনো কর-পেশাদারকে অ-নির্বাচিত করে নতুন কাউকে দায়িত্ব দিতে পারবেন।

প্র২০: কেন্দ্রীয় উৎপাদ শুল্ক বা পরিষেবা কর বা রাজ্য ভ্যাট ব্যবস্থায় যেসব করদাতা এখনই রেজিস্টার্ড, তাঁদের কি জিএসটি-তে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে?

উ: না, যেসব বর্তমান করদাতার প্যান সিবিডিটি-র ডাটাবেস দ্বারা প্রত্যয়িত হয়ে গেছে তাঁদের নতুন করে আবেদন করতে হবে না। জিএসটি পোর্টাল তাঁদের প্রোভিশনাল জিএসটিআইএন দেবে, এটা ছয় মাস পর্যন্ত বৈধ থাকবে, — তার মধ্যে জিএসটি আবেদনপত্রে যেসব তথ্য লাগে তা দাখিল করতে হবে। এই তথ্যপ্রদান সম্পূর্ণ হলে প্রোভিশনাল রেজিস্ট্রেশন নিয়মিত রেজিস্ট্রেশনে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যথাযথ কর-কর্তৃপক্ষ এর সময়সীমার ব্যাপারে আরও কিছু জানানোর থাকলে বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন।

প্র২১: করদাতাদের সুবিধার্থে জিএসটিএন কিছু প্রশিক্ষণমূলক ভিডিও জিএসটি পোর্টালে প্রকাশ করবে কি?

উ: হ্যাঁ, জিএসটিএন কিছু কম্পিউটার ভিত্তিক প্রশিক্ষণের উপকরণ তৈরি করছে; এর মধ্যে জিএসটি পোর্টালে যেসব কাজ করতে হবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের ভিডিও ছবিও অঙ্গীভূত হয়েছে। জিএসটি পোর্টাল আর সমস্ত কর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে এগুলি দিয়ে দেওয়া হবে।

প্র২২: জিএসটি পোর্টালে করদাতাদের পাঠানো রিটার্ন ও রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত তথ্য কি গোপন থাকবে?

উ: হ্যাঁ, জিএসটি পোর্টালে করদাতাদের সমস্ত ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্য যাতে গোপন থাকে, জিএসটিএন সেই ব্যাপারে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ভূমিকা ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ (Role Based Access Control বা RBAC) আর তথ্য আদানপ্রদান ও সংরক্ষণের সময় করদাতাদের মূল্যবান তথ্যের সংকেতীকরণ

(enrcyption)-এর মাধ্যমে এই গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। শুধু ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর-কর্তৃপক্ষই এই তথ্য দেখতে ও পড়তে পারবেন।

প্র২৩: জিএসটি সিস্টেমের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে জিএসটিএন কী সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েছে?

উ: তথ্য ও পরিষেবার সুরক্ষার জন্য জিএসটি সিস্টেম সর্বোচ্চ সুরক্ষা কাঠামোর ব্যবস্থা রেখেছে। উচ্চস্তরের ফায়ারওয়াল, অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণ, তথ্যাদির সংকেতীকরণ, সম্পূর্ণ অডিট পদচিহ্ন, সুসংগত হ্যাশিং অ্যালগরিদম প্রয়োগের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত রদবদল থেকে সুরক্ষা, ওএস এবং হোস্ট হার্ডেনিং প্রভৃতি ছাড়াও জিএসটিএন একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সুরক্ষা কার্যের কম্যান্ড ও কন্ট্রোল কেন্দ্র তৈরি করছে যা প্রকৃত সময়ে সমস্ত ক্ষতিকর আক্রমণকে সক্রিয়ভাবে রুখবে ও সামাল দেবে। সোর্সকোডের অবিরত স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত কোডিং পদ্ধতি সুনিশ্চিত করে জিএসটিএন সাধারণভাবে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হুমকিগুলি থেকে সুরক্ষা দেবে।

১৪
অন্তর্বর্তীকালীন বিধিব্যবস্থা
TRANSITIONAL PROVISIONS

প্র১: সেনভ্যাট/ আইটিসি কি জিএসটি-র পূর্বের শেষ রিটার্নের জের টেনে বিগত আইনের মতো জিএসটি-র অধীনে আইটিসি হিসাবে পাওয়া যাবে?

উ: হ্যাঁ। রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি এইরকম ক্রেডিট পাবেন এবং তা তাঁর বৈদ্যুতিন খাতায় জমা পড়বে — ধারা ১৪৩ অনুযায়ী।

প্র২: ধরা যাক, একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি, ২০১৬-১৭-এর শেষ তিন মাসে ক্যাপিটাল পণ্য কিনলেন। যদিও ইনভয়েস ৩১শে মার্চ ২০১৭-এর মধ্যে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু তিনি ক্যাপিটাল পণ্য হাতে পেলেন ৫ই এপ্রিল ২০১৭ (অর্থাৎ জিএসটি-র সময়)। এইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি ২০১৭-১৮ সালে সেনভ্যাট-এ ঐ ইনভয়েস-এর পুরো ক্রেডিট পাবেন?

উ: হ্যাঁ। উনি ২০১৭-১৮-তে পুরো ক্রেডিটই পাবেন — ব্যাখ্যা — ধারা ১৪৪(১)।

প্র৩: ধরা যাক, 'ক' ও 'খ' নামক ক্যাপিটাল পণ্যের উপর ভ্যাট ক্রেডিট আগের নিয়মে পাওয়া যেতো না। এখন যদি 'ক' ও 'খ' জিএসটি-এর অধীনে আসে তবে কি রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি 'ক' ও 'খ'-এর ওপর ভ্যাট ক্রেডিট দাবি করতে পারেন?

উ: পারেন, একমাত্র তখনই যদি আগের নিয়মানুযায়ী 'ক' ও 'খ'-এর উপর আইটিসি প্রযোজ্য থেকে থাকে এবং এখনও তা জিএসটি-র অধীনে থেকে থাকে। আর যদি 'ক' ও 'খ' আগের

আইনের আওতায় না থেকে থাকে তবে সেই ব্যক্তি এখনও জিএসটি-র অধীনে তার ওপর ক্রেডিট দাবি করতে পারবেন না— ধারা ১৪৪(১)-এর অনুবিধি।

প্র৪: ধরা যাক এক ব্যক্তি ভুলক্রমে যদি ক্রেডিট ঐ 'ক' ও 'খ'-এর উপর ভোগ করেও থাকেন, তবে কি তা আগের আইন বা জিএসটি-র অধীনে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব?

উ: ভুলক্রমে ভোগ করা ক্রেডিট কেবলমাত্র জিএসটি-র অধীনে পুনরুদ্ধার করা যাবে — ধারা ১৪৩-১৪৬।

প্র৫: এমন দুটি উদাহরণ দিন যেখানে একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি আগের আইন অনুযায়ী করযোগ্য ছিলেন না কিন্তু জিএসটি-র অধীনে হলেন।

উ:

ক) ধরা যাক এক প্রস্তুতকারকের টার্নওভার ৬০ লক্ষ টাকা এবং তিনি ক্ষুদ্র শিল্পের অধীনে ছাড় পেয়ে থাকতেন কিন্তু বর্তমানে আর তা পাবেন না কারণ জিএসটি-র অধীনে তাঁর ব্যবসা সর্বনিম্ন মাত্রা ১০ লক্ষ টাকার অধিক হয়ে গেছে— ধারা ৯।

খ) জিএসটি-র অধীনে, একজন ব্যবসায়ী যদি ই-কমার্স-এর মাধ্যমে ভ্যাট-এর আওতাভুক্ত কোনও কিছু বিক্রি করেন তাঁর রেজিস্ট্রেশন আবশ্যক — ধারা ১৪৫ তৎসহ ধারা ৯ এবং শিডিউল-৩।

প্র৬: জিএসটি শুরুর দিনে কোনও পরিষেবাদায়ী ব্যবসায়ীর ইনপুট পণ্যের স্টকের ভ্যাট-এর আইটিসি কি গ্রাহ্য হবে?

উ: না, পরিষেবায় ভ্যাট গ্রাহ্য নয়। কেবল পণ্যই ভ্যাট-এর আওতায়।

প্র৭: একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তির বিগত আইনের অধীনে শেষ রিটার্ন অনুযায়ী বৈদ্যুতিন ক্রেডিট লেজার-এ ১০০০ টাকা জমা আছে। এবার তিনি এলেন জিএসটি-র অধীনে কম্পোজিশন স্কিম-এ। তিনি কি তাঁর সেই ক্রেডিট ফেরত পাবেন?

উ: না। কম্পোজিশন স্কিম-এ আসার ঠিক আগের দিনেই তাঁকে স্টকে থাকা ইনপুট পণ্যের উপর আইটিসি-র সমপরিমাণ টাকা প্রদান করতে হবে। কেবলমাত্র তাঁর ই-ক্রেডিট লেজার বা ই-ক্যাশ লেজার থেকেই পেমেন্ট গ্রহণ করা হয়। তাই যদি ক্রেডিট লেজার-এর মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়, পড়ে থাকা অতিরিক্ত ক্রেডিট তামাদি/ অফেরতযোগ্য হবে— ধারা ১৪৭।

প্র৮: Central Sales Tax (CST)-এর অধীনে বিক্রির ছয় মাসের মধ্যে পণ্য ফেরত দিলে তা টার্নওভার থেকে বাদ যাবে। কিন্তু জিএসটি চালু হওয়ার পর কোনও ক্রেতা বিক্রির ৬ মাস বাদে পণ্য ফেরত দিলে তা কোন হিসাবে করযোগ্য হবে? CST না জিএসটি?

উ: প্রথমে দেখতে হবে, পণ্যটি জিএসটি করযোগ্য কিনা। তারপর দেখতে হবে জিএসটি চালু হওয়ার ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর তা ফেরত এসেছে কিনা। যদি দুই ক্ষেত্রেই উত্তর হ্যাঁ হয় তবে যে ব্যক্তি পণ্য ফেরত পাঠাচ্ছেন তাঁকে জিএসটি দিতে হবে।

মোটকথা, জিএসটি শুরুর দিনের ছয় মাসের মধ্যে যদি পণ্যগুলি ফেরানো হয় এবং এটা যদি নিশ্চিত করা যায় যে আগের আইন অনুযায়ী বিক্রির সময় (এই বিক্রি জিএসটি চালু হওয়ার দিনের পূর্ববর্তী অনধিক ছয় মাসের মধ্যে ঘটে থাকলে তবেই) তার উপর কর দেওয়া হয়েছে, তবে যিনি ফেরত দিচ্ছেন তাঁকে কোনও কর দিতে হবে না — ধারা ১৪৯।

প্র৯: ধরা যাক, একজন উৎপাদক (manufacturer) আগের আইন অনুযায়ী ইনপুট বা অর্ধ-সমাপ্ত পণ্য জিএসটি চালু হওয়ার আগে পাঠালেন এবং জিএসটি-র পর জব-ওয়ার্ক শেষে ফেরত পেলেন। এক্ষেত্রে সেই উৎপাদক বা জব-ওয়ার্কার কি কর দিতে বাধ্য থাকবেন?

উ: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উৎপাদক বা জব-ওয়ার্কার-কে কোনও কর দিতে হবে না—

ইনপুট বা অর্ধ-সমাপ্ত পণ্য যদি জিএসটি শুরুর দিনের আগে, পূর্বের আইন অনুযায়ী পাঠানো হয়ে গিয়ে থাকে;

একই পণ্য যদি জব-ওয়ার্কার জিএসটি শুরুর দিনের ছয় মাসের মধ্যে ফেরত দিয়ে থাকেন (বা বিশেষ ক্ষেত্রে, আরও দু'মাসের ভিতর);

যদি উৎপাদক এবং জব-ওয়ার্কার উভয়ই নির্দিষ্ট ফর্ম-এ জিএসটি শুরুর দিনের ইনপুটের স্টকের বিশদ বিবরণ ঘোষণা করে থাকেন— ধারা ১৫০ এবং ১৫১।

প্র১০: জব-ওয়ার্কার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য ফেরত না দিলে কী হতে পারে?

উ: কর জব-ওয়ার্কার-এর ওপর বর্তাবে। অতঃপর উৎপাদকও নির্দিষ্ট সময়সীমা লঙ্ঘনের জন্য কর দিতে বাধ্য থাকবেন— ধারা ১৫০(১) এবং ১৫১(১)।

প্র১১: কোনও উৎপাদক কি অন্য কোনও করদায়ী ব্যক্তির এলাকায়/চত্বরে পরীক্ষা করার জন্য সমাপ্ত পণ্য পাঠাতে পারেন?

উ: হ্যাঁ। একজন উৎপাদক আগের নিয়মানুযায়ী অন্য রেজিস্টার্ড করদাতার কাছে কর দিয়ে বা রপ্তানির জন্য কর না দিয়েই পাঠাতে পারেন— জিএসটি শুরুর দিনের ছয় মাসের মধ্যে রপ্তানির জন্য, অথবা দীর্ঘায়িত সময়সীমার মধ্যে কর না দিয়েই সমাপ্ত পণ্য পাঠাতে পারেন— ধারা ১৫২।

প্র১২: পূর্ব আইনানুযায়ী যদি সমাপ্ত পণ্য কোনও বিশেষ প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানার বাইরে জিএসটি চালু হওয়ার আগে বের করা হয়ে থাকে এবং জিএসটি চালু হওয়ার পর পুনরায় কারখানায় ফেরত আনা হয় তবে কি তার উপর জিএসটি দিতে হবে?

উ: জিএসটি শুরুর নির্ধারিত দিনের আগে যদি কোনও পণ্য কারখানার বাইরে বের করা হয়ে থাকে এবং ছয় মাস বা দীর্ঘায়িত সময়ের (দু'মাস) মধ্যে যদি তা উৎপাদন নয় এমন কোনও প্রক্রিয়ার শেষে ফেরত নেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তবে জিএসটি-র অধীনে কোনও কর দিতে হবে না— ধারা ১৫২।

প্র১৩: আগের নিয়মানুযায়ী কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও সমাপ্ত পণ্য জব-ওয়ার্কার-এর কাছে পাঠালে তা জিএসটি-র অধীনে করযোগ্য হবে?

উ: যদি সেই সমাপ্ত পণ্য ছয় মাসের চাইতে বেশি সময় পরে ফেরত দেওয়া হয় তবে তা জিএসটি-র অধীনে করযোগ্য গণ্য করা হবে— ধারা ১৫২-র অনুবিধি।

প্র১৪: ধারা ১৫০, ১৫১ এবং ১৫২ অনুযায়ী যে দীর্ঘায়িত সময়ের কথা বলা হয়েছে তা কি স্বয়ংক্রিয়?

উ: না, তা মোটেও নয়। সময় দীর্ঘায়িতকরণ কেবলমাত্র যথোপযুক্ত কারণের ভিত্তিতে উপযুক্ত

কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে।

প্র১৫: পরিবর্তিত দামের ভিত্তিতে ডেবিট/ক্রেডিট নোট তৈরির সময়সীমা কী?

উ: করযোগ্য ব্যক্তি যে কোনও পরিবর্তিত মূল্যের জন্য পরিবর্তনের ৩০ দিনের মধ্যে ডেবিট/ক্রেডিট নোট বা সম্পূরক ইনভয়েস দিতে পারবেন।

আর দাম কমলে সেই করযোগ্য ব্যক্তি তাঁর করদায় তখনই কমাতে পারেন যদি দেখা যায় যে তাঁর গ্রহীতাও তাঁর আইটিসি সেই অনুযায়ী কমিয়েছেন— ধারা ১৫৩।

প্র১৬: আগের নিয়মানুযায়ী কর বা সুদের রিফান্ড পাওনা থাকলে তার কী হবে?

উ: পেন্ডিং রিফান্ড-এর দাবি আগের নিয়মানুযায়ী নিষ্পত্তি হবে— ধারা ১৫৪।

প্র১৭: আগের নিয়মানুযায়ী সেনভ্যাট/আইটিসি-র কোনও দাবি-সংক্রান্ত আপিল বা পুনর্বিবেচনার আবেদনের কী হবে? ধরা যাক, সেটা বহির্মুখী সরবরাহের উপর করদায় সংক্রান্ত।

উ: তবে তা আগের আইনানুযায়ীই নিষ্পত্তি করতে হবে— ধারা ১৫৫ / ১৫৬।

প্র১৮: আর যদি আপিল বা পুনর্বিবেচনার আদেশ করদাতার পক্ষে যায় তবে জিএসটি অনুযায়ী তা কি ফেরত দেওয়া হবে? এছাড়া যদি তা করদাতার বিপক্ষে যায় তবে কী হবে?

উ: কেবলমাত্র আগের আইনানুযায়ী রিফান্ড দেওয়া হবে। আর কর যদি পুনরুদ্ধার (recovery)-এর যোগ্য হয়, তবে তা করা হবে জিএসটি অনুযায়ী।

প্র১৯: আগের আইনানুযায়ী জমা হওয়া রিটার্ন-এর সংশোধনের ফলে উদ্ভূত রিফান্ড জিএসটি-তে কীভাবে সম্ভব হবে?

উ: এটা আগের আইনের নিদান অনুযায়ী ফেরত দেওয়া হবে— ধারা ১৫৮।

প্র২০: যদি কোনও পণ্য বা পরিষেবা পূর্বের আইন মোতাবেক করা কোনও চুক্তি দ্বারা

আবদ্ধ হয় কিন্তু তা জিএসটি-র সময় প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে কোন কর প্রযুক্ত হবে?

উ: উক্ত ক্ষেত্রে জিএসটি প্রযোজ্য হবে— ধারা ১৫৯।

প্র২১: জিএসটি-র সময় সরবরাহ করা কোনও পণ্য বা পরিষেবার ওপর কি কোনও কর লাগবে যদি সেগুলি জিএসটি শুরুর দিনের আগের আইনানুযায়ী কর প্রদত্ত হয়ে থাকে?

উ: না, সেক্ষেত্রে আর কোনও কর প্রযোজ্য হবে না যেহেতু সেই পণ্য/পরিষেবার উপর পূর্ব আইনানুযায়ী কর নেওয়া হয়ে গেছে এবং সমস্ত প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনের আগেই সম্পন্ন হয়েছে— ধারা ১৬০।

প্র২২: ধরা যাক, কোনও পণ্য/পরিষেবা পূর্বের আইনানুযায়ী করা হয়েছে কিন্তু তার অংশবিশেষ (ধরা যাক Retention money) জিএসটি-র সময় গৃহীত হয়েছে, তবে কি তার কর জিএসটি অনুযায়ী ধার্য হবে?

উ: না, যদি তার পুরো কর পূর্বের আইনানুযায়ী দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে, তবে নয়— ধারা ১৬১।

প্র২৩: ধরা যাক, ইনপুট পরিষেবা বণ্টনকারী (আইএসডি) আগের আইনানুযায়ী কোনও পরিষেবা নিলেন, সেক্ষেত্রে পরিষেবা-সংক্রান্ত আইটিসি কি জিএসটি-র সময়কালে বণ্টন করা যাবে?

উ: হ্যাঁ, এই বিষয়ক ইনভয়েসগুলি জিএসটি শুরুর দিনের আগে বা পরে যখনই গৃহীত হোক না কেন, জিএসটি-র সময়কালে বণ্টন করা যাবে— ধারা ১৬২।

প্র২৪: যদি মুখ্য সরবরাহকারীর পণ্য (ক্যাপিটাল পণ্যসহ) ঐ জিএসটি শুরুর দিনে এজেন্ট-এর কাছে থাকে তবে কি এজেন্ট তার ওপর আইটিসি পেতে পারেন?

উ: নিম্নলিখিত শর্তপূরণের সাপেক্ষে, ক্ষেত্রবিশেষে এজেন্ট এইধরনের ক্রেডিট পেতে পারেন। শর্তগুলি এই রকম—

এজেন্ট জিএসটি অনুযায়ী একজন রেজিস্টার্ড করযোগ্য ব্যক্তি;

যদি মুখ্য সরবরাহকারী এবং এজেন্ট উভয়ই জিএসটি শুরুর ঠিক আগের দিন এজেন্টদের কাছে গুদামজাত পণ্যের স্টকের হিসেব ঘোষণা করে থাকেন;

যদি জিএসটি শুরুর দিনের আগের ১২ মাসের মধ্যে ইনভয়েস ইস্যু করা হয়ে থাকে;

যদি মুখ্য সরবরাহকারী হয় এই পণ্য-সংক্রান্ত আইটিসি ফেরত দিয়ে থাকেন বা না নেন। এই বিধান কেবলমাত্র এসজিএসটি আইনানুযায়ী প্রযোজ্য— ধারা ১৬২এ এবং ১৬২বি।

প্র২৫: যদি কোনও পণ্য অনুমোদন সাপেক্ষে (approval basis) জিএসটি শুরুর দিনের আগে পাঠানো হয়ে থাকে কিন্তু তা পুনরায় বিক্রেতার কাছে জিএসটি শুরুর ছয় মাস বাদে ফেরত আসে তবে কি জিএসটি অনুযায়ী কর দিতে হবে?

উ: হ্যাঁ, যদি সেই পণ্য জিএসটি-যোগ্য হয়ে থাকে এবং যে ব্যক্তি তা অনুমোদন করলেন না বা বাতিল করলেন তিনি যদি জিএসটি শুরুর দিনের ছয় মাসের মধ্যেই (বা বিশেষ ক্ষেত্রে, দীর্ঘায়িত আরও দু'মাস) পণ্যটি ফেরত পাঠান। এই বিধান কেবলমাত্র এসজিএসটি আইনানুযায়ী প্রযোজ্য— ধারা ১৬২ডি।